প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা প্রতিবেদন

সাপোর্ট টু আইসিটি টাস্কফোর্স (এসআইসিটি) প্রোগ্রাম

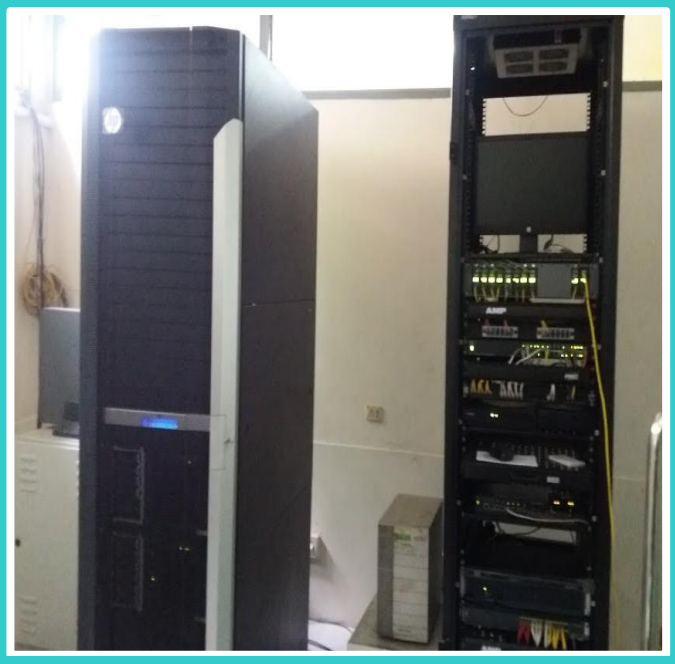

মূল্যায়ন সেক্টর

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জুন ২০১৬

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা প্রতিবেদন

সাপোর্ট টু আইসিটি টাস্কফোর্স (এসআইসিটি) প্রোগ্রাম

সমীক্ষক

জনাব ইমরান এহ্সান
টিম লিডার

জনাব এস এস এম তাইফুর
পরিসংখ্যানবিদ এবং ডেপুটি টিম লিডার

জনাব শাখায়াত হোসেন
অয়েব এপ্লিকেশন স্পেসালিস্ট

ডক্টর হাবিবুর রহমান
সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষক

জনাব মুন্সী শহিদ আনিস
প্রোজেক্ট ম্যানেজমেন্ট স্পেসালিস্ট

আইএমইডি'র কর্মকর্তাবৃন্দ

জনাব খন্দকার আহসান হোসেন
মহাপরিচালক

জনাব তপন কুমার নাথ
পরিচালক

জনাব মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেন
প্রোগ্রামার

মূল্যায়ন সেক্টর
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জুন ২০১৬

IIFC
ইনফ্রাস্ট্রাক্চার ইনভেস্টমেন্ট ফ্যাসিলিটেশন কোম্পানি
বাড়ী # ২৩৯, রোড # ১৭, নিউ ডিওএইচএস
মহাখালী, ঢাকা-১২০৬

সূচিপত্র

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ i

১ প্রকল্পের পটভূমি ১

১.১ ভূমিকা ১

১.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ ১

১.৩ প্রকল্পের অঙ্গসমূহ ২

১.৪ প্রকল্পের আওতায় সাব-প্রজেক্টসমূহ ২

১.৫ প্রকল্পের আওতায় যন্ত্রপাতি সরবরাহ ৮

১.৬ প্রকল্পের আওতায় তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ ১২

১.৭ প্রকল্পের অবস্থান ১২

১.৮ প্রকল্পের ব্যয় ১২

১.৯ প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ১৩

২ প্রভাব মূল্যায়নের পদ্ধতি ১৪

২.১ প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষায় অন্তর্ভুক্তির যৌক্তিকতা ১৪

২.২ মূল্যায়ন সমীক্ষার প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ ১৪

২.৩ পরামর্শকের দায়িত্ব (TOR অনুযায়ী) ১৪

২.৪ প্রভাব মূল্যায়ন করার পরিকল্পনা ১৫

২.৫ প্রভাব মূল্যায়নের পদ্ধতি ১৫

২.৬ নমুনার আকার নির্ধারণ ১৬

২.৭ তথ্য সংগ্রহ ১৭

২.৮ সাব-প্রজেক্টের কার্যক্রম মূল্যায়ন ১৮

২.৯ তথ্য সংগ্রহে সীমাবদ্ধতা ১৮

২.১০ উপকারভোগী উত্তরদাতার সংখ্যা ১৮

২.১১ তথ্যের মান নিয়ন্ত্রণ ১৯

৩ প্রকল্প বাস্তবায়নের বিশ্লেষণ ২০

৩.১ প্রকল্পের ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল বিলম্বের বিশ্লেষণ ২০

৩.২ পণ্য ও সেবা ক্রয় (প্রকিউরমেন্ট) কার্যক্রমের বিশ্লেষণ ২১

৩.৩ সরবরাহকৃত যন্ত্রপাতি ও সফটওয়্যারের বর্তমান পরিস্থিতি ২৮

৪ জরিপের ফলাফল ও বিশ্লেষণ (পরিমাণগত তথ্য) ৩০

৪.১ উপকারভোগীদের জরিপের ফলাফল ৩০

৪.২ প্রশিক্ষণার্থীদের জরিপের ফলাফল ৪১

৫ আলোচনার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহএবং বিশ্লেষণ (গুণগত তথ্য)..... ৪৭

৫.১ মূল তথ্যদাতাদের সাথে সাক্ষাৎকার (KEY INFORMANT INTERVIEWS)..... ৪৭

৫.২ ফোকাস গ্রুপ আলোচনা..... ৪৯

৫.৩ স্থানীয় কর্মশালা..... ৫০

৬ প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন..... ৫১

৬.১ প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা ও প্রাসঙ্গিকতা..... ৫১

৬.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন..... ৫২

৬.৩ প্রকল্পের কার্যকারিতা..... ৫৪

৬.৪ প্রকল্পের সক্ষমতা, দুর্বলতা, সুযোগ ও হুমকি..... ৫৫

৬.৫ প্রকল্পের ধারাবাহিকতা..... ৫৭

৭ পরামর্শকের পর্যবেক্ষণ..... ৫৮

৮ সুপারিশমালা..... ৫৯

৯ উপসংহার..... ৬১

সংযুক্তিসমূহ

সংযুক্তি ১ - প্রশ্নমালা এবং চেকলিস্ট

সমীক্ষা প্রশ্নমালা ০১: সাব-প্রজেক্টের উপকারভোগীদের জন্য প্রশ্নমালা

সমীক্ষা প্রশ্নমালা ০২: সাব-প্রজেক্টের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাৎকারের যাচাই তালিকা

সমীক্ষা প্রশ্নমালা ০৩: প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য প্রশ্নমালা

সমীক্ষা প্রশ্নমালা ০৪: ফোকাস গ্রুপ আলোচনার চেকলিস্ট

সমীক্ষা প্রশ্নমালা ০৫: SICT কর্মসূচির সংশ্লিষ্ট প্রাক্তন কর্মকর্তাগণের সাথে সাক্ষাৎকারের চেকলিস্ট

সমীক্ষা প্রশ্নমালা ০৬: ডকুমেন্ট পর্যালোচনা চেকলিস্ট

সমীক্ষা প্রশ্নমালা ০৭: তথ্যপ্রযুক্তি অবকাঠামো চেকলিস্ট

সংযুক্তি ২ – প্রভাব মুল্যায়ন সমীক্ষার ছবি

বিভিন্ন গূরুত্বপূর্ণ শব্দের সংক্ষিপ্তরূপ

DDN:	Digital Data Network
DPP:	Development Project Proforma/Proposal
EOI:	Expression of Interest
FGD:	Focus Group Discussion
G2B:	Government to Business
G2C:	Government to Citizen
GIS:	Geographic Information Systems
ICT:	Information and Communications Technology
IMED:	Implementation Monitoring and Evaluation Division
KII:	Key Informant Interview
LAN:	Local Area Network
MAN:	Metropolitan Area Network
OMR:	Optical Mark Reader
PCR:	Project Completion Report
PDA:	Personal Digital Assistant
PIU:	Project Implementation Unit
PPR:	Public Procurement Rules
RDPP:	Revised Development Project Proposal
RFP:	Request for Propsal
SICT:	Support to ICT Task Force
SWOT:	Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats
TOR:	Terms of Reference
UPS:	Uninterrupted Power Supply
WAN:	Wide Area Network

পরিভাষাকোষ (Glossary)

DDN (ডিডিএন):	যে নেটওয়ার্ক দ্বারা ভয়েস, ভিডিও ও তথ্য ডিজিটাল ট্রান্সমিশন হয়
GIS (জিআইএস):	স্থানিয় বা ভৌগোলিক তথ্য জমা রাখার সিস্টেম
LAN (ল্যান):	ছোট এলাকা জুরে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক
MAN (ম্যান):	একটি কম্পিউটার নেটওয়ার্ক যা ভৌগলিক এলাকা বা অঞ্চলের তথ্যপ্রযুক্তির সঙ্গে ব্যবহারকারীদের সংযোগ করে
OMR Machine (ওএমআর):	ডিভাইস যা দ্বারা ডকুমেন্ট ফর্ম থেকে পেন্সিল চিহ্ন দ্বারা সরবরাহিত তথ্য সংগৃহ করা যায়
PDA (পিডিএ):	একটি হ্যান্ডহেল্ড ডিভাইস যা দ্বারা কম্পিউটিং, টেলিফোন / ফ্যাক্স, ইন্টারনেট এবং নেটওয়ার্কিং করা যায়
UPS (ইউপিএস):	ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস যা বিদ্যুৎ ফল্ট বা বিদ্যুৎ ব্যর্থতার সময় জরুরি বিদ্যুৎ সরবরাহ করে
WAN (ওয়্যান):	একটি কম্পিউটার নেটওয়ার্ক যা আধ মাইল বা তার বেশি দূরত্বের কম্পিউটারের মধ্যে সংযোগ করে

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

আইসিটি টাস্কফোর্স, "Support to ICT Programme (SICT)" শীর্ষক একটি প্রকল্প, বিগত জুলাই ২০০২ সালে মোট ৮৩.১৬ কোটি টাকার সম্পূর্ণ দেশীয় মুদ্রায় বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিকল্পনা বিভাগকে SICT প্রকল্পের বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেয়া হয়। SICT প্রকল্প তথ্যপ্রযুক্তি খাতে একটি মাইলফলক প্রকল্প হিসেবে ভূমিকা রাখে। SICT প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগে চারটি কার্যক্রমের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়, (১) ওয়েবসাইট এবং প্রসেস অটোমেশন সফটওয়্যার নির্মাণ, (২) অবকাঠামো নির্মাণে সহায়তা,যেমন লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (LAN), মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক (MAN), ইন্টারনেট সংযোগ, ইত্যাদি, (৩) হার্ডওয়্যার সরবরাহ যেমন: কম্পিউটার, প্রিন্টার, স্ক্যানার, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, সার্ভার, ভিডিও কনফারেন্সিং সরঞ্জামাদিও বিভিন্ন প্রকারের আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ, এবং (৪) কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রাসঙ্গিক প্রকল্প প্রশিক্ষণ।

প্রাথমিকভাবে ৫৫টি সাব-প্রজেক্ট SICT প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত করার পরিকল্পনা নেয়া হয়। পরবর্তীকালে প্রকল্প দুবার সংশোধিত করে সাব-প্রজেক্টের সংখ্যা কমিয়ে ৩৯ করা হয়। প্রকল্পের ব্যয় প্রাথমিকভাবে ছিল টাকা ৮৩.১৬ কোটি যা পরে টাকা ১০১.৫৮ কোটিতে সংশোধিত করা হয়েছিল। প্রকল্পটি দুবার সংশোধিত হয়। দ্বিতীয় সংশোধন করা হয় ২৫ আগস্ট ২০০৮ তারিখে। এই সংশোধনে প্রকল্পটি ২০০৯ সাল পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। প্রকল্পটি ৫ মে ২০০৯ তারিখে এক বছরের জন্য প্রশাসনিক অনুমোদন দ্বারা মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয় এবং ১ এপ্রিল ২০১০ তারিখে দ্বিতীয়বার এক বছরের জন্য প্রশাসনিক অনুমোদন দ্বারা মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। ৩০ জুন ২০১১ তারিখে পরিকল্পনা মন্ত্রী দ্বারা প্রকল্পটি আর এক বছরের জন্য মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। প্রকল্প শেষ হয় জুন ২০১২ তে এবং প্রকল্প শেষে প্রকৃত ব্যয় ছিল ৯৯.৪৯ কোটি টাকা।

২০০২ সালে SICT প্রকল্প বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেয়া হয়। দেশের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগে ই-সরকার প্রতিষ্ঠা করে সরকারের দক্ষতা বৃদ্ধি ও জনসাধারণকে যথাযথ সেবা প্রদান করা তখন জরুরী ও অত্যাবশ্যক ছিল। পরবর্তীকালে ২০০৮ সালে নতুন সরকার তথ্য প্রযুক্তিক্ষমতা শক্তিশালীকরণ এবং "ডিজিটাল বাংলাদেশ" ভিশনের উপর সবচেয়ে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। তদনুসারে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে তথ্যপ্রযুক্তি নীতি ২০০৯ সালে সংশোধন করা হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে, এটা পরিলক্ষিত হয় যে SICT প্রকল্পের প্রাসঙ্গিকতা বর্তমান বাংলাদেশ সরকারের অগ্রাধিকার এবং নীতিমালা, বিশেষতঃ "ডিজিটাল বাংলাদেশ" গঠনের অনুকূলে রয়েছে।

উপকারভোগীদের জরিপে দেখা গেছে যে, বেশির ভাগ উত্তরদাতা মনে করেন SICT প্রকল্প প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ২০০২ থেকে ২০০৮ সালের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। জরিপে আরো দেখা গেছে যে, SICT প্রকল্পের আগে সরকারি সেবা গ্রহণে বেশির ভাগ নাগরিকেরই অসুবিধার সম্মুখীন হতে হত। সাব-প্রজেক্টের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাৎকারে জানা গেছে যে, SICT প্রকল্পের আওতায় সাব-প্রজেক্ট বাস্তবায়নের ফলে কর্মকর্তাদের মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তির প্রতি ইতিবাচক মনোভাব গড়া ছিল প্রকল্পের সবচেয়ে সফল দিক। সংগৃহীত তথ্যের আলোকে এটা নির্ধারণ করা যেতে পারে যে, SICT প্রকল্প বাস্তবায়ন করা সরকারের জন্য, সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য এবং সাধারণ নগরিকদের জন্য খুবই প্রয়োজনীয় ছিল।

কর্মসূচির আওতায় ৩৯ টি সাব-প্রজেক্ট বাস্তবায়ন করা হয় যার মূল উদ্দেশ্য ছিল তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে সরকারি প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা বৃদ্ধি করা। তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করাও ছিল কর্মসূচির এক মূল উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য অনুযায়ী বিভিন্ন কর্মসূচি ও পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। উপকারভোগীদের জরিপে দেখা গেছে বেশির ভাগ উত্তরদাতা মনে করেন যে, ২০০২ থেকে ২০০৮ সালের পরিপ্রেক্ষিতে, SICT প্রকল্পের মাধ্যমে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে সরকারি ই-সেবা দেয়া এবং সরকারের নিয়মিত কাজকর্মের দক্ষ পরিবেশ সৃষ্টি করার লক্ষ্য অর্জন করতে SICT প্রকল্পটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেয়েছে।

জরিপ থেকে পরিলক্ষিত হয় যে, SICT প্রকল্প সরকারের বিভিন্ন স্তরে কর্মীদের মাঝে তথ্যপ্রযুক্তি প্রয়োগের সচেতনতা, দক্ষতা এবং আধুনিকায়নে সক্ষম হয়েছে। বিস্তৃত মাল্টিমিডিয়া সুবিধা এবং প্রকল্পের অন্যান্য উদ্ভাবনী উদ্যোগের সুদূরপ্রসারী এবং উল্লেখযোগ্য প্রভাব আছে বলে আশা করা যায়। ২০০২ থেকে ২০০৮ সালের মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রকল্পের সক্ষমতা ছিল সরকারি অফিসে দক্ষ কর্ম পরিবেশ তৈরিতে সাহায্য, তথ্যপ্রযুক্তি সিস্টেম ব্যবহার এবং কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সাহায্য, স্বল্পতম সময়ে তথ্য সরবরাহের পরিবেশ সৃষ্টি ও তথ্যপ্রযুক্তির প্রতি ইতিবাচক মনোভাব গড়া। প্রকল্পের দুর্বলতা ছিল ধারাবাহিকভাবে কম্পিউটার প্রশিক্ষণের অভাব, প্রকল্প সমাপ্তির পর

নিয়মিতভাবে রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রয়োজন অনুযায়ী সিস্টেম এবং ওয়েবসাইট হালনাগাদ করণের অভাব, দক্ষ জন শক্তির অভাব, সরঞ্জাম সরবরাহকারীর উপর নিয়ন্ত্রণের অভাব ইত্যাদি।

জরিপ, সাক্ষাৎকার ও আলোচনার মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যের মূল্যায়ন করে দেখা গেছে SICT প্রকল্প বাস্তবায়ন করা সরকারের জন্য, সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য এবং সাধারণ নাগরিকদের জন্য খুবই প্রয়োজনীয় ছিল। কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে সরকারি প্রতিষ্ঠানে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কর্মকর্তাদের মধ্যে তথ্য প্রযুক্তির প্রতি ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তুলতে পেরেছে। কর্মসূচির প্রত্যক্ষ প্রভাব ছিল কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং তথ্যপ্রযুক্তির সচেতনতা সৃষ্টি। কর্মসূচির আওতায় সাব-প্রজেক্ট সমূহ বাস্তবায়নের ফলে ই-গভার্নেন্স মাধ্যমে সরকারি কার্যক্রমে আরও স্বচ্ছতা এসেছে। কর্মসূচির আওতায় তথ্যপ্রযুক্তি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

কর্মসূচির দুর্বল দিক ছিল ধারাবাহিকতা অর্জন করা। অনেক প্রতিষ্ঠানে কর্মসূচির আওতায় সরবরাহকৃত যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়ে যাওয়ার পরে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ না থাকায় এবং প্রতিষ্ঠানে টেকনিকাল কর্মিবৃন্দের অভাব থাকায় সাব-প্রজেক্ট সমূহের সফলতা বজায় রাখা যায় নি। এছাড়াও প্রশিক্ষণের ধারাবাহিকতার অভাব ছিল এবং কর্মসূচির আওতায় আরো কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন ছিল। প্রশিক্ষণের ধারাবাহিকতায় অভাব থাকায় বদলি হয়ে নতুন কর্মকর্তারা প্রতিষ্ঠানে আসার পরে কর্মসূচির প্রভাব উপভোগ করতে পারেন নি। কিছু সমস্যা থাকার পরেও এটা অনুমত হয় যে SICT প্রকল্প সরকারি অফিসসমূহে তথ্যপ্রযুক্তি সম্পর্কিত কাজের আরো উন্নতি এবং শক্তিশালী করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণে উৎসাহিত করেছে।

SICT প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং জরিপের ফলাফল থেকে লব্ধ অভিজ্ঞতার আলোকে কিছু সুপারিশমালা দেওয়া যায় যা ভবিষ্যতের তথ্যপ্রযুক্তি প্রকল্পের জন্য প্রযোজ্য। তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের প্রকৃত প্রয়োজন বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিস্তারিত সমীক্ষার ভিত্তিতে একটি মহাপরিকল্পনা করা উচিৎ এবং তথ্যপ্রযুক্তি সম্পর্কিত প্রকল্পের সমন্বয়ের উদ্দেশে ডিপিপি প্রস্তুত করার পূর্বে প্রকল্পের ডুপ্লিকেসন হচ্ছে কিনা তার উপর নজর রাখা দরকার। ডিপিপি প্রস্তুত করার সময় প্রকল্পের যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যথেষ্ট বাজেট রাখা দরকার এবং সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যার ভেন্ডরের মধ্যে সহযোজনের লক্ষে একটি শক্তিশালী সমন্বয় সিস্টেমের পরিকল্পনা করা যেতে পারে। তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে কোনও প্রকল্পের ডিপিপি প্রস্তুত করার সময় ক্রমাগত প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামের ব্যবস্তা করার পরিকল্পনা করা দরকার এবং কম্পিউটার ও সার্ভারের জন্য যথাযথ সিকিউরিটি সিস্টেমের ব্যবস্তা করা গুরুত্বপূর্ণ।

তথ্যপ্রযুক্তি প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পিপিপি মডেলে প্রকল্প করা যেতে পারে। পিপিপি মডেলে প্রকল্প বাস্তবায়ন করলে দেশের পিপিপি আইন অনুসরণ করতে হবে। সরঞ্জামাদি বিক্রেতাদের সঙ্গে চুক্তি এমনভাবে প্রস্তুত করা উচিৎ যাতে বিক্রেতারা দক্ষভাবে ক্লায়েন্টদেরকে প্রয়োজন মত ওয়ারেন্টি সেবা প্রদান করতে বাধ্য থাকে। এছাড়াও, User Friendly সফটওয়্যার তৈরিতে মনোযোগ দেয়া উচিৎ যাতে কর্মকর্তাদের জন্য ব্যবহার সহজ হয়। উপকারভোগীদের জন্য তথ্যপ্রযুক্তি সিস্টেমের সচেতনতা প্রোগ্রাম অব্যাহত রাখা উচিত এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানে ডেডিকেটেড স্পীড সহ ডেডিকেটেড ইন্টারনেট সেবার প্রাপ্যতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। সিটিজেন চার্টারের গুরুত্ব বিবেচনা করে সিটিজেন চার্টার নিয়মিত আপডেট করে ওয়েবসাইটে দেওয়া দরকার। বদলিকৃত সরকারি কর্মকর্তাদের তথ্যপ্রযুক্তি প্রশিক্ষণের মাত্রা বিবেচনায় নেয়া উচিৎ এবং একটি প্রকল্পের জন্য প্রকল্প পরিচালক পূর্ণকালীন এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের সময়ের জন্য নিয়োগ দেয়া বাঞ্ছনীয়।

SICT প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন করে অনুমত হয় যে, এ তথ্যপ্রযুক্তি প্রকল্পের সচেতনতার মাধ্যমে বিভিন্ন সংস্থার কর্মীদের মধ্যে কম্পিউটার ব্যবহারের আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারি প্রশাসনের কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকারি সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে জনসাধারণের প্রবেশাধিকার সহজতর হয়ে উঠেছে এবং ডিজিটালাইজেশনের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। এ আলোকে সরকারের আরও তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা গুরুত্বপূর্ণ।

১ প্রকল্পের পটভূমি

১.১ ভূমিকা

তথ্যপ্রযুক্তির গুরুত্ব অনুধাবন করে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে চেয়ারপার্সন এবং পরিকল্পনা বিভাগের সচিবকে সদস্য-সচিব করে ২০০২ সালে আইসিটি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়। আইসিটি টাস্কফোর্সকে কারিগরি সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের আওতায় "সাপোর্ট টু আইসিটি টাস্কফোর্স (এসআইসিটি) প্রোগ্রাম" শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।

অর্থনৈতিক উন্নয়নে, উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশের জন্য, ই-সরকার একটি অত্যাধুনিক হাতিয়ার। উন্নত বিশ্বে ইতিমধ্যে ই-সরকার ব্যবস্থা উন্নয়ন এবং বাস্তবায়নের জন্য পর্যাপ্ত আর্থিক সংস্থান এবং বহুসংখ্যক জনবল নিয়োগ করা হয়েছে। আর্থসামাজিক, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং দারিদ্য বিমোচনে অনেক দেশের অর্থ যোগানের সামর্থ্য অপ্রতুল থাকার কারণে ই-সরকার ব্যবস্থা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে বাস্তবায়ন করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা হয়। আলোচ্য বিষয়সমূহ বিবেচনায় রেখে বাংলাদেশ সরকারের উচ্চ পর্যায়ের নীতি নির্ধারক কর্তৃপক্ষ, সরকারকে আরও স্বচ্ছ, দক্ষ এবং জনগণের নিকট সরকারের দায়িত্ব দক্ষতার সাথে প্রদানের উদ্দেশ্যে, ই-সরকার বাস্তবায়ন একটি সময় উপযোগী এবং গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হিসাবে বিবেচনা করে।

বিগত ২০০২ সালে জাতীয় তথ্যপ্রযুক্তি নীতিমালায় ই-সরকার বাস্তবায়নে গুরুত্ব প্রদান করে উল্লেখ করা হয় যে "সরকারের কার্যক্রমে দক্ষতা বৃদ্ধি, সম্পদ ব্যবহারের অপচয় রোধ, উন্নত পরিকল্পনা গ্রহণ এবং সরকারের সেবার মান উন্নয়ন করে দেশে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে" ।নীতিমালায় আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে তথ্যপ্রযুক্তি সিস্টেম এমনভাবে চালু করতে হবে যাতে করে প্রত্যন্ত অঞ্চলের নাগরিকেরা সরকারের প্রশাসন এবং সরকারের বিভিন্ন তথ্য ও উপাত্তসমূহ ব্যবহারের জন্য প্রবেশাধিকার পেতে পারে।

উপরোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনায় রেখে, আইসিটি টাস্কফোর্স "সাপোর্ট টু আইসিটি টাস্কফোর্স (এসআইসিটি) প্রোগ্রাম" শীর্ষক একটি প্রকল্প বিগত জুলাই ২০০২ সালে মোট ৮,৩১৬ লক্ষ টাকার সম্পূর্ণ দেশীয় মুদ্রায় বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আইসিটি টাস্কফোর্সের বিভিন্ন কৌশলগত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নই ছিল উল্লেখিত প্রকল্পের মূল লক্ষ্য।

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধিনে পরিকল্পনা বিভাগকে SICT প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেওয়া হয়। দেশের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় / বিভাগের ই-সরকার গঠনের সহায়তা প্রদান করা ছিল SICT প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। এ ছাড়াও দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণের তথ্য অধিকারের নিশ্চয়তা, টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নে জনগণের ক্ষমতায়নের পথ প্রশস্ত করা এবং বিভিন্ন বিষয়ে জাতীয় আইসিটি টাস্কফোর্সকে অবহিত করাও SICT প্রকল্পের দায়িত্ব ছিল।

১.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ

বর্ণিত প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হল:

১. দেশে অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা, তথ্যপ্রযুক্তি খাতের উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করা এবং কার্যকর ও দক্ষ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করা।

২. উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও তথ্যপ্রযুক্তি সম্পর্কিত ইন্টিগ্রেটেড প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের জন্য সহায়তা প্রদান করা।

৩. তথ্যপ্রযুক্তি টাস্কফোর্সের সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান করা।

৪. সরকারের গতিশীলতা এবং দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ই-গভার্নেন্স ব্যবস্থা চালু করা ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

৫. তথ্যপ্রযুক্তি খাতে আরও অংশগ্রহণের লক্ষ্যে এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষের অনুপ্রেরণা জোরদার করার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি ও পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করা।

৬. আইসিটি টাস্কফোর্সকে নীতিমালা প্রস্তুতে সহায়তা করা এবং বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করা।

৭. আইসিটি টাস্কফোর্সের অন্যান্য সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন করা।

১.৩ প্রকল্পের অঙ্গসমূহ

SICT প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগে নিম্নলিখিত চারটি কার্যক্রমের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়:

- ওয়েবসাইট এবং প্রসেস অটোমেশন সফটওয়্যার নির্মাণ।
- অবকাঠামো নির্মাণে সহায়তা, যেমন লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (LAN), মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক (MAN), ইন্টারনেট সংযোগ ইত্যাদি।
- হার্ডওয়্যার সরবরাহ যেমন, কম্পিউটার, প্রিন্টার, স্ক্যানার, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, সার্ভার, ভিডিও কনফারেন্সিং সরঞ্জামাদি ও বিভিন্ন প্রকারের আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ।
- কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প প্রাসঙ্গিক প্রশিক্ষণ।

১.৪ প্রকল্পের আওতায় সাব-প্রজেক্টসমূহ

প্রাথমিকভাবে ৫৫ টি সাব-প্রজেক্ট SICT প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়। পরবর্তীকালে প্রকল্প দুবার সংশোধিত করে সাব-প্রজেক্টের সংখ্যা কমিয়ে ৩৯ করা হয়। সাব-প্রজেক্ট গুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নলিখিত সারণিতে দেওয়া হয়েছে।

সারণী ১.১ - সাব-প্রজেক্টের তালিকা এবং সংক্ষিপ্তবর্ণনা

ক্রমিক সংখ্যা	সাব-প্রজেক্ট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১.	ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীনে জিএম উত্তর কার্যালয়ের প্রসেস অটোমেশন	জাতীয় সংসদ সহ ঢাকা শহরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলি ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীনে জিএম উত্তর কার্যালয় টেলিযোগাযোগ সেবা পরিবেশন করে। এই সাব -প্রজেক্টের আওতায় জিএম উত্তর কার্যালয়ে e-governance application, অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া অটোমেশন ও অনলাইন নাগরিক সেবাসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ বাস্তবায়ন করা হয়।
২.	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে অনলাইন পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল এবং শিক্ষা পরিসংখ্যান	প্রতি বছর সারা দেশ থেকে হাজার হাজার ছাত্র এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা দেয়। কিন্তু পরীক্ষার ফলাফল জনসাধারণের কাছে পৌঁছানোর কোন কার্যকরী উপায় ছিল না। পরীক্ষার ফলাফল কার্যকরী পদ্ধতিতে প্রকাশ করার জন্য এই সাব-প্রজেক্ট গ্রহণ করা হয় যার মাধ্যমে ফলাফল অনলাইনে প্রকাশ করা যাবে।
৩.	কৃষি মন্ত্রণালয়ের জন্য অনলাইন দৈনিক বাজার মূল্য	কৃষি বাংলাদেশ অর্থনীতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। দেশব্যাপী অধিকতর বাজারের বিভিন্ন কৃষিপণ্যের দৈনিক মূল্য যদি অধিগত করা যায় তাহলে কৃষিবাজার আরও কার্যকরী হবে। এ উদ্দেশ্য নিয়ে SICT প্রকল্পের আওতায় কৃষক ও কৃষিখাতের সঙ্গে জড়িত ব্যবসায়ীদের কাছে কৃষিবাজার মূল্য সহজে পৌঁছানোর জন্য অনলাইনে বাজার মূল্য প্রকাশ করার প্রক্রিয়া তৈরি করা হয়।
৪.	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ইন্টারেক্টিভ ওয়েবসাইট	বৈদেশিক কর্মসংস্থান বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের সবচেয়ে বড় উৎস। দক্ষতার সঙ্গে প্রবাসীদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূর্ণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। SICT প্রকল্প প্রবাসী, এজেন্ট এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংশ্লিষ্ট পক্ষের কাজ সহজতর করার জন্য প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে

ক্রমিক সংখ্যা	সাব-প্রজেক্ট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
		একটি ইন্টারেক্টিভ ওয়েবসাইট তৈরির কাজ হাতে নেয়। ওয়েবসাইট দ্বারা মন্ত্রণালয় ও বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসের মধ্যে প্রবাসী-সম্পর্কিত তথ্য সুষ্ঠুভাবে বিনিময় করা যাবে।
৫.	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ইন্টারেক্টিভ ওয়েবসাইট	ইতিবাচক জাতীয় ইমেজ ফুটিয়ে তোলার জন্য গুরুত্বপূর্ণ শ্রম বিষয়, যেমন কর্মচারীদের অধিকার, ভাল কাজের পরিবেশ, নিরাপত্তা বিধি আনুগত্য এবং শিশুশ্রম বিষয়, বাংলাদেশের জন্য অপরিহার্য। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় একটি তথ্যপূর্ণ ইন্টারেক্টিভ ওয়েবসাইট রক্ষণাবেক্ষণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যার মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম আন্তর্জাতিক সংগঠন, বিনিয়োগকারী ও কূটনীতিকরা তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে। এই উদ্দেশ্য নিয়ে SICT প্রকল্পের আওতায় মন্ত্রণালয়ের একটি ইন্টারেক্টিভ ওয়েবসাইট তৈরির কাজ বাস্তবায়ন করা হয় যার মাধ্যমে বাংলাদেশের শ্রম আইন এবং প্রবিধান বজায় রাখার প্রচেষ্টা প্রদর্শিত করা যাবে।
৬.	বাংলাদেশ চা বোর্ডের কানেক্টিভিটি এবং প্রসেস অটোমেশন	চা বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের এক প্রধান খাত। এই শিল্পের অধিকাংশ মালিকানা ও পরিচালনার দায়িত্ব সরকারের। এই খাতকে বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতামূলক করার উদ্দেশ্য নিয়ে SICT প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ চা বোর্ডের (BTB) অধীনে বিভিন্ন অফিসের তথ্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেম, ইন্টারেক্টিভ ওয়েবসাইট এবং ইন্টারনেট সংযোগ করার সাব-প্রজেক্ট বাস্তবায়ন করা হয়।
৭.	ভূমি মন্ত্রণালয়ের ইন্টারেক্টিভ ওয়েবসাইট	বাংলাদেশের জনগণ জীবিকার জন্য জমি ভিত্তিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল। এই জন্য জমি সংক্রান্ত বিষয় দেশের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। গত কয়েকশ বছরে, ভূমি প্রশাসন অনেক বিধি ও পদ্ধতির সঙ্গে জড়িত হয়ে গেছে। সাধারণ নাগরিকদের এসব আইন ও নিয়মকানুন সম্পর্কে জানার কোনও সহজ পথ ছিল না। প্রাসঙ্গিক জমি সংক্রান্ত তথ্য সহজলভ্য করার জন্য SICT প্রকল্পের আওতায় ভূমি মন্ত্রণালয়ের একটি ওয়েবসাইট তৈরির গুরুত্বপূর্ণ কাজ বাস্তবায়ন করা হয়।
৮.	ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীনে মানিকগঞ্জ রেকর্ড রুম এ ভূমি রেকর্ড সংরক্ষণাগার	বাংলাদেশের অধিকাংশ মামলা জমি সংক্রান্ত। এছাড়া জমি-সংক্রান্ত দলিল, যেমন খতিয়ান, যথাযথ সংরক্ষণের প্রয়োজন। এই খতিয়ানগুলি যদি স্ক্যান করে ডিজিটাল ফরম্যাট করা হয়, তাহলে তা সংরক্ষণ এবং উদ্ধার করা সহজ হবে। ডিজিটালরূপে খতিয়ানগুলি সংরক্ষণ করতে SICT প্রকল্প মানিকগঞ্জ ভূমি রেকর্ড অফিসে একটি পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়নের গুরুত্বপূর্ণ কাজ হাতে নেয়।
৯.	বিনিয়োগ বোর্ডের প্রক্রিয়া অটোমেশন	বিনিয়োগ বোর্ড দেশে বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য নিবেদিত প্রতিষ্ঠান। দেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তি তুলে ধরার জন্য বিনিয়োগ বোর্ডের কার্যকারিতা এবং পেশাদারিত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই উদ্দেশ্য নিয়ে SICT প্রকল্পের আওতায় বিনিয়োগ বোর্ডের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয় ও বিভিন্ন ইনফরমেশন সিস্টেম উন্নয়ন করার গুরুত্বপূর্ণ কাজ বাস্তবায়ন করা হয়।
১০.	হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার এবং স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্সের জন্য	স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স (এসএসএফ) এর দায়িত্ব মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও সর্বোচ্চ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের নিরাপত্তা

ক্রমিক সংখ্যা	সাব-প্রজেক্ট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
	কানেক্টিভিটি	নিশ্চিত করা। সঠিকভাবে কাজ পরিচালনা করার জন্য এই বাহিনীকে যথাযথভাবে সজ্জিত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উন্নত যোগাযোগ ও নিরাপত্তা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য SICT প্রকল্পের আওতায় এসএসএফ শক্তিশালীকরণ করার কাজ বাস্তবায়ন করা হয়।
১১.	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের জন্য ইন্টারেক্টিভ ওয়েবসাইট	মন্ত্রীপরিষদ বিভাগের ও স্থানীয় এবং জেলা স্তরের প্রশাসনিক ইউনিটের মধ্যে তথ্য আদান প্রদানের জন্য কার্যকরী পদ্ধতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়াও, নাগরিকদের অবগতির জন্য তথ্য নিয়মিত পরিব্যাপ্ত করা গুরুত্বপূর্ণ। SICT প্রকল্প মন্ত্রীপরিষদ বিভাগের জন্য একটি ইন্টারেক্টিভ ওয়েবসাইট তৈরির গুরুত্বপূর্ণ কাজ হাতে নেয় যা দ্বারা নাগরিকরা সহজে তথ্য পেতে পারবে এবং ক্ষেত্র-পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তারা সহজে মন্ত্রীপরিষদ বিভাগে তথ্য ও পরিসংখ্যান প্রেরণ করতে পারবে।
১২.	বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনে ফল প্রসেসিং অটোমেশন	প্রতি বছর ১০০,০০০ অধিক নাগরিক পাবলিক সার্ভিস পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে, এবং বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন (BPSC) এই পরীক্ষার ফলাফল সারাবছর প্রক্রিয়া করে। ফল প্রক্রিয়াজাত দক্ষ, ত্রুটি-মুক্ত এবং সময়মত প্রকাশিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কার্যকরভাবে BPSC ফল প্রক্রিয়াকরণ স্বয়ংক্রিয় করা এবং পরীক্ষার ফল প্রকাশের জন্য একটি ইন্টারেক্টিভ ওয়েবসাইট তৈরির গুরুত্বপূর্ণ কাজ SICT প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়ন করা হয়।
১৩.	রেপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের অফিস অটোমেশন	রেপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন নাগরিক ও গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় বিষয়ের নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছে। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজ পরিচালনা করার জন্য র্যা পিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নকে সঠিকভাবে সজ্জিত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উন্নত যোগাযোগ ও নিরাপত্তা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য SICT প্রকল্পের আওতায় রেপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নকে শক্তিশালীকরণ করার কাজ বাস্তবায়ন করা হয়।
১৪.	সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের কম্পিউটার সেন্টারের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং মিত্রশক্তি সাপোর্টের Backbone কানেক্টিভিটি	সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ দেশের জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষায় সর্বোচ্চ দায়িত্ব রয়েছে। এটা অপরিহার্য যে নিরাপত্তা রক্ষায় এই বিভাগ সম্পূর্ণরূপে সজ্জিত এবং আধুনিক হয়। এই দৃষ্টি নিয়ে, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের কাজটি SICT প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়ন করা হয়।
১৫.	বাংলাদেশ লাইভস্টক রিসার্চ ইনস্টিটিউটের প্রসেস অটোমেশন	বাংলাদেশের অধিকাংশ এলাকা গ্রামীণ যেখানে প্রাণিসম্পদ জীবিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। ফলে, দেশের একমাত্র প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটকে প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার দিয়ে সজ্জিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যথাযথভাবে গবেষণা কার্যকর করা এবং বিদেশী গবেষকদের সঙ্গে ঘন ঘন পরামর্শ করাও BLRI এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তথ্যপ্রযুক্তি ভিত্তিক সিস্টেম এবং একটি ইন্টারেক্টিভ ওয়েবসাইট তৈরি করে BLRI কে ক্ষমতায়নের গুরুত্বপূর্ণ কাজটি SICT প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়ন করা হয়।
১৬.	ই-পুলিশ	আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ সরকারের সবচেয়ে কঠিন দায়িত্ব। অপরাধ প্রতিরোধের জন্য পুলিশকে অত্যাধুনিক

ক্রমিক সংখ্যা	সাব-প্রজেক্ট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
		ইনফরমেশন সিস্টেম দিয়ে সজ্জিত করা গুরুত্বপূর্ণ। SICT প্রকল্প ই-পুলিশ নামক একটি পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়ন করে যা দ্বারা ইনফরমেশন সিস্টেম তৈরি এবং ঢাকার পুলিশ স্টেশনগুলিকে আন্তঃ-সংযোগ করা হয়।
১৭.	নদী গবেষণা ইনস্টিটিউটের (RRI) তথ্যপ্রযুক্তি সিস্টেম উন্নয়ন ও ইন্টারেক্টিভ ওয়েবসাইট	বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি-ভিত্তিক সিস্টেম ব্যবহার করে গবেষণার জন্য নদী গবেষণা ইনস্টিটিউটের ধারণক্ষমতা বিকাশ অপরিহার্য। এই দৃষ্টিপটে, SICT প্রকল্পের আওতায় RRI এ আধুনিক networked system এবং অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া অটোমেশন করার কাজ বাস্তবায়ন করা হয়।
১৮.	মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের (FRI) প্রসেস অটোমেশন	বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে আয়ের এক বড় উৎস হল মৎস্য। আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি-ভিত্তিক সিস্টেম ব্যবহার করে গবেষণার জন্য মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের ধারণক্ষমতা বিকাশ অপরিহার্য। এই দৃষ্টিপটে, SICT প্রকল্পের আওতায় FRI এ আধুনিক networked system এবং অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া অটোমেশন করার কাজ বাস্তবায়ন করা হয়।
১৯.	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ইন্টারেক্টিভ ওয়েবসাইট	মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশ ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সেই নয় মাসের স্মৃতি সংরক্ষণ করার দায়িত্বে আছে। মন্ত্রণালয়, মুক্তিযোদ্ধা এবং তাদের পরিবারের কল্যাণ দেখাশোনা করার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বেও নিয়োজিত। অনলাইনে নাগরিকদের সেবা প্রদানের জন্য SICT প্রকল্পেরর আওতায় মন্ত্রণালয়ের একটি ইন্টারেক্টিভ ওয়েবসাইট তৈরির কাজ বাস্তবায়ন করা হয়।
২০.	বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের জন্য ইন্টারেক্টিভ ওয়েবসাইট	পর্যটন দ্বারা একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আয় করার সম্ভাবনা আছে। পর্যটন কার্যক্রম দক্ষ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই লক্ষ্য নিয়ে, SICT প্রকল্পের আওতায় মন্ত্রণালয়ের একটি ইন্টারেক্টিভ ওয়েবসাইট তৈরির কাজ বাস্তবায়ন করা হয় যা দ্বারা পর্যটক এবং ভ্রমণকারীদের G2C এবং হোটেল ও ট্যুর অপারেটরদের G2B সেবা প্রদান করা যাবে।
২১.	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের জন্য ইন্টারেক্টিভ ওয়েবসাইট	চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন যেহেতু এটা অনেক বছর ধরে দেশে আন্ত জাতিগত সহিংসতার উৎস হয়ে আছে। সরকার বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়ার জন্য একটি আলাদা মন্ত্রণালয় স্থাপন করে। SICT প্রকল্পের আওতায় মন্ত্রণালয়ে একটি ইন্টারেক্টিভ ওয়েবসাইট তৈরির কাজ বাস্তবায়ন করা হয়।
২২.	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের জন্য ইন্টারেক্টিভ ওয়েবসাইট	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান যা দ্বারা গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর চাহিদা মেটান ও সমবায় মাধ্যমে স্থানীয় সম্প্রদায়ের উন্নয়নের চেষ্টা করা হয়। SICT প্রকল্পের আওতায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের কার্যক্রম প্রচার করার জন্য একটি ইন্টারেক্টিভ ওয়েবসাইট তৈরির কাজ বাস্তবায়ন করা হয়।
২৩.	শিল্প মন্ত্রণালয়ের জন্য ইন্টারেক্টিভ ওয়েবসাইট	শিল্প মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন বিষয় পরিচালনা করে যেমন শিল্প প্রমিতকরণ, পেটেন্ট, dealerships, সরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি।

ক্রমিক সংখ্যা	সাব-প্রজেক্ট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
		পরীক্ষা, পণ্য সত্যতা যাচাই, ডিলারশিপ যাচাই ইত্যাদি বিষয় নাগরিকদের জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেই লক্ষ্য নিয়ে, SICT প্রকল্পের আওতায় মন্ত্রণালয়ের একটি ইন্টারেক্টিভ ওয়েবসাইট তৈরির কাজ বাস্তবায়ন করা হয়।
২৪.	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে হার্ডওয়্যারের সাপ্লাই	বাংলাদেশ পানি সম্পদের উপর নির্ভরশীল। ১৯৬০ সাল থেকে পানি উন্নয়ন বোর্ড বন্যা নিয়ন্ত্রণ, বাঁধ উন্নয়ন, সেচ অবকাঠামো, শহুরে সুরক্ষা, পানি নিষ্কাশন ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোর সঙ্গে জড়িত আছে। পানি উন্নয়ন বোর্ডের দক্ষতা এবং কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য SICT প্রকল্পের আওতায় কাজগুলো স্বয়ংক্রিয় করার কাজ বাস্তবায়ন করা হয়।
২৫.	কারাগার অধিদপ্তরে প্রসেস অটোমেশন ও নেটওয়ার্ক কানেক্টিভিটি	কারাগার অধিদপ্তর সিস্টেমে হাজার হাজার বন্দীরা নিবাসিত আছে। তাদের জন্য দৈনিক ভিত্তিতে সরকারের বিপুল সংগ্রহ ও প্রক্রিয়া ব্যবস্থাপনা করতে হয়। তথ্যপ্রযুক্তি সাহায্যে এই বিশাল প্রক্রিয়া আরও দক্ষ ও ত্রুটি মুক্ত করা দরকার। দেশব্যাপী কেন্দ্রীয় কারাগারের বিভিন্ন প্রসেস স্বয়ংক্রিয় করার কাজটি SICT প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়ন করা হয়।
২৬.	ঢাকা ডিসি কার্যালয়ে প্রক্রিয়া অটোমেশন	ঢাকা জেলা প্রশাসক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত যেমন কালেক্টরেট, ভূমি ব্যবস্থাপনা, ম্যাজিস্ট্রেসি ইত্যাদি। ঢাকা জেলা প্রশাসকের দক্ষতা এবং স্বচ্ছতা উন্নত করার জন্য SICT প্রকল্প অভ্যন্তরীণ প্রসেস স্বয়ংক্রিয়করণ কাজটি হাতে নেয়।
২৭.	জামালপুর ডিসি কার্যালয়ে প্রক্রিয়া অটোমেশন	জামালপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ভূমি ব্যবস্থাপনা, ম্যাজিস্ট্রেসি, কালেক্টরেট ও বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত। জামালপুর জেলা প্রশাসকের দক্ষতা এবং স্বচ্ছতা উন্নত করার জন্য SICT প্রকল্পের আওতায় অভ্যন্তরীণ প্রসেস স্বয়ংক্রিয়করন করার কাজ বাস্তবায়ন করা হয়।
২৮.	শেরপুর ডিসি কার্যালয়ে প্রক্রিয়া অটোমেশন	শেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ভূমি ব্যবস্থাপনা, ম্যাজিস্ট্রেসি, কালেক্টরেট ও বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত। শেরপুর জেলা প্রশাসকের দক্ষতা এবং স্বচ্ছতা উন্নত করার জন্য SICT প্রকল্পের আওতায় অভ্যন্তরীণ প্রসেস স্বয়ংক্রিয়করন করার কাজ বাস্তবায়ন করা হয়।
২৯.	কুমিল্লা ডিসি কার্যালয়ে প্রক্রিয়া অটোমেশন	কুমিল্লা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ভূমি ব্যবস্থাপনা, ম্যাজিস্ট্রেসি, কালেক্টরেট ও বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত। কুমিল্লা জেলা প্রশাসকের দক্ষতা এবং স্বচ্ছতা উন্নত করার জন্য SICT প্রকল্পের আওতায় অভ্যন্তরীণ প্রসেস স্বয়ংক্রিয়করন কাজ বাস্তবায়ন করা হয়।
৩০.	কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডে প্রক্রিয়া অটোমেশন	কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড সরকারী কর্মচারীদের বিভিন্ন কল্যাণ বিষয়ক কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত যেমন মাসিক কল্যাণ এইড, বীমা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কবর ইত্যাদি। অভ্যন্তরীণ তথ্য ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম স্বয়ংক্রিয় করতে SICT প্রকল্পের আওতায় কাস্টমাইজড সফটওয়্যার তৈরির কাজ বাস্তবায়ন করা হয়।
৩১.	বাংলাদেশ বিমানে ই-গভর্নেন্স	বাংলাদেশ বিমানের জনবল ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের জন্য, কর্মীদের বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স ট্রেনিং সেন্টারে (BATC) প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। SICT প্রকল্পের আওতায়

ক্রমিক সংখ্যা	সাব-প্রজেক্ট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
		বাংলাদেশ বিমানের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে তথ্যপ্রযুক্তি হার্ডওয়্যার সরবরাহ করার কাজ বাস্তবায়ন করা হয়।
৩২.	প্রেসিডেন্টের গার্ড রেজিমেন্টের জন্য হার্ডওয়্যার সফটওয়্যার এবং কানেক্টিভিটি	প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্ট (পিজিআর) মহামান্য প্রেসিডেন্ট ও সর্বোচ্চ জাতীয় গুরুত্ব বিষয়ের নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছে। এই রেজিমেন্টেকে সঠিকভাবে সজ্জিত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উন্নত যোগাযোগ ও নিরাপত্তা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য SICT প্রকল্পের আওতায় পিজিআর শক্তিশালীকরণ করার কাজ বাস্তবায়ন করা হয়।
৩৩.	বাংলাদেশ সচিবালয়ে অবস্থিত মন্ত্রণালয়ে ল্যান সেটআপ এবং কানেক্টিভিটি	বাংলাদেশ সচিবালয়ে বাংলাদেশের প্রায় সব প্রধান মন্ত্রণালয় অবস্থিত। মন্ত্রণালয়ের নিরাপদ এবং নির্ভরযোগ্য নেটওয়ার্ক সিস্টেম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। SICT প্রকল্পের আওতায় মন্ত্রণালয়ের মাঝে সংযোগের জন্য ল্যান স্থাপনের কাজ বাস্তবায়ন করা হয়।
৩৪.	পরিকল্পনা কমিশনের এডিপি ডাটাবেস আপডেট ও জিআইএস সংস্থাপন	বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন সরকারের প্রধান অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ইউনিট। পরিকল্পনা কমিশনের ক্যাম্পাসের ভিতরে বিভিন্ন অফিসের তথ্য ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম অত্যন্ত দক্ষ হওয়া গুরুত্বপূর্ণ। SICT প্রকল্পের আওতায় এডিপি ডাটাবেস আরও বলিষ্ঠ এবং সহজগম্য করার কাজ বাস্তবায়ন করা হয়।
৩৫.	মহামান্য রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের অটোমেশন	SICT প্রকল্পের আওতায় মহামান্য রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ে ল্যান প্রতিষ্ঠান এবং একটি ওয়েবসাইট তৈরির কাজ বাস্তবায়ন করা হয়।
৩৬.	সুপ্রিম কোর্টের জন্য ইন্টারেক্টিভ ওয়েবসাইট	সুপ্রিম কোর্ট দেশের সর্বোচ্চ বিচারিক প্রতিষ্ঠান। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে নাগরিকরা বিভিন্ন আদেশ, রায়, cause list ইত্যাদি নিয়মিত এবং সহজে পেতে পারে। SICT প্রকল্পের আওতায় নাগরিকদের দরকারী সেবা প্রদানের জন্য সুপ্রীম কোর্টের একটি ইন্টারেক্টিভ ওয়েবসাইট তৈরির তৈরির কাজ বাস্তবায়ন করা হয়।
৩৭.	জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা (NSI) এ ই-গভর্নেন্স	জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (এনএসআই) অভ্যন্তরীণ ও জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব পালন করে। এনএসআইকে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তিতে সজ্জিত করা দরকার। উন্নত যোগাযোগ ও নিরাপত্তা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য SICT প্রকল্পের আওতায় এনএসআই শক্তিশালীকরণ করার কাজ বাস্তবায়ন করা হয়।
৩৮.	ই-রাজশাহী (ডিজিটাল টাউন)	রাজশাহি সিটি কর্পোরেশনে SICT প্রকল্পের আওতায় রাজশাহি সিটি ডিজিটাল পোর্টাল বাস্তবায়ন করা হয়। ডিজিটাল পোর্টাল দ্বারা নাগরিকদের বিভিন্ন প্রকার সেবা প্রদান করা হয়।
৩৯.	পরিকল্পনা কমিশনে LAN সংস্থাপন	SICT প্রকল্পের আওতায় পরিকল্পনা কমিশনে LAN সংস্থাপন করা হয়।

১.৫ প্রকল্পের আওতায় যন্ত্রপাতি সরবরাহ

নিম্নলিখিত সারণীতে প্রকল্পের প্রতিটি সাব-প্রজেক্টের জন্য সরবরাহকৃত যন্ত্রপাতির তালিকা দেওয়া হয়েছে।

সারণী ১.২ - সাব-প্রজেক্টে সরবরাহকৃতযন্ত্রপাতির তালিকা

ক্রমিক সংখ্যা	সাব-প্রজেক্ট	যন্ত্রপাতি এবং সংখ্যা
১.	ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীনে জিএম উত্তর কার্যালয়ের প্রসেস অটোমেশন	কম্পিউটার-৩৪, অফলাইন ইউপিএস-৩৪, অন লাইন ইউপিএস -১, সার্ভার -১, এসি -১, স্ক্যানার-২, কম্পিউটার চেয়ার/টেবিল-৩৪, লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক-১, অ্যাসোসিয়েটেড সফটওয়্যার ও ওয়েবসাইট
২.	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে অনলাইন পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল এবং শিক্ষা পরিসংখ্যান	কম্পিউটার-৭৭, লেজার প্রিন্টার -৬৪, অফলাইন ইউপিএস-৭৭, অন লাইন ইউপিএস -৩ সার্ভার -৩, কালার প্রিন্টার -২, লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক এসোসিয়েটেড সফটওয়্যার ও ওয়েবসাইট
৩.	কৃষি মন্ত্রণালয়ের জন্য অনলাইন দৈনিক বাজার মূল্য	কম্পিউটার -২০, লেজার প্রিন্টার -২০, নেটওয়ার্ক প্রিন্টার -১, অফলাইন ইউপিএস -২০, অনলাইন ইউপিএস - ২, সার্ভার-২, লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক -১, অ্যাসোসিয়েটেড সফটওয়্যার ও ওয়েবসাইট
৪.	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ইন্টারেক্টিভ ওয়েবসাইট	কম্পিউটার -৬, অফলাইন ইউপিএস -৬, লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক -১, অ্যাসোসিয়েটেড সফটওয়্যার ও ওয়েবসাইট
৫.	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ইন্টারেক্টিভ ওয়েবসাইট	কম্পিউটার -৮, অফলাইন ইউপিএস -৮, লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক -১, কম্পিউটার চেয়ার ও টেবিল-৮, অ্যাসোসিয়েটেড সফটওয়্যার ও ওয়েবসাইট
৬.	বাংলাদেশ চা বোর্ডের কানেক্টিভিটি এবং প্রসেস অটোমেশন	সার্ভার - ৩, কম্পিউটার -১৪, প্রিন্টার-১৫, ল্যাপটপ -৩, এসি -১, অফলাইন ইউপিএস -১৫, Flatbed স্ক্যানার -১০, কম্পিউটার চেয়ার / টেবিল -১৪, লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক -১
৭.	ভূমি মন্ত্রণালয়ের ইন্টারেক্টিভ ওয়েবসাইট	কম্পিউটার -১০, প্রিন্টার -৩ অফলাইন ইউপিএস -১০, লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক -১
৮.	ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীনে মানিকগঞ্জ রেকর্ড রুম এ ভূমি রেকর্ড সংরক্ষণাগার	Fast Storage সার্ভার -১, কম্পিউটার -১২, প্রিন্টার -৩, স্ক্যানার -১২, Wide স্ক্যানার-২, এসি -৩, অফলাইন ইউপিএস -১২, অনলাইন ইউপিএস -১, Plotter -১, চেয়ার-২৬, টেবিল-১৭, বুক সেল্ফ -৩, মাল্টি মিডিয়া প্রজেক্টর -১, লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক -১, সার্ভার রুম সরঞ্জাম ইত্যাদি
৯.	বিনিয়োগ বোর্ডের প্রক্রিয়া অটোমেশন	সার্ভার -১, কম্পিউটার -৩০, প্রিন্টার -৮, স্ক্যানার -২, অফলাইন ইউপিএস -৩০, অনলাইন ইউপিএস - ১, লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক -১
১০.	হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার এবং স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্সের জন্য কানেক্টিভিটি	সার্ভার-২, কম্পিউটার -১৫, ট্যাবলেট পিসি -২, প্রিন্টার-৩০, নেটওয়ার্ক সরঞ্জাম-৮৩, এসি- ১, অফলাইন ইউপিএস -১৫, অনলাইন ইউপিএস. -২, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর -২, ডিজিটাল ফটো প্রিন্টার¬ ১, ডকুমেন্ট স্ক্যানার -২, সিকিউরিটি ইন্টেলিজেন্স ডেটাবেস (সফটওয়্যার) -১, অ্যাসোসিয়েটেড সফটওয়্যার, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি
১১.	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের জন্য	ডিজিটাল ফটোকপি -১ Rack- ৪, স্ক্যানার -১, কম্পিউটার-

ক্রমিক সংখ্যা	সাব-প্রজেক্ট	যন্ত্রপাতি এবং সংখ্যা
	ইন্টারেক্টিভ ওয়েবসাইট	৫৩, প্রিন্টার-১৫, ল্যাপটপ -৪, এসি -১, অফলাইন ইউপিএস-৫৮, অনলাইন ইউপিএস-২, কম্পিউটার চেয়ার / টেবিল-৩৫, Data Safe -১ DDN সরঞ্জাম -১, মাল্টি মিডিয়া প্রজেক্টর -২, লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক -১ ইত্যাদি
১২.	বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনে ফল প্রসেসিং অটোমেশন	দ্রুত স্টোরেজ সার্ভার -১, কম্পিউটার -৩১, প্রিন্টার-১৬, স্ক্যানার -১, এসি-২, অফলাইন ইউপিএস -৩১, অনলাইন ইউপিএস -১, কম্পিউটার চেয়ার ও টেবিল- ৩১, ডিজিটাল photocopier -১, Data Safe -১, OMR-মেশিন -১ লাইন প্রিন্টার -১, লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক -১ ইত্যাদি
১৩.	রেপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের অফিস অটোমেশন (র্যা ব)	সেন্ট্রাল সার্ভার -১, ডাটাবেজ সার্ভারের -১, নিম্ন সীমা সার্ভার-১৬, নেটওয়ার্ক সরঞ্জাম -৩৭, নেটওয়ার্ক Mot. সফটওয়্যার -১, ওরাকল সফটওয়্যার -১, কম্পিউটার-৭১, ট্যাবলেট পিসি -১২, প্রিন্টার -৫ ল্যাপটপ-৩৪, ইউপিএস-৯১, কল ম্যানেজার -১৬, আইপি ফোন-৮৬, সিসিটিভি -১, কম্পিউটার চেয়ার ও টেবিল -৫, ডিজিটাল photocopier -১, প্লাজমা টিভি -১, white বোর্ড -১ , ডকুমেন্ট স্ক্যানার -১ মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর -১, লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক, - ১, বায়োমেট্রিক সরঞ্জাম -১, ইত্যাদি
১৪.	সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের কম্পিউটার সেন্টারের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং মিত্রশক্তি সাপোর্টের Backbone কানেক্টিভিটি	অ্যাড-ড্রপ মাল্টিপ্লেক্সার -১, ল্যাপটপ -১, নেটওয়ার্ক সরঞ্জাম -৪, ডাক্ট ও ফাইবার পার্ট -১, প্রশিক্ষণ ও সাপোর্ট সফটওয়্যার, ভিডিও কনফারেন্সিং সরঞ্জাম -১, টেস্টিং যন্ত্রপাতি -১
১৫.	বাংলাদেশ লাইভস্টক রিসার্চ ইনস্টিটিউটের প্রসেস অটোমেশন	সার্ভার-২, কম্পিউটার-৩০, প্রিন্টার-৭, ল্যাপটপ -৩ সার্ভার রাক, ৩. অফলাইন ইউপিএঅ- ৩০, অনলাইন ইউপিএস -২, লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক -১
১৬.	ই-পুলিশ	প্রশিক্ষণ ল্যাব: সার্ভার ইউপিএস -৫, অফলাইন ইউপিএস -১০০, কম্পিউটার -১০০, নেটওয়ার্ক প্রিন্টার- ৫, সার্ভার -৫, মাল্টি মিডিয়া প্রজেক্টর -৫, ল্যান, এসি -১০, কম্পিউটার এবং চেয়ার টেবিল-১০৫ কানেক্টিভিটি: কম্পিউটার-১৪৬, লেজার প্রিন্টার-৭৩, ল্যাপটপ -১০, সার্ভার-২, ল্যান, অনলাইন ইউপিএস-২, অফলাইন ইউপিএস-১৪৬, কম্পিউটার এবং চেয়ার টেবিল-১৪৬, ওয়াইম্যাক্স-৪, CPE, এবং আনুষাঙ্গিক -১০০, ডিজিটাল ক্যামেরা-৭৩
১৭.	নদী গবেষণা ইনস্টিটিউটের (RRI) তথ্যপ্রযুক্তি সিস্টেম উন্নয়ন ও ইন্টারেক্টিভ ওয়েবসাইট	সার্ভার-১, কম্পিউটার-৪২, প্রিন্টার -৩, কালার প্রিন্টার -২, ল্যাপটপ-২ এসি-২, অফলাইন ইউপিএস¬৪২, অনলাইন ইউপিএস-১, Plotter -১, digitizer-১ কম্পিউটার চেয়ার ও টেবিল-১৫, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর -১, লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক -১ MIKE- সফটওয়্যার, GLS সফটওয়্যার ইত্যাদি
১৮.	মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রসেস অটোমেশন	সার্ভার-১, কম্পিউটার-২৫, প্রিন্টার-৭, ল্যাপটপ -৪ স্ক্যানার -৮, অফলাইন ইউপিএস-২৫, অনলাইন ইউপিএস-১, কম্পিউটার চেয়ার / টেবিল-২৫ লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক -১

ক্রমিক সংখ্যা	সাব-প্রজেক্ট	যন্ত্রপাতি এবং সংখ্যা
১৯.	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ইন্টারেক্টিভ ওয়েবসাইট	কম্পিউটার -১০, সার্ভার -১, অফলাইন ইউপিএস -১০, অনলাইন ইউপিএস -১, প্রিন্টার-৫, এসি -১, স্ক্যানার -১, কম্পিউটার চেয়ার ও টেবিল -১০, লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক -১
২০.	বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের জন্য ইন্টারেক্টিভ ওয়েবসাইট	কম্পিউটার -১৫, সার্ভার -১, অফলাইন ইউপিএস -১৫, অনলাইন ইউপিএস -১, প্রিন্টার-৭, এসি -১, স্ক্যানার -১, কম্পিউটার চেয়ার -১৫
২১.	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের জন্য ইন্টারেক্টিভ ওয়েবসাইট	কম্পিউটার -১০, সার্ভার -১, অফলাইন ইউপিএস -১০, অনলাইন ইউপিএস -১, প্রিন্টার -৪ এসি -১, স্ক্যানার -১, কম্পিউটার চেয়ার ও টেবিল -১০
২২.	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের জন্য ইন্টারেক্টিভ ওয়েবসাইট	কম্পিউটার -১৫, সার্ভার -১, অফলাইন ইউপিএস -১৫, অনলাইন ইউপিএস -১, প্রিন্টার-৭, এসি -১, স্ক্যানার -১, কম্পিউটার চেয়ার ও টেবিল-১৫
২৩.	শিল্প মন্ত্রণালয়ের জন্য ইন্টারেক্টিভ ওয়েবসাইট	কম্পিউটার -১৫, সার্ভার -১, অফলাইন ইউপিএস -১৫, অনলাইন ইউপিএস -১, প্রিন্টার-৭, এসি -১, স্ক্যানার টু, কম্পিউটার চেয়ার ও টেবিল-১৫, লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক -১
২৪.	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে হার্ডওয়্যারের সাপ্লাই	কম্পিউটার -৯, ল্যাপটপ -১, অফলাইন ইউপিএস -১২, প্রিন্টার-৮
২৫.	কারাগার অধিদপ্তরে প্রসেস অটোমেশন ও নেটওয়ার্ক কানেক্টিভিটি	সার্ভার-২৪, কম্পিউটার-১৭৮, প্রিন্টার-১৩৮, ডিজিটাল ক্যামেরা-৩৬, এসি -১২, অফলাইন ইউপিএস- ১৯০, অনলাইন ইউপিএস -১২, কম্পিউটার চেয়ার ও টেবিল-১৯০, লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক - ১২, আইপি ২৫, কেবল মডেম - ২৫, সার্ভার রাক ১২
২৬.	ঢাকা ডিসি কার্যালয়ে প্রক্রিয়া অটোমেশন	সার্ভার-২, কম্পিউটার -৬০, প্রিন্টার-৩০, ল্যাপটপ -১, এসি -১, অফলাইন ইউপিএস -৬০, অনলাইন ইউপিএস -২, কম্পিউটার চেয়ার ও টেবিল -৬২, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর -১, লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক -১
২৭.	জামালপুর ডিসি কার্যালয়ে প্রক্রিয়া অটোমেশন	সার্ভার-২, কম্পিউটার -৩৫, প্রিন্টার-২০, ল্যাপটপ -১, এসি -১, অফলাইন ইউপিএস -৩৫, অনলাইন ইউপিএস -২, কম্পিউটার চেয়ার ও টেবিল-৩৭, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর -১, লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক -১
২৮.	শেরপুর ডিসি কার্যালয়ে প্রক্রিয়া অটোমেশন	সার্ভার-২, কম্পিউটার-৩০, প্রিন্টার-২০ ল্যাপটপ -১, এসি -১, অফলাইন ইউপিএস-৩০, অনলাইন ইউপিএস -২, কম্পিউটার চেয়ার ও টেবিল -৩২, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর -১, লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক -১
২৯.	কুমিল্লা ডিসি কার্যালয়ে প্রক্রিয়া অটোমেশন	সার্ভার-২, কম্পিউটার-৩০, প্রিন্টার-১০, নেটওয়ার্ক প্রিন্টার -১, ল্যাপটপ -১, এসি-২, অফলাইন ইউপিএস-৩০, অনলাইন ইউপিএস -২, কম্পিউটার চেয়ার ও টেবিল -৬২, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর -১, লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক -১
৩০.	কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডে প্রক্রিয়া অটোমেশন	সার্ভার-২, কম্পিউটার-৩২, প্রিন্টার-২০, এসি - ১, অফলাইন ইউপিএস-৩২, অনলাইন ইউপিএস -২, কম্পিউটার চেয়ার ও টেবিল -৩২, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর -১, লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক -১

ক্রমিক সংখ্যা	সাব-প্রজেক্ট	যন্ত্রপাতি এবং সংখ্যা
৩১.	বাংলাদেশ বিমানে ই-গভর্নেন্স	কম্পিউটার -১৮, প্রিন্টার-২, ল্যাপটপ -৫ এসি - ১২, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর -৮, ডিভিডি প্লেয়ার -১, ডিজিটাল ভিডিও ক্যামেরা - ১
৩২.	প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্টের জন্য হার্ডওয়্যার সফটওয়্যার এবং কানেক্টিভিটি	কেন্দ্রীয় সার্ভার -২, ডাটাবেজ সার্ভারের -১, নিম্ন সীমা সার্ভার ও Rack -৭, নেটওয়ার্ক সরঞ্জাম -১১, ডমিনো এন্টারপ্রাইজ সার্ভার -১, লোটাস নোট ক্লায়েন্ট-৩০, ডমিনো ডিজাইনার -১, ইনস্ট্যান্ট মেসেজিং সফটওয়্যার-৩০, ওরাকল সফটওয়্যার -১, কম্পিউটার -৪৫, প্রিন্টার-৯, ল্যাপটপ -৭, অফলাইন ইউপিএস-৫২, অনলাইন-২, PDA -৭, কম্পিউটার চেয়ার ও টেবিল -৪৫, স্ক্যানার -৪, ডিজিটাল ক্যামেরা-২, ডকুমেন্ট ক্যামেরা-২, মাল্টি মিডিয়া প্রজেক্টর -৩, ডিজিটাল Stylus¬ ১, হোয়াইট বোর্ড -১, জিপিএস মেশিন -৭, ডিজিটাল sender -১, ডিজিটাল photocopier -২, ফ্যাক্স মেশিন -৫, লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক -৩
৩৩.	বাংলাদেশ সচিবালয়ে অবস্থিত মন্ত্রণালয় এ ল্যান সেটআপ এবং কানেক্টিভিটি	ওয়ার্কস্টেশন-২৩, লেজার প্রিন্টার-১ সার্ভার-৫০, backbone -১, ইন্টারনেট গেটওয়ে রাউটার -১, স্থানীয় লুপ (অপটিক্যাল ফাইবার) -১, বড় ডিসপ্লে স্ক্রিন -৫, অন লাইন ইউপিএস-২৪, অফলাইন ইউপিএস-৩৪, এসি-৩২, কম্পিউটার চেয়ার ও টেবিল -৪১
৩৪.	পরিকল্পনা কমিশনের এডিপি ডাটাবেস আপডেট ও জিআইএস সংস্থাপন	কম্পিউটার -৪০, ল্যাপটপ-২, অফলাইন ইউপিএস¬ ৪০ প্রিন্টার-৪০, এসি -৬, চেয়ার ও টেবিল-৪০, Rack -১, ওয়ার্কস্টেশন -৪ স্ক্যানার -১, কালার প্রিন্টার -১, লেজার প্রিন্টার -১ , জিপিএস মেশিন-২, ইউপিএস -১+৫, ডিজিটাল ক্যামেরা-২, জিআইএস ও অ্যাসোসিয়েটেড সফটওয়্যার -৪
৩৫.	মহামান্য রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের অটোমেশন	সার্ভার-৪, নেটওয়ার্ক সরঞ্জাম -৩, এসি -১, কম্পিউটার-২২, লেজার প্রিন্টার -১১, নেটওয়ার্ক প্রিন্টার -২, ল্যাপটপ -৪, অফলাইন ইউপিএস-২২, অনলাইন-২, কম্পিউটার চেয়ার ও টেবিল -২২, স্ক্যানার-২ , ডিজিটাল ক্যামেরা-২, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর -১, লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক -১, ইন্টারনেট গেটওয়ে রুট -১, ফায়ারওয়াল -১
৩৬.	সুপ্রিম কোর্টের জন্য ইন্টারেক্টিভ ওয়েবসাইট	সার্ভার-৮, নেটওয়ার্ক সরঞ্জাম -৪, এসি -৩, কম্পিউটার-৬৮, লেজার প্রিন্টার-২৮, নেটওয়ার্ক প্রিন্টার -৩, ল্যাপটপ -৪০, অফলাইন ইউপিএস-৬৮, অনলাইন ইউপিএস -৪, কম্পিউটার চেয়ার ও টেবিল - ৬৮, স্ক্যানার- ৫, ডিজিটাল ক্যামেরা-২, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর -১, লোকাল এরিয়া নেটয়ার্ক¬১
৩৭.	জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা (NSI) এ ই-গভর্নেন্স	কেন্দ্রীয় সার্ভার -৫, নিম্ন সীমা সার্ভার - ৫, ওয়ার্কস্টেশন-২৫+৮, নেটওয়ার্ক সরঞ্জাম- ১২, এসি-২, কম্পিউটার-৪০, লেজার প্রিন্টার -১০, নেটওয়ার্ক প্রিন্টার -৬, ল্যাপটপ -৫, অফলাইন ইউপিএস-৬৫, ইউপিএস -৬৫ অনলাইন জেপি এস -৫, কম্পিউটার চেয়ার ও টেবিল - ৬৮, স্ক্যানার -৭, ডিজিটাল ক্যামেরা-২, মাল্টি মিডিয়া প্রজেক্টর -১, লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক -৩, টেলিফোন সরঞ্জাম ও অ্যাসোসিয়েটেড সফটওয়্যার।
৩৮.	ই-রাজশাহি (ডিজিটাল টাউন)	কম্পিউটার-২৭, অফলাইন ইউপিএস-২৭, অনলাইন ইউপিএস -১, সার্ভার-১, সার্ভার রুম যন্ত্রপাতি -১, রাউটার-১, লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক -১

ক্রমিক সংখ্যা	সাব-প্রজেক্ট	যন্ত্রপাতি এবং সংখ্যা
৩৯.	পরিকল্পনা কমিশনে LAN সংস্থাপন	সার্ভার, সার্ভার রুম যন্ত্রপাতি, রাউটার, লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক -১

১.৬ প্রকল্পের আওতায় তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ

দেশে সরকারিখাতে ই-সরকার প্রতিষ্ঠাকল্পে SICT প্রকল্পের আওতায় গৃহীত পদক্ষেপসমূহের মধ্যে মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপও গ্রহণ করা হয়। গৃহীত পদক্ষেপ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য এসআইসিটি কর্তৃপক্ষ- Bangladesh Bureau of Educational Information and Statistics (BANBEIS) এবং বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলকে দায়িত্ব দেয়।

তথ্য প্রযুক্তি ব্যাবহারে আগ্রহ সৃষ্টির জন্য মোট চারটি মডিউল আলোচ্য প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত ছিল। আইসিটি সংক্রান্ত বক্তৃতা, উপস্থাপনা, আলোচনা এবং তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারিক বিষয়াদি ৩ দিনের প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহনকারীদের সামগ্রীক কর্মক্ষমতা ও অংশগ্রহনের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা হয়েছে। প্রতিটি অংশগ্রহণকারীকে প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর একটি সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণের বিষয়গুলো নিম্নে দেয়া হলো।

	প্রশিক্ষণের বিষয়
১	বেসিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ
২	Advanced আইটি প্রশিক্ষণ
৩	আইটি প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট
৪	ই-গভঃ সচেতনতা ও ভিশন

১.৭ প্রকল্পের অবস্থান

মূল প্রকল্পটি ঢাকায় অবস্থিত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সংস্থা ও বিভাগে বাস্তবায়িত হয়েছে। এছাড়াও জামালপুর, শেরপুর, রাজশাহি, কুমিল্লা, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও মানিকগঞ্জে সাব-প্রজেক্ট বাস্তবায়ন করা হয়।

১.৮ প্রকল্পের ব্যয়

প্রকল্পের ব্যয় প্রাথমিকভাবে ছিল ৮৩.১৬ কোটি টাকা যা পরে টাকা ১০১.৫৮ কোটি টাকাতে সংশোধিত করা হয়েছিল। প্রকল্পে শেষে প্রকৃত ব্যয় ছিল ৯৯.৪৯ কোটি টাকা।

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ্য এবং প্রকৃত) নিম্নবর্ণিত সারণীতে দেওয়া হল।

সারণী ১.৩ - কর্মসূচির ব্যয়

লক্ষ টাকা

কার্যক্রম	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্য		প্রকৃত অগ্রগতি[1]	
	আর্থিক	বাস্তব (পরিমান)	আর্থিক	বাস্তব (পরিমান)
রাজস্ব ব্যয়				
অফিসার্স ও সংস্থাপন সম্পর্কিত ব্যয়	১১১.০	৩২.০	১১৪.৪	২৩.০
সম্মানী ভাতা	১০৮.৮	৩২.০	১০৯.৮	২৩.০
সরবরাহ ও সেবা				

[1] কিছু কিছু ক্ষেত্রে ডিপিপি অনুমোদিত ব্যয়ের চেয়ে ব্যয় অতিরিক্ত হয়েছে পণ্যের খরচ উদ্দীপনের জন্য। ডিপিপি প্রস্তুত হয়েছিল ২০০২ সালে কিন্তু পণ্য ক্রয় হয়েছে ২০০৫ সালের পরে।

কার্যক্রম	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্য		প্রকৃত অগ্রগতি[1]	
টেলিফোন / টেলিগ্রাম	২৩.৫	-	২২.২	-
পেট্রোল, তেল ও ডিজেল	৩৩.১	-	৩৮.৫	-
স্টেশনারি/ বই/ সাময়িকী	২৭.৫	-	২৯.৪	-
প্রশিক্ষণ ব্যয়	১৭৭.৬	১,৯৪০.০	১৭৯.৩	২০০০ (আনুমানিক)
সেমিনার কর্মশালা	৭.০	১০.০	৪.২	৬.০
বিনোদন	১২.৫	-	১০.২	
কনসালটেন্সি	৭২.০	১৪১.০	৭১.৮	১০৩.০
ভাতা ফি / পারিশ্রমিক	৭৭.৪	-	৭৪.১	-
অন্যান্য	৮৯.৯	-	৮৪.৪	-
মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বাসন	২৯.২	-	২৯.০	
মোট রাজস্ব কম্পোনেন্ট	৭৬৯.৪		৭৬৭.৬	
ক্যাপিটাল কম্পোনেন্ট				
অফিস ভবন	২৫.৬	-	২৫.৬	
মোটরযান	২৪.৫	৩.০	২৪.৬	৩.০
যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য	৩৫.০	-	২৯.৪	-
কম্পিউটার ও অন্যান্য সরঞ্জাম	১১০.০	-	১০৫.৭	-
আসবাবপত্র	২৫.০	-	১৯.৫	
বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম	২৪.০	-	২৪.০	
ই-পুলিশ	৬৫৬.৬	৭৩.০	৬৪৯.১	৭৩.০
ডিজিটাল টাউন	১২৫.০	১.০	১১৩.৭	১.০
ই-সরকারী উদ্যোগ / ওয়েব পোর্টাল	৪০০.০	১.০	৩৮৫.৬	১.০
টাস্কফোর্সের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের	৭৯৬২.৯	-	৭,৮০৪.৮	৩৭ টি উপ-প্রকল্প
মোট মূলধন	৯৩৮৮.৭		৯,১৮২.০	
মোট (রাজস্ব + মূলধন)	১০১৫৮.০	১০০.০	৯,৯৪৯.৫	১.০

১.৯ প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল

IMED কর্তৃক প্রণীত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়নের সময়কাল দুইবার পরিবর্তন করা হয়। বাস্তবায়নের সময়সীমা এবং ব্যয়ের বিবরণ নিচে প্রদত্ত হল:

সারণী ১.৪ - প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয়

	বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকা)
মূল ডিপিপি	২০০২ থেকে ২০০৫	৮৩.১৬
প্রথম সংশোধন	২০০২ থেকে ২০০৮	৯৮.৫৮
দ্বিতীয় সংশোধন	২০০২ থেকে ২০০৯	১০১.৫৮
প্রকৃত	২০০২ থেকে ২০১২	৯৯.৪৯

২ প্রভাব মূল্যায়নের পদ্ধতি

২.১ প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষায় অন্তর্ভুক্তির যৌক্তিকতা

প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন এমন একটি কৌশল যার মাধ্যমে বাস্তবায়িত প্রকল্পের সাফল্য এবং ব্যর্থতা সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। অর্জিত ফলাফলের মাধ্যমে ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রকল্প হাতে নেয়ার সময় বাস্তবায়িত প্রকল্প থেকে লব্ধ অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো প্রয়োজন। এমতাবস্থায়, SICT প্রকল্পের প্রভাব, কার্যকারিতা ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের সফলতা যাচাই এবং মূল্যায়ন করার লক্ষ্যে এ প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা করা হয়েছে।

২.২ মূল্যায়ন সমীক্ষার প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ

প্রভাব মূল্যায়নের প্রধান উদ্দেশ্য নিম্নরূপে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে:

১. SICT প্রকল্পের ৩৯ টি সাব-প্রজেক্টের প্রভাব এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মূল্যায়ন করা।

২. SICT প্রকল্পের উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ করেছে কিনা এবং কি কি সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে তা চিহ্নিত করা।

৩. প্রকল্প বাস্তবায়নের দক্ষতা, পরিচালনা এবং কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা।

৪. প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রকল্পের প্রভাবের ধারাবাহিকতার পরিপ্রেক্ষিতে প্রকল্পের মূল্যায়ন করা।

৫. প্রকল্পের আওতায় তথ্যপ্রযুক্তি হার্ডওয়্যার এবং সফ্টওয়ার সঠিক ভাবে ক্রয় করা হয়েছে কিনা তা যাচাই করা।

৬. প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত আইসিটি যন্ত্রপাতি ও সফ্টওয়ারের কার্যকারিতা ও অবস্থা পরীক্ষা করা।

৭. প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত প্রশিক্ষণের প্রভাব মূল্যায়ন করা।

৮. প্রকল্পের বাস্তবায়নের বিলম্ব ও ব্যয়বৃদ্ধির কারণ শনাক্ত করা।

৯. এই প্রকল্পের মূল্যায়নের আলোকে ভবিষ্যতে সফলভাবে কিভাবে তথ্যপ্রযুক্তি উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা যায় তার উপর মন্তব্য করা।

২.৩ পরামর্শকের দায়িত্ব (TOR অনুযায়ী)

SICT প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন করার জন্য আইএমইডি, ইনফ্রাস্ট্রাক্চার ইনভেস্টমেন্ট ফ্যাসিলিটেশন কোম্পানিকে (IIFC), পরামর্শক হিসাবে নিযুক্ত করেছে। পরামর্শকের দায়িত্ব নিম্নরূপ:

- এ মূল্যায়নে প্রকল্পের ১০০% কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করা হবে।
- পরামর্শক প্রকল্পের উল্লিখিত সকল উদ্দেশ্য (LAN, MAN, WAN, জিআইএস, ওয়েবসাইট তৈরি, হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার ক্রয়, প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষণ ডাটাবেস ইত্যাদি) মূল্যায়ন করবে।
- পরামর্শক প্রশ্নাবলির বৈধতা যাচাই করার জন্য ফিল্ডটেস্ট পরিচালনা করবে।
- প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ উপকারভোগীদের সঙ্গে সাক্ষাত করে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করবে।
- উপকারভোগী, কমিউনিটি নেতা, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে ফোকাস গ্রুপ আলোচনা'র আয়োজন করবে।
- প্রকল্প পরিচালক, প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে পরামর্শমূলক সভা ও আলোচনা আয়োজন করবে।
- তথ্য সংগ্রহের সময় স্টেকহোল্ডার এবং উপকারভোগীদের সঙ্গে যে কোন একটি প্রকল্প এলাকায় স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালার ব্যবস্থা করবে।

- প্রকল্পের আওতায় পণ্য, কাজ বা সেবার ক্রয় প্রক্রিয়া (টেন্ডার আমন্ত্রণ, টেন্ডার মূল্যায়ন, অনুমোদন পদ্ধতি, contract এওয়ার্ড ইত্যাদি) বিদ্যমান প্রযোজ্য আইন / বিধি মেনে করা হয়েছিল কিনা তা পরীক্ষা করবে।
- SWOT বিশ্লেষণ প্রয়োগ করে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নের দক্ষতা, দুর্বলতা, সুযোগ এবং হুমকি পর্যালোচনা করবে।
- প্রতিবেদনের ফলাফল প্রচার করার জন্য জাতীয় পর্যায়ে একটি কর্মশালা আয়োজন করবে এবং কর্মশালার ইনপুট অনুযায়ী প্রতিবেদন চূড়ান্ত করবে।
- প্রকল্প এলাকা থেকে সংগৃহীত তথ্যের উপর ভিত্তি করে মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুমোদন সংগ্রহ করবে।
- প্রকল্পের কার্যক্রম আরও কার্যকর ও প্রভাব অব্যাহত কি ভাবে থাকবে তার জন্যা পরামর্শ প্রদান করবে।

২.৪ প্রভাব মূল্যায়ন করার পরিকল্পনা

প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন করার জন্য পাঁচটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে:

✓ প্রাসঙ্গিকতা - প্রকল্পের কার্যক্রম এবং ফলাফল সামগ্রিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল কিনা? কতখানি উদ্দেশ্য অর্জন করা সম্ভব হয়েছে? প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনে সফলতা বা ব্যর্থতার কারণ সমূহ শনাক্ত করা।

✓ কার্যকারিতা – প্রকল্পের মাধ্যমে সরকারের নিয়মিত কাজকর্মে দক্ষ পরিবেশ তৈরি হয়েছে কি না? প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে কি কি অসুবিধার সমাধান অর্জন করা হয়েছে?

✓ বাস্তবায়নের দক্ষতা - প্রকল্পের ব্যয় সাশ্রয়ী ছিল কি না? প্রকল্পের উদ্দেশ্য সময় মত অর্জিত হয়েছিল কি না? সরকারি আইন মোতাবেক তথ্যপ্রযুক্তি অবকাঠামো ক্রয় করা হয়েছিল কি না?

✓ প্রভাব - প্রকল্পের অর্জিত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব কী ছিল?

✓ ধারাবাহিকতা - প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রকল্পের সুবিধাসমূহ পেতে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল কি না? প্রকল্পের ধারাবাহিকতা অর্জনের জন্যে কি কি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা জরুরী ছিল?

২.৫ প্রভাব মূল্যায়নের পদ্ধতি

SICT প্রকল্পের দুই ধরনের উপকারভোগী ছিল - প্রত্যক্ষ উপকারভোগী ও পরোক্ষ উপকারভোগী। প্রত্যক্ষ উপকারভোগীরা হলেন ৩৯ টি প্রতিষ্ঠানের সরকারি কর্মকর্তারা যার প্রতিষ্ঠানে সাব-প্রজেক্ট বাস্তবায়ন করা হয়েছে। পরোক্ষ উপকারভোগীরা হলেন সাধারণ নাগরিকগন যারা ৩৯ টি সাব-প্রজেক্টের ডিজিটাল সেবা গ্রহণ করেছেন।

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষায় দুই ধরনের উপকারভোগীদের কাছ থেকেই তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করার পদ্ধতি নিম্নে বর্নিত করা হলঃ

✓ নথি পর্যালোচনা - SICT প্রকল্প বাস্তবায়নের দক্ষতা, পরিচালনা এবং কার্যকারিতা নথি পর্যালোচনা করে মূল্যায়ন করা হয়েছে। প্রতিটি সাব-প্রজেক্টের যন্ত্রপাতি ও সারভিসের দরপত্র ও চুক্তি পর্যালোচনা করা হয়েছে।

✓ সরেজমিনে অবকাঠামো পর্যবেক্ষণ – সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করে তথ্যপ্রযুক্তি যন্ত্রপাতির কার্যকারিতা ও অবস্থা পরীক্ষা করা হয়েছে।

- ✓ প্রশ্নমালার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ – প্রতিটি সাব-প্রজেক্টের ৫ থেকে ১০ জন করে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপকারভোগীদের কাছ থেকে প্রশ্নমালার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়াও প্রশিক্ষণার্থীদের উপর প্রশিক্ষণের প্রভাব প্রশ্নমালার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে মূল্যায়ন করা হয়েছে।

- ✓ ফোকাস গ্রুপ আলোচনা – প্রকল্পের প্রভাব নির্ণয়ের জন্য প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি, শিক্ষক, সুধীজন ও উপকারভোগীদের নিয়ে ফোকাস গ্রুপ আলোচনার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। জামালপুর, শেরপুর, রাজশাহি ও কুমিল্লায় ৪টি ফোকাস গ্রুপ আলোচনা করা হয়েছে।

- ✓ স্থানীয় কর্মশালা - সাব -প্রজেক্টের পরোক্ষ উপকারভোগীদের মন্তব্য নেওয়ার জন্যে একটি স্থানীয় কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে।

- ✓ মূল তথ্যদাতা সাক্ষাৎকার (KII) - বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের উপর সাব-প্রজেক্টের প্রভাব, প্রতিষ্ঠানের প্রধান এবং সাব-প্রজেক্টের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে মূল্যায়ন করা হয়েছে। এ ছাড়াও SICT প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রাক্তন কর্মকর্তা ও প্রকল্প সম্পর্কে জ্ঞাত ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে মূল্যায়ন করা হয়েছে।

২.৬ নমুনার আকার নির্ধারণ

নমুনার আকার নির্ধারণের জন্য নিম্নলিখিত পরিসংখ্যানগত সূত্র ব্যবহার করা হ য়েছে, যা Population Size (N) ১০,০০০ এর বেশির জন্য প্রযোজ্য।

$$n = \frac{Z^2\, p\,(1-p)}{e^2}$$

যেখানে,
n = Sample size
p = target proportion
Z = the value of standard variate at a given confidence level
e = margin of error

যেহেতু উত্তরদাতার সংখ্যা ১০,০০০ এর কম, নমুনার আকার নির্ধারণের জন্য সূত্রটি নিম্নলিখিত ভাবে সমন্বয় করা হয়েছে।

$$n' = \frac{n}{1+ n/N}$$

যেখানে,
n` = adjusted sample size (to be determined)
N = population size

নমুনা আকার প্রাক্কলনে, ৯৫% confidence level ধরা হয়েছে (z স্কোর ১.৯৬) এবং ৫% precision ব্যবহার করা হয়েছে। ৫% error বিবেচনা করা হয়েছে।

সমীকরণ অনুযায়ী নমুনা আকার:-

$$n = \frac{(১.৯৬)^২ \text{X } ০.৫\ (১-০.৫)}{(০.০৫)^২}$$

≈ ৩৮৪

এবং,

$$n` = \frac{৩৮৪}{(১+ ৩৮৪/২৬০০)}$$

≈ ৩৩৫

২.৭ তথ্য সংগ্রহ

SICT প্রকল্পের প্রাসঙ্গিক নথি পর্যালোচনা

SICT প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের জন্য প্রকল্পের প্রাসঙ্গিক নথি পর্যালোচনা করা হয়েছে যেমনঃ

- ডিপিপি / আরডিপিপি;
- প্রকল্প সমাপ্তিকরণ প্রতিবেদন;
- প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত তথ্যা বলি (টেন্ডার প্রদান, টেন্ডার মূল্যায়ন, অনুমোদন প্রক্রিয়া এবং টেন্ডার এওয়ার্ড যথাযথভাবে অর্থাৎ প্রকিউরমেন্টের আইন অনুযায়ী হয়েছিল কিনা তা পরীক্ষা করা হয়েছে)।
- প্রকল্প বাস্তবায়নের সময়সূচি ও অর্থায়ন পর্যালোচনা;

মূল তথ্যদাতাদের সাথে সাক্ষাৎকার

মূল তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছেঃ

- SICT প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট প্রাক্তন কর্মকর্তাগণ।
- যে প্রতিষ্ঠানে সাব-প্রজেক্ট বাস্তবায়ন করা হয়েছে সে প্রতিষ্ঠানের প্রধান।
- সাব-প্রজেক্টের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।

মূল তথ্যদাতাদের সাথে সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্য ছিলঃ

- প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিতকরণ;
- কার্যকারিতার উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে কিনা;
- প্রকল্পের ফলপ্রসূতা কীভাবে অর্জিত হয়েছে;
- প্রকল্পের ধারাবাহিকতা পরীক্ষাকরণ;
- ইন্সটিটিউশন, নীতি ও রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্ক, ভৌত ও আর্থিক সম্পদের উপর প্রভাব।

মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ

প্রকল্পের আওতায় ৩৯ টি সাব-প্রজেক্টের কার্যক্রম প্রশ্নমালার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে মূল্যায়ন করা হয়েছে।

১. প্রতিটি সাব-প্রজেক্টের উপকারভোগী জরিপ : প্রতিটি সাব-প্রজেক্টের উপকারভোগীদের জরিপ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ উপকারভোগীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা যাদের কর্মদক্ষতা তথ্যপ্রযুক্তি সিস্টেম ব্যবহারের ফলে বৃদ্ধি হয়েছে । সাব-প্রজেক্ট সমূহের বাস্তবায়নের সমস্যাবলী ও অর্জিত সুবিধাসমুহ ও বর্ণিত উদ্দেশ্য অর্জনের সাফল্য মূল্যায়ন করার লক্ষে উপকারভোগীদের জরিপ করা হয়েছে।

২. প্রশিক্ষণার্থীদের জরিপ: প্রশিক্ষণার্থীদের উপর প্রশিক্ষণের প্রভাব প্রশ্নমালার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে মূল্যায়ন করা হয়েছে।

৩. তথ্যপ্রযুক্তি অবকাঠামো চেকলিস্ট: সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করে তথ্যপ্রযুক্তি যন্ত্রপাতির কার্যকারিতা ও অবস্থা পরীক্ষা করা হয়েছে এবং অবকাঠামো পর্যবেক্ষণ চেকলিষ্ট পূরণ করে মূল্যায়ন করা হয়েছে।

৪. ফোকাস গ্রুপ আলোচনা ও স্থানীয় কর্মশালা: এছাড়াও ফোকাস গ্রুপ আলোচনা ও স্থানীয় কর্মশালার মাধ্যমে সাব-প্রজেক্টের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপকারভোগীদের মতামত গ্রহণ করে মূল্যায়ন করা হয়েছে।

তথ্য সংগ্রহের জন্য ১২ জন পরিগণক নিয়োগ করা হয়। ৩ জনের ৪ টি গ্রুপ করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে তথ্য সংগ্রহ করেন তারা। জরিপ করার আগে পরামর্শক দ্বারা পরিগণকদের ২ দিনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

২.৮ সাব-প্রজেক্টের কার্যক্রম মূল্যায়ন

প্রতিটি সাব-প্রজেক্টের কার্যক্রম মূল্যায়ন করার জন্যে পরামর্শক ও পরিগণক সাব-প্রজেক্টের প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করার উদ্দেশ্যে চিঠির মাধ্যমে সাক্ষাৎকারের জন্যে অনুরোধ করে। ৫ টি প্রতিষ্ঠান বাদে সবগুলো প্রতিষ্ঠানের সাব-প্রজেক্টের কার্যক্রম মূল্যায়নের জন্যে প্রতিষ্ঠানের প্রাসঙ্গিক কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাৎকার করা হয়। যেই ৫ টি প্রতিষ্ঠান সাক্ষাৎকারের জন্য সময় দিতে পারেন নাই সেগুলো হল –

- স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স
- প্রেসিডেন্টের গার্ড রেজিমেন্ট
- জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা
- রাষ্ট্রপতির কার্যালয়
- ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়,

২.৯ তথ্য সংগ্রহে সীমাবদ্ধতা

SICT প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের জন্য তথ্য সংগ্রহে পরামর্শকদের বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। SICT প্রকল্পের মূল কার্যক্রম বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠানে ২০০৮ সালের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। ৮ বছর আগের কর্মসূচির সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও উপকারভোগীদের জরীপ করতে বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠানেই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এছাড়াও, যে সব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে তা হলঃ

- বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল দ্বারা যে সব প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে সেই তালিকা বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল প্রদান করতে পারেন নাই।
- BANBEIS দ্বারা যে সব প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে তাদের শুধুমাত্র ১০০ জনের তালিকা প্রদান করা হয়েছে। তালিকাতে প্রশিক্ষণার্থীদের কোনও যোগাযোগের তথ্য ছিল না।
- SICT প্রকল্পের আওতায় সরবরাহকৃত যন্ত্রপাতি ও সফটওয়্যার বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠানে, প্রয়োজনীয় মেরামত এবং আপডেটিং না করার কারনে, আর ব্যবহৃত হচ্ছে না।
- SICT প্রকল্পের বা সাব-প্রজেক্টের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগন বেশির ভাগি ইতিমধ্যে বদলি বা অবসরপ্রাপ্ত হয়ে গেছেন।
- বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নতুন কর্মকর্তাগন SICT প্রকল্পের সম্বন্ধে কিছু না জানায় কোনও তথ্য প্রদান করতে পারেন নাই।

২.১০ উপকারভোগী উত্তরদাতার সংখ্যা

সারণী ২.২ – উত্তরদাতার সংখ্যা

	উত্তরদাতা	উত্তরদাতার সংখ্যা
১	সাব-প্রজেক্টের উপকারভোগী	১৬৭ জন
২	সাব-প্রজেক্টের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা	১০ জন*
৩	প্রশিক্ষণার্থী	৩৭ জন **
৪	SICT প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট প্রাক্তন কর্মকর্তাগণ	২ জন ***
৫	ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (৪ টি)	৫৯ জন
৬	স্থানীয় কর্মশালা (১ টি)	৪১ জন

* *SICT প্রকল্পের বা সাব-প্রজেক্টের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগন বেশির ভাগ স্থানান্তরিত বা অবসরপ্রাপ্ত হয়ে গেছেন।*

** *বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল দ্বারা যে সব প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে সেই তালিকা বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল প্রদান করতে পারেন নাই/ BANBEIS দ্বারা যে সব প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে*

তাদের শুধুমাত্র ১০০ জনের তালিকা প্রদান করা হয়েছে। তালিকাতে প্রশিক্ষণার্থীদের কোনও যোগাযোগের তথ্য ছিল না।

**** SICT প্রকল্পের বা সাব-প্রজেক্টের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগন বেশির ভাগ স্থানান্তরিত বা অবসরপ্রাপ্ত হয়ে গেছেন।*

২.১১ তথ্যের মান নিয়ন্ত্রণ

তথ্য সংগ্রহ ও তথ্যের মান নিয়ন্ত্রণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। টিমলিডার সরাসরি কাজ তত্বাবধান ও পর্যবেক্ষণ করেছেন। এছাড়াও পরিসংখ্যানবিদ মাঠে তথ্য সংগ্রহকারীদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছেন। প্রশ্নপত্রের যথার্থতা যাচাই করার জন্য Pre-test করা হয়েছে। Pre-test এর ফলাফলের ভিত্তিতে প্রশ্নপত্র সংশোধন করা হয়েছে। প্রশ্নাবলির তথ্য বৈধতা নিয়ে সুপারভাইজার এবং সব সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীদের মধ্যে জরিপকালীন সময়ে দিনের শেষে অভ্যন্তরীণ আলোচনা করা হয়। পূরণকৃত প্রশ্নাবলি পরামর্শক দল দ্বারা সমন্বয় ও নিরীক্ষণ করে সব তথ্যের বৈধতা এবং অভ্যন্তরীণ সুসংগতি পরীক্ষা করে সংশোধন করা হয়েছে।

৩ প্রকল্প বাস্তবায়নের বিশ্লেষণ

৩.১ প্রকল্পের ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল বিলম্বের বিশ্লেষণ

প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন অনুযায়ী বাস্তবায়িত প্রকল্পের বাস্তবায়নের বিলম্ব এবং ব্যয়বৃদ্ধি নিম্নলিখিত টেবিলে প্রদত্ত হলো:

সারণী ৩.১ – বাস্তবায়নের বিলম্ব

ডিপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	বাস্তবায়নকাল বৃদ্ধি (%)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		
০১ জুলাই, ২০০২ থেকে ৩০ জুন ২০০৫	০১ জুলাই, ২০০২ থেকে ৩০ জুন,২০০৯	০১ জুলাই, ২০০২ থেকে ৩০ জুন,২০১২	৭ বছর (২৩৩ %)

সারণী ৩.২ – প্রকল্পের ব্যয়বৃদ্ধি

ডিপিপি অনুযায়ী আনুমানিক ব্যয় (কোটি টাকা)		প্রকৃত ব্যয় (কোটি টাকা)	ব্যয়বৃদ্ধি (%)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		
৮৩.১৬	১০১.৫৮	৯৯.৪৯	১৬.৩৩ (১৯.৬%)

প্রকল্পটি দুবার সংশোধিত হয়। দ্বিতীয় সংশোধন করা হয় ২৫ আগস্ট ২০০৮ তারিখে। এই সংশোধনে প্রকল্পটি ২০০৯ সাল পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধি করা করা হয়। প্রকল্পটি ৫ মে ২০০৯ তারিখে এক বছরের জন্য প্রশাসনিক অনুমোদন দ্বারা মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। প্রকল্পটি ১ এপ্রিল ২০১০ তারিখে দ্বিতীয়বারের জন্য এক বছরের জন্য প্রশাসনিক অনুমোদন দ্বারা মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। ৩০ জুন ২০১১ তারিখে পরিকল্পনা মন্ত্রী দ্বারা প্রকল্পটি আর এক বছরের জন্য মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়।

সারণী ৩.৩ – প্রকল্প বাস্তবায়ন

	বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকা)	ব্যয়বৃদ্ধি (%)
মূল ডিপিপি	২০০২ থেকে ২০০৫	৮৩.১৬	-
প্রথম সংশোধন	২০০২ থেকে ২০০৮	৯৮.৫৮	১৮.৫%
দ্বিতীয় সংশোধন	২০০২ থেকে ২০০৯	১০১.৫৮	২২.১%
প্রকৃত	২০০২ থেকে ২০১২	৯৯.৪৯	১৯.৬%

মুল প্রকল্পটি অনুমোদনের সময় মোট প্রকল্প ব্যয় ৮৩.১৬ কোটি টাকা এবং বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০০২ থেকে জুন ২০০৫ ধরা হয়েছিল। পরবর্তিকালে কয়েকটি সাব-প্রজেক্টের Scope of Work সংশোধন করার কারণে ডিপিপি সংশোধিত করা হয়। সংশোধিত ডিপিপিতে বাস্তবায়নকাল বৃদ্ধি করে জুন ২০০৯ পর্যন্ত করা হয় এবং ব্যয় সমন্বয় করে আনুমানিক ১০১.৫৮ কোটি টাকা করা হয়।

প্রকল্প শেষ হয় জুন ২০১২ তে এবং প্রকল্প শেষে প্রকৃত ব্যয় ছিল ৯৯.৪৯ কোটি টাকা। ফলে মোট প্রকল্প ব্যয় ১৬.৩৩ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছিল যেটা আনুমানিক ব্যয়ের ১৯.৬% বেশি। মূল প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রকৃত অতিক্রান্ত সময় ছিল ৭ বছর যেটা আনুমানিক সময়ের ২৩৩% বেশি।যদিও প্রকৃত ব্যয়

আনুমানিক ব্যয়ের ১৯.৬% বেশি, প্রকৃত ব্যয় দ্বিতীয় সংশোধিত ডিপিপির আনুমানিক ব্যয়ের চেয়ে কম। বিশ্লেষণ করে দেখা গিয়েছে যে Scope of Work সংশোধন করার জন্য সরবরাহকৃত যন্ত্রপাতির পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় যে পরিমাণ ব্যয়বৃদ্ধি হয়েছে তা যথাযথ।

বিশ্লেষণ করে দেখা যায় কর্মসূচির ৭ বছর সময় অতিক্রান্তের মূল কারণ ছিল একটি সাব-প্রজেক্ট, ''বাংলাদেশ সচিবালয় ভিত্তিক মন্ত্রণালয়গুলোর মধ্যে ল্যান সেটআপ এবং সংযোগ''। এই সাব-প্রজেক্টের জন্য নিয়োজিত একজন ভেন্ডার কর্তৃক মামলা করার কারণে হাইকোর্ট কর্মসূচির উপর Injunction জারি করে। যার ফলে প্রায় চার বছর কর্মসূচি সমাপ্তির প্রক্রিয়া শেষ করতে বিলম্বিত হয়েছে।

বাংলাদেশ সচিবালয়ে নেটওয়ার্ক ব্যাকবোন স্থাপন সাব-প্রজেক্ট বাস্তবায়নের বিষয়ে কম্পটেক নেটওয়ার্ক সিস্টেম প্রাঃ লিমিটেডের সাথে SICT প্রকল্পের ১০ মে ২০০৭ তারিখে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু কম্পটেক তা সময় মত করতে ব্যর্থ হয়। জানুয়ারী ২৩, ২০০৮ তারিখে টিইসি সভার সুপারিশক্রমে এবং যথাযথ অনুমোদনক্রমে কম্পটেক এর সাথে চুক্তি বাতিল করা হয় এবং কম্পটেকের জামানত বাজেয়াপ্ত করা হয়। চুক্তি বাতিলের প্রেক্ষিতে কম্পটেক ২৮/০১/২০০৮ তারিখে একটি writ petition (writ petition # ৭৪০/২০০৮) দাখিল করে। writ petition টি ০৯/০৭/২০০৮ তারিখে মহামান্য হাইকোর্টে শুনানী হয়। মহামান্য হাইকোর্ট amicable settlement দ্বারা সমস্যা সমাধানের নির্দেশ দেয়। amicable settlement দ্বারা সমস্যা সমাধান হওয়ার পরে আবার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ১০ মে ২০০৯ তারিখে। কাজ শেষ হয় ২০১০ সালে।

এছাড়াও কিছু সাব-প্রজেক্টে ভেন্ডর নিয়োগ প্রক্রিয়াকরণে অনেক সময় লাগে। যেমন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাব-প্রজেক্টে, স্পেকট্রাম টেন্ডার মূল্যায়নে নির্বাচিত হয়। কিন্তু প্রায় ৩ মাস পরেও negotiation এ উপস্থিত হতে না পারায় দ্বিতীয় ভেন্ডর গ্রামীণ সফটওয়্যারকে নিয়োগ করার প্রক্রিয়াকরণ করতে হয়।

বাস্তবায়নের বিলম্বের আরেকটি মূল কারণ ছিল SICT প্রকল্পের সীমিত জনবল। জনবল কম থাকায় ৩৯ টি সাব-প্রজেক্টের কার্যক্রম এক সাথে করা যায় নাই। যেমন, কোন এক সাব-প্রজেক্টের Scope of Work চূড়ান্ত করার আগে দ্বিতীয় কোন সাব-প্রজেক্টের কার্যক্রম শুরু করা যায় নাই।

ই-গভর্নেন্স উদ্যোগের প্রাথমিক পর্যায়ে প্রকল্পটি মূলত সরকারি খাতে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য গ্রহণ করা হয়েছিল যখন বেশিরভাগ সরকারি অফিসে কম্পিউটারকে টাইপরাইটার হিসেবে ব্যাবহার করা হত। সুতরাং জাতীয় উন্নয়নের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে সরকারি খাতে ৩৯ টি মন্ত্রণালয়/বিভাগে এই ধরনের কম্পিউটার প্রযুক্তির উদ্যোগ খুবই প্রয়োজন ছিল। যদিও প্রকল্পটি বাজেটের মধ্যে এবং ব্যয় উপযুক্ততা (cost-efficient) আছে বলে মনে হয়, এর বাস্তবায়ন পরিপূর্ণভাবে পরিকল্পনা অনুযায়ী হয় নাই। কারণ কিছু কিছু প্রকল্পে অনুসন্ধেয় বিষয়ের (Scope of Work) পরিবর্তন, পরবর্তীতে তা অনুমোদন এবং প্রক্রিয়াকরণ সহ হাইকোর্টের নিষেধাজ্ঞার জটিলতা বিদ্ধমান ছিল। এ সমস্ত বিষয় সমাধানের জন্য সময় নেয়ার কারণে কর্মসূচির বাস্তবায়নকাল দীর্ঘায়িত হয়।

৩.২ পণ্য ও সেবা ক্রয় (প্রকিউরমেন্ট)কার্যক্রমের বিশ্লেষণ

SICT প্রকল্পের আওতায় দরপত্র আহবানের জন্য দুই ধরনের প্রকিউরমেন্ট প্রক্রিয়া ছিল। একটি প্রক্রিয়াকে পণ্য ও সরঞ্জাম প্রকিউরমেন্ট হিসেবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে অর্থাৎ তথ্যপ্রযুক্তি সম্পর্কিত পণ্য ও সরঞ্জাম প্রকিউরমেন্ট, ইন্টারনেট সেবা প্রদান যেমন ইনস্টলেশন, বীমা, পরিবহন ও রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি।

অপরদিকে সার্ভিস প্রকিউরমেন্টের মাধ্যমে মূলত মেধা এবং পেশাগত সার্ভিস প্রকিউরমেন্ট যেমন সফ্টওয়্যার এর ডিজাইন, উন্নয়ন এবং অপারেশন ও প্রযুক্তি হস্তান্তর ইত্যাদি অন্তর্ভূত ছিল।

এর আগে বর্ণিত হয়েছে যে SICT প্রকল্পের অধীনে ৩৯ টি সাব-প্রোজেক্ট ২০০২ থেকে ২০১২ সময়কালে বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্পের কার্যক্রম সারসংক্ষেপ নিচে দেখানো হল:

- ওয়েবসাইট নির্মাণ এবং প্রসেস অটোমেশন সফটওয়্যার উন্নয়ন
- অবকাঠামো সাপোর্ট যেমন লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (LAN), মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক (MAN), ইন্টারনেট সংযোগ ইত্যাদি।

- হার্ডওয়্যার যেমন কম্পিউটার, প্রিন্টার, স্ক্যানার, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, বিভিন্ন ধরনের সার্ভার এবং যন্ত্রপাতি সহ সরবরাহকরণ ভিডিও কনফারেন্সিং সরঞ্জামাদি।
- প্রকল্পের টেকসই বা সাস্টেনিবিলিটির জন্য সরকারি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ সহ মানব সম্পদ উন্নয়ন

উপরের কাজগুলি দুটি পদ্ধতি, যথা (ক) পণ্য ও সরঞ্জাম প্রকিউরমেন্ট এবং (খ) সেবা প্রকিউরমেন্টের আওতায় পড়ে। যেসব সেবা ২০০২ থেকে ২০০৬ সময়কালে গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলি প্রতিযোগিতামূলক দরপত্রের মাধ্যমে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রেগুলেশন (পিপিআর) ২০০৩-এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সম্পন্ন করা হয়। পরবর্তীতে ২০০৬ থেকে ২০১২ সময়ে যেসব প্রকিউরমেন্ট করা হয় সেগুলো সরকারের নির্দেশ মত পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অ্যাক্ট, ২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস ২০০৮ অনুযায়ী সম্পন্ন করা হয়। বিভিন্ন সংগৃহীত পণ্য যেমন কম্পিউটার, ল্যাপটপ, সার্ভার, স্ক্যানার, ইউপিএস, অন্যান্য সংশ্লিষ্ট জিনিসপত্র সহ মাল্টিমিডিয়া এর বিস্তারিত তালিকা অনুচ্ছেদ ১.৫ এ দেখা যেতে পারে।

কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ ব্যানবেইস (BANBEIS) এবং বিসিসির (Bangladesh Computer Council) মত সরকারি সংস্থা দ্বারা প্রকৃত খরচের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়, যা টেন্ডার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হয় নাই।

বাদবাদি সকল প্রকিউরমেন্ট প্রতিযোগিতামূলক বাজার দরের ভিত্তিতে দরপত্রের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছে। SICT প্রকল্পের নথিপত্র থেকে দেখা যায় যে, প্রতিটি সাব-প্রজেক্টের জন্য দরপত্র প্রণয়ন, RFP প্রণয়ন, বিধি অনুযায়ী বহুল প্রচারিত পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রদান, নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে দরপত্র গ্রহণ, দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক মূল্যায়ন, সুপারিশ এবং পরবর্তীতে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন ইত্যাদি কর্মকাণ্ড যথাযথভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

প্রকিউরমেন্ট সরকারি আইন মোতাবেক হয়েছে কিনা তা বিশ্লেষণ করার জন্যে বিভিন্ন সাব-প্রজেক্টের আওতায় যন্ত্রপাতির প্রকিউরমেন্টের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তার মধ্যে চারটি সাব-প্রজেক্টের কিছু যন্ত্রপাতির প্রকিউরমেন্ট বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যেই সাব-প্রজেক্টের যন্ত্রপাতির প্রকিউরমেন্ট বিশ্লেষণ করা হয়েছে তা নিম্নে দেওয়া হলো।

- ✓ ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীনে মানিকগঞ্জ রেকর্ড রুম এ ভূমি রেকর্ড সংরক্ষণাগার
- ✓ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের জন্য ইন্টারেক্টিভ ওয়েবসাইট
- ✓ বাংলাদেশ কারাগারে প্রসেস অটোমেশন ও নেটওয়ার্ক কানেক্টিভিটি
- ✓ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে অনলাইন পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল এবং শিক্ষা পরিসংখ্যান।

৩.২.১ ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীনে মানিকগঞ্জ রেকর্ড রুম এ ভূমি রেকর্ড সংরক্ষণাগার

ভূমি মন্ত্রণালয়ে বাস্তবায়নকৃত সাব-প্রজেক্টের আওতায় যন্ত্রপাতি সরবরাহের জন্যে ১০ টি চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়। চুক্তির আওতায় ল্যান, কম্পিউটার, প্লটার, প্রিন্টার, স্ক্যানার, ইউপিএস, এসি ইত্যাদি ক্রয় করা হয়। প্রকিউরমেন্টের ধাপসমূহ নিম্নে সংক্ষেপে দেওয়া হল।

সারণী ৩.৪ – ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীনে মানিকগঞ্জ রেকর্ড রুমে বাস্তবায়নকৃত সাব-প্রজেক্টের প্রকিউরমেন্টেরধাপসমূহ

	প্রকিউরমেন্টের ধাপসমূহ	তারিখ	মন্তব্য
১	মন্ত্রণালয় / বিভাগ / সংস্থা এবং SICT প্রকল্পের পরামর্শকের সঙ্গে কন্সালটেশন করে সাব-প্রজেক্টের Scope of Work নির্ধারণ।	২০০৪	
২	প্রয়োজনীয় সফ্টওয়্যার সনাক্ত করা, যন্ত্রপাতির স্পেসিফিকেশন নির্ধারণ করা এবং আনুমানিক খরচ হিসাব করা।	২০০৪	
৩	যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কাজের পরিধি এবং Bidding পদ্ধতি অনুমোদন।	২০০৪	দুই এনভেলাপ সিস্টেমে র অনুমোদন, কারিগরী প্রস্তাবের জন্য এক ও আর্থিক প্রস্তাবের জন্য আরেক।

	প্রকিউরমেন্টের ধাপসমূহ	তারিখ	মন্তব্য
৪	বিভিন্ন পত্রিকা ও SICT Website এ EOI দাখিলের আমন্ত্রণ করে বিজ্ঞাপন	২০০৪	সরকারি আইন আনুযায়ি, SICT প্রকল্প বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা দ্বারা বিভিন্ন পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেঃ • দৈনিক ইত্তেফাক • প্রথম আলো • ইনকিলাব • সংবাদ • বাংলাদেশ অবসারভার • ডেইলি স্টার।
৫	টেন্ডার কিমিটি গঠন		আট সদস্যের টেন্ডার কিমিটি গঠনঃ • ডি এস, বাজেট, পরিকল্পনা বিভাগ • ডি এস, ERD • ডিপিডি, SICT প্রকল্প • সিস্টেম এনালিস্ট, SICT প্রকল্প • এসি, IMED • অপারেশন ম্যানেজার, BCC • এসি, আইন মন্ত্রণালয় • পরামর্শক, SICT প্রকল্প
৬	সংক্ষিপ্ত তালিকায় নির্বাচিত সংস্থা (shortlisted firms)	১২ মে ২০০৪	১৮ টি সংস্থা EOI দাখিল করে। মূল্যায়নের পরে ৪টি শীর্ষ সংস্থা কে সংক্ষিপ্ত তালিকায় নির্বাচিত করা হয়।
৭	সংক্ষিপ্ত তালিকায় নির্বাচিত সংস্থা দের কাছে RFP প্রেরণ	২৪ মে ২০০৪	৪টি শীর্ষ সংস্থার কাছে RFP প্রেরণ করা হয়।
৮	সংক্ষিপ্ত তালিকায় নির্বাচিত সংস্থা রা কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাব দাখিল করে	২৪ জুলাই, ২০০৪	
৯	প্রস্তাব মূল্যায়নের পরে সংস্থা নির্বাচন (selection of winning bidder) এবং সরকারি অনুমোদন		মুখ্য সচিব অনুমোদন প্রদান করেন।
১০	নির্বাচিত সংস্থার সাথে চুক্তি স্বাক্ষর		নির্বাচিত সংস্থার সাথে SICT প্রকল্পের চুক্তি স্বাক্ষর
১১	ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর	২৭ এপ্রিল ২০০৫	ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে SICT প্রকল্পের চুক্তি স্বাক্ষর

৩.২.২ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের জন্য ইন্টারেক্টিভ ওয়েবসাইট

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে বাস্তবায়নকৃত সাব-প্রজেক্টের আওতায় যন্ত্রপাতি সরবরাহের জন্যে ৯ টি চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়। চুক্তির আওতায় ল্যান, কম্পিউটার, প্রিন্টার, সার্ভার, স্ক্যানার, মাল্টি মিডিয়া প্রজেকটর, ডিজিটাল ফটোকপিয়ার ইত্যাদি ক্রয় করা হয়। প্রকিউরমেন্টের ধাপসমূহ নিম্নে সংক্ষেপে দেওয়া হল।

সারণী ৩.৫ – মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে বাস্তবায়নকৃত সাব-প্রজেক্টের প্রকিউরমেন্টের ধাপসমূহ

	প্রকিউরমেন্টের ধাপসমূহ	তারিখ	মন্তব্য
১	মন্ত্রণালয় / বিভাগ / সংস্থা এবং SICT প্রকল্পের পরামর্শকের সঙ্গে	২০০৪	সাব-প্রজেক্টের Scope of Work আইসিটি টাস্ক ফোর্সের তৃতীয় সভায়

	প্রকিউরমেন্টের ধাপসমূহ	তারিখ	মন্তব্য
	কন্সালটেশন করে সাব-প্রজেক্টের Scope of Work নির্ধারণ।		অনুমোদিত হয়।
২	প্রয়োজনীয় সফ্টওয়্যার সনাক্ত করা, যন্ত্রপাতির স্পেসিফিকেশন নির্ধারণ করা এবং আনুমানিক খরচ হিসাব করা।	২০০৪	
৩	যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কাজের পরিধি এবং Bidding পদ্ধতি অনুমোদন।	২০০৪	দুই এনভেলাপ সিস্টেমের অনুমোদন, কারিগরী প্রস্তাবের জন্য এক ও আর্থিক প্রস্তাবের জন্য আরেক।
৪	বিভিন্ন পত্রিকা ও SICT Website এ EOI দাখিলের আমন্ত্রণ করে বিজ্ঞাপন	৫ জুন ২০০৪	সরকারি আইন আনুযায়ি, SICT প্রকল্প বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা দ্বারা বিভিন্ন পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেঃ • দৈনিক ইত্তেফাক • প্রথম আলো • ইনকিলাব • সংবাদ • বাংলাদেশ অবসারভার • ডেইলি স্টার।
৫	টেন্ডার কিমিটি গঠন		আট সদস্যের টেন্ডার কিমিটি গঠনঃ • ডি এস, বাজেট, পরিকল্পনা বিভাগ • ডি এস, ERD • ডাইরেক্টর, IMED • ডিপিডি, SICT প্রকল্প • সিস্টেম এনালিস্ট, SICT প্রকল্প • এসি, IMED • অপারেশন ম্যানেজার, BCC • প্রোগ্রামার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
৬	সংক্ষিপ্ত তালিকায় নির্বাচিত সংস্থা (shortlisted firms)	১২ মে ২০০৪	৩২ টি সংস্থা EOI দাখিল করে। মূল্যায়নের পরে ৭টি শীর্ষ সংস্থা কে সংক্ষিপ্ত তালিকায় নির্বাচিত করা হয়।
৭	সংক্ষিপ্ত তালিকায় নির্বাচিত সংস্থাদের কাছে RFP প্রেরণ	২৪ জুলাই ২০০৪	৭ টি শীর্ষ সংস্থার কাছে RFP প্রেরণ করা হয়।
৮	সংক্ষিপ্ত তালিকায় নির্বাচিত সংস্থা রা কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাব দাখিল করে	২৯ সেপ্টেম্বার, ২০০৪	
৯	প্রস্তাব মূল্যায়নের পরে সংস্থা নির্বাচন (selection of winning bidder) এবং সরকারি অনুমোদন		সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, অনুমোদন প্রদান করেন।
১০	নির্বাচিত সংস্থার সাথে চুক্তি স্বাক্ষর		নির্বাচিত সংস্থার সাথে SICT প্রকল্পের চুক্তি স্বাক্ষর
১১	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর		মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে SICT প্রকল্পের চুক্তি স্বাক্ষর

৩.২.৩ কারাগার অধিদপ্তরে প্রসেস অটোমেশন ও নেটওয়ার্ক কানেক্টিভিটি

কারাগার অধিদপ্তরে বাস্তবায়নকৃত সাব-প্রজেক্টের আওতায় যন্ত্রপাতি সরবরাহের জন্যে ৭ টি চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়। চুক্তির আওতায় ল্যান, কম্ পিউটার, প্রিন্টার, সার্ভার, স্ক্যানার, ইউপিএস, এসি, ডিজিটাল ক্যামেরা ইত্যাদি ক্রয় করা হয়। প্রকিউরমেন্টের ধাপসমূহ নিম্নে সংক্ষেপে দেওয়া হল।

সারণী ৩.৬ – কারাগার অধিদপ্তরে বাস্তবায়নকৃত সাব-প্রজেক্টের প্রকিউরমেন্টের ধাপসমূহ

	প্রকিউরমেন্টের ধাপসমূহ	তারিখ	মন্তব্য
১	মন্ত্রণালয় / বিভাগ / সংস্থা এবং SICT প্রকল্পের পরামর্শকের সঙ্গে কন্সালটেশন করে সাব-প্রজেক্টের Scope of Work নির্ধারণ।	২৩ আগস্ট ২০০৫	
২	প্রয়োজনীয় সফ্টওয়্যার সনাক্ত করা, যন্ত্রপাতির স্পেসিফিকেশন নির্ধারণ করা এবং আনুমানিক খরচ হিসাব করা।	২০০৫	
৩	যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কাজের পরিধি এবং Bidding পদ্ধতি অনুমোদন।	২০০৫	দুই এনভেলাপ সিস্টেমের অনুমোদন, কারিগরী প্রস্তাবে র জন্য এক ও আর্থিক প্রস্তাবের জন্য আরেক।
৪	বিভিন্ন পত্রিকা ও SICT Website এ EOI দাখিলের আমন্ত্রণ করে বিজ্ঞাপন	৩১ মে ২০০৭	সরকারি আইন আনুযায়ি, SICT প্রকল্প বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা দ্বারা বিভিন্ন পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেঃ • দৈনিক ইত্তেফাক • প্রথম আলো • ইনকিলাব • সংবাদ • বাংলাদেশ অবসারভার • ডেইলি স্টার।
৫	টেন্ডার কিমিটি গঠন		আট সদস্যের টেন্ডার কিমিটি গঠনঃ • ডি এস, বাজেট, পরিকল্পনা বিভাগ • ডি এস, ERD • ডাইরেক্টর, IMED • পিডি, SICT প্রকল্প • সিস্টেম এনালিস্ট, SICT প্রকল্প • এপিডি, SICT প্রকল্প • সিনিওর সিস্টেম এনালিস্ট, BCC • পরামর্শক, SICT প্রকল্প
৬	সংক্ষিপ্ত তালিকায় নির্বাচিত সংস্থা (shortlisted firms)	২০০৭	২০ টি সংস্থা EOI দাখিল করে। মূল্যায়নের পরে ৭টি শীর্ষ সংস্থা কে সংক্ষিপ্ত তালিকায় নির্বাচিত করা হয়।
৭	সংক্ষিপ্ত তালিকায় নির্বাচিত সংস্থাদের কাছে RFP প্রেরণ	২৯ জুলাই ২০০৭	৭ টি শীর্ষ সংস্থার কাছে RFP প্রেরণ করা হয়।

	প্রকিউরমেন্টের ধাপসমূহ	তারিখ	মন্তব্য
৮	সংক্ষিপ্ত তালিকায় নির্বাচিত সংস্থারা কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাব দাখিল করে	২ সেপ্টেম্বার, ২০০৭	
৯	প্রস্তাব মূল্যায়নের পরে সংস্থা নির্বাচন (selection of winning bidder) এবং সরকারি অনুমোদন		সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, অনুমোদন প্রদান করেন।
১০	নির্বাচিত সংস্থার সাথে চুক্তি স্বাক্ষর	২ মার্চ ২০০৮	নির্বাচিত সংস্থার সাথে SICT প্রকল্পের চুক্তি স্বাক্ষর
১১	কারাগার অধিদপ্তরের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর		কারাগার অধিদপ্তরের সাথে SICT প্রকল্পের চুক্তি স্বাক্ষর

৩.২.৪ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে অনলাইন পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল এবং শিক্ষা পরিসংখ্যা

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে বাস্তবায়নকৃত সাব-প্রজেক্টের আওতায় গ্রামীণ সফটওয়ার লিমিটেডের সাথে ওয়েবসাইট নির্মাণের চক্তি সাক্ষর হয়। প্রকিউরমেন্টের ধাপসমূহ নিম্নে সংক্ষেপে দেওয়া হল।

সারণী ৩.৭ – শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে বাস্তবায়নকৃত সাব-প্রজেক্টের প্রকিউরমেন্টের ধাপসমূহ

	প্রকিউরমেন্টের ধাপসমূহ	তারিখ	মন্তব্য
১	মন্ত্রণালয় / বিভাগ / সংস্থা এবং SICT প্রকল্পের পরামর্শকের সঙ্গে কন্সালটেশন করে সাব-প্রজেক্টের Scope of Work নির্ধারণ।	৭ সেপ্টেম্বার, ২০০৩	
২	প্রয়োজনীয় সফ্টওয়্যার সনাক্ত করা, যন্ত্রপাতির স্পেসিফিকেশন নির্ধারণ করা এবং আনুমানিক খরচ হিসাব করা।	২০০৩	
৩	যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কাজের পরিধি এবং Bidding পদ্ধতি অনুমোদন।	২০০৩	দুই এনভেলাপ সিস্টেমের অনুমোদন, কারিগরী প্রস্তাবে র জন্য এক ও আর্থিক প্রস্তাবের জন্য আরেক।
৪	বিভিন্ন পত্রিকা ও SICT Website এ EOI দাখিলের আমন্ত্রণ করে বিজ্ঞাপন	১৭ আগস্ট ২০০৩	সরকারি আইন আনুযায়ি, SICT প্রকল্প বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা দ্বারা বিভিন্ন পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেঃ • দৈনিক ইত্তেফাক • প্রথম আলো • ইনকিলাব • সংবাদ • বাংলাদেশ অবসারভার • ডেইলি স্টার।
৫	টেন্ডার কিমিটি গঠন	২০০৩	আট সদস্যের টেন্ডার কিমিটি গঠনঃ • ডি এস, বাজেট, পরিকল্পনা বিভাগ • ডি এস, ERD • ডিপিডি, SICT প্রকল্প • সিস্টেম এনালিস্ট, SICT প্রকল্প • এসি, IMED

	প্রকিউরমেন্টের ধাপসমূহ	তারিখ	মন্তব্য
			• অপারেশন ম্যানেজার, BCC • অধ্যাপক, BUET • পরামর্শক, SICT প্রকল্প
৬	সংক্ষিপ্ত তালিকায় নির্বাচিত সংস্থা (shortlisted firms)	১২ মে ২০০৪	৮ টি সংস্থা EOI দাখিল করে। মূল্যায়নের পরে ৩টি শীর্ষ সংস্থা কে সংক্ষিপ্ত তালিকায় নির্বাচিত করা হয়।
৭	সংক্ষিপ্ত তালিকায় নির্বাচিত সংস্থাদের কাছে RFP প্রেরণ		৩ টি শীর্ষ সংস্থার কাছে RFP প্রেরণ করা হয়।
৮	সংক্ষিপ্ত তালিকায় নির্বাচিত সংস্থারা কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাব দাখিল করে		
৯	প্রস্তাব মূল্যায়নের পরে সংস্থা নির্বাচন (selection of winning bidder) এবং সরকারি অনুমোদন	২৫ জানুয়ারি ২০০৫	সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, অনুমোদন প্রদান করেন।
১০	নির্বাচিত সংস্থার সাথে চুক্তি স্বাক্ষর	২৫ মে ২০০৫	নির্বাচিত সংস্থার সাথে SICT প্রকল্পের চুক্তি স্বাক্ষর
১১	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর		শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে SICT প্রকল্পের চুক্তি স্বাক্ষর

বিশ্লেষণে নির্ধারন করা যায় যে SICT প্রকল্পের আওতায় প্রকিউরমেন্ট সরকারি আইন মোতাবেক (পিপিআর ২০০৩) করা হয়েছে এবং ২০০৩ সালের পিপিআর এর নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রস্তাব মূল্যায়ন ও সংস্থাগুলোর নির্বাচন করা হয়েছে।

৩.৩ সরবরাহকৃত যন্ত্রপাতি ও সফটওয়্যারের বর্তমান পরিস্থিতি

যেসব প্রতিষ্ঠানে সাব-প্রজেক্টের কার্যক্রমের আওতায় LAN স্থাপন করা হয়েছিল সবগুলোই এখনও কাজ করছে। কিছু প্রতিষ্ঠানে LAN আরও প্রসারিত করা হয়েছে। যন্ত্রপাতি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নষ্ট হয়ে গেছে কিন্তু কিছু প্রতিষ্ঠানে এখনও ব্যবহৃত হচ্ছে।

যন্ত্রপাতির বর্তমান পরিস্থিতি নিম্নে প্রেরন করা হল।

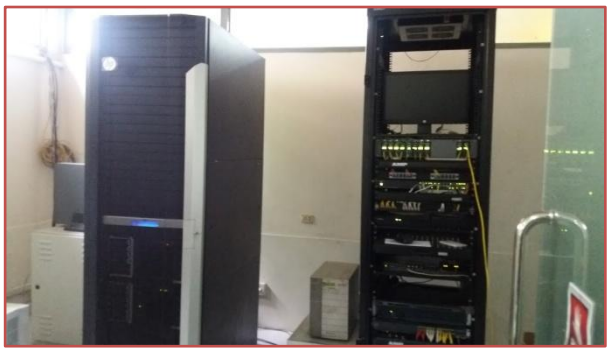

চিত্র ৩.১ - BLRI এ সরবরাহকৃত সার্ভার

সারণী ৩.৮ – যন্ত্রপাতির বর্তমান পরিস্থিতি

ক্রমিক সংখ্যা	প্রতিষ্ঠান	যন্ত্রপাতির সংখ্যা	সক্রিয়	অসক্রিয়
১.	শিক্ষা মন্ত্রণালয়	৬৬৭	০	৬৬৭
২.	কৃষি মন্ত্রণালয়	৯২	২৩	৭০
৩.	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	২৭	৩	২৪
৪.	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	৪৪	২	৪২
৫.	বাংলাদেশ চা বোর্ড	৮৬	২৭	৫৯
৬.	ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীনে মানিকগঞ্জ রেকর্ড রুম	৮০	৫	৭৫
৭.	বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন	৯২	৩৯	৫৩
৮.	পুলিশ	৮৬১	৭৯	৭৮২
৯.	নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট	১১৮	৩২	৮৬
১০.	বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	৫৫	০	৫৫
১১.	শিল্প মন্ত্রণালয়	৫৭	১	৫৬
১২.	শেরপুর ডিসি কার্যালয়	১১৪	২	১১২
১৩.	কুমিল্লা ডিসি কার্যালয়	১১৬	১	১১৫
১৪.	কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড	১২৩	৩৯	৮৪
১৫.	বাংলাদেশ বিমান	৪৬	১	৪৫
১৬.	পরিকল্পনা কমিশন	২৩	০	২৩
১৭.	সুপ্রিম কোর্ট	৪০৪	২৯৭	১০৭

ক্রমিক সংখ্যা	প্রতিষ্ঠান	যন্ত্রপাতির সংখ্যা	সক্রিয়	অসক্রিয়
১৮.	রাজশাহি সিটি কর্পোরেশন	৩২	৩	২৯
	মোট	৩৩৪৬	৫৫৪	২৭৯২

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় সরবরাহকৃত যন্ত্রপাতির ১৬.৫% এখনো সক্রিয় আছে এবং ব্যবহৃত হচ্ছে।

চিত্র ৩.১: যন্ত্রপাতির বর্তমান পরিস্থিতি

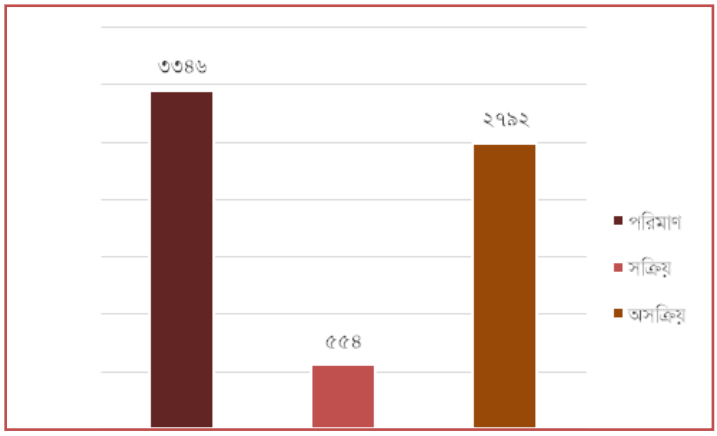

প্রকল্পের আওতায় কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট নির্মান করা হয়েছিল। সেগুলো কয়েক বছর ব্যবহৃত হয়েছে কিন্তু পরবর্তীকালে a2i প্রকল্পের আওতায় সবগুলো ওয়েবসাইটকে আধুনিক রূপ দেওয়া হয়। বর্তমানে শুধুমাত্র E-Rajshahi ওয়েবসাইটটি চালু আছে। সফটওয়্যারের মধ্যে রাজশাহি পর্টালের কিছু সফটওয়্যার ব্যবহৃত হচ্ছে এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের Online Public Examinations Results and Education Statistics সফটওয়্যারটি কার্যকর আছে।

চিত্র ৩.২ – শেরপুর ডিসি অফিসে সরবরাহকৃত নেটয়ার্ক সরঁজাম

৪ জরিপের ফলাফল ও বিশ্লেষণ (পরিমাণগত তথ্য)

জরিপের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রশ্নাবলির দ্বারা উত্তরদাতাদের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয় । এই অধ্যায়ে সংগৃহীত তথ্য প্রদান করা হল:

৪.১ উপকারভোগীদের জরিপের ফলাফল

সাব-প্রজেক্টের উপকারভোগীদের কাছ থেকে প্রশ্নমালার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। প্রশ্নাব লি এবং উত্তরদাতা কর্তৃক প্রদত্ত উত্তরসমূহের ফলাফল চিত্রের মাধ্যমে নিম্নে দেখানো হল।

৪.১.১ SICT প্রকল্প থেকে সেবা গ্রহণ

জরিপে প্রশ্ন ছিল "*SICT প্রকল্প থেকে কি কি সেবা গ্রহণ করেছিলেন বা করছেন?*"

সংগৃহীত উত্তর নিম্ন লেখচিত্র ও সারণীতে দেয়া হল।

চিত্র ৪.১: SICT প্রকল্প থেকে সেবা গ্রহণ

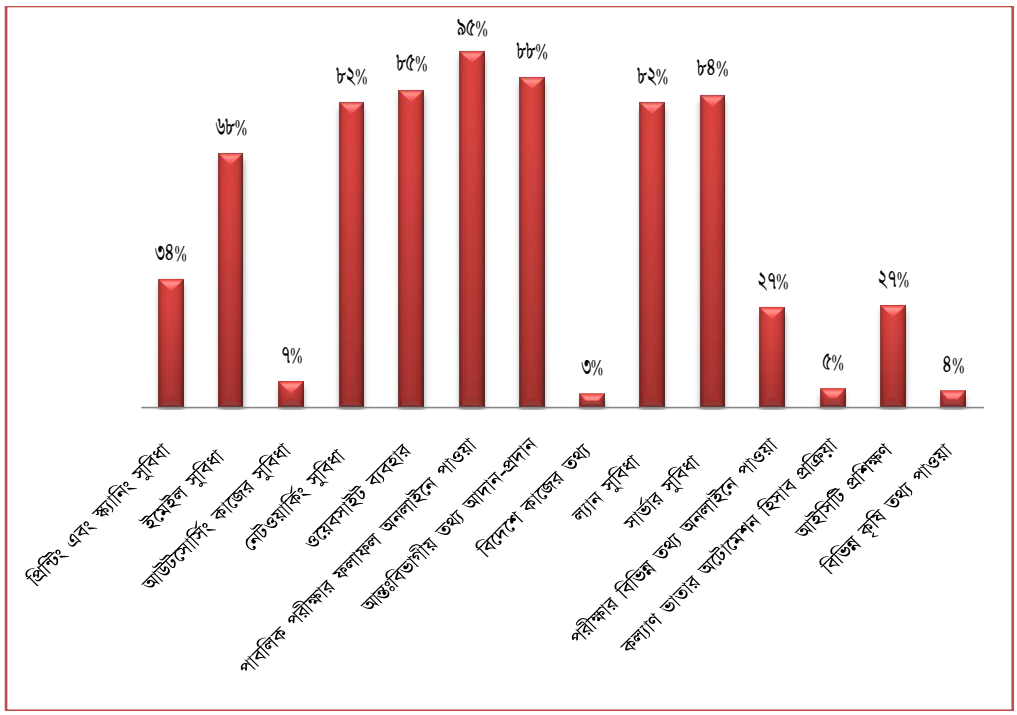

সারণী ৪.১ – উত্তরের সংখ্যা (একাধিক জবাব)

	সুবিধা সমূহ	উত্তরের সংখ্যা
১.	প্রিন্টিং এবং স্ক্যানিং সুবিধা	৫০
২.	ইমেইল সুবিধা	১০০
৩.	আউটসোর্সিং কাজের সুবিধা	১০
৪.	নেটওয়ার্কিং সুবিধা	১২০
৫.	ওয়েবসাইট ব্যবহার	১২৫
৬.	পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল অনলাইনে পাওয়া	১৪০
৭.	আন্তঃবিভাগীয় তথ্য আদান-প্রদান	১৩০

	সুবিধা সমূহ	উত্তরের সংখ্যা
৮.	বিদেশে কাজের তথ্য পাওয়া	৫
৯.	ল্যান সুবিধা পাওয়া	১২০
১০.	সার্ভার সুবিধা পাওয়া	১২৩
১১.	পরীক্ষার বিভিন্ন তথ্য অনলাইনে পাওয়া	৩৯
১২.	কল্যাণ ভাতার অটোমেশন হিসাব প্রক্রিয়া	৭
১৩.	আইসিটি প্রশিক্ষণ গ্রহণ	৪০
১৪.	বিভিন্ন কৃষি তথ্য গ্রহণ	৬

সংগৃহীত উত্তর থেকে দেখা গেছে যে উত্তরদাতারা প্রায় সবাই (৯৫%) SICT প্রকল্পের আওতায় প্রদত্ত শিক্ষাগত সেবা (পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল অনলাইন থেকে পাওয়া) গ্রহণ করেছেন। এছাড়াও যে সব সেবা অনেকেই নিয়েছেন বা নিয়ে থাকেন তা হল:

- আন্তঃবিভাগীয় তথ্য আদান-প্রদান (৮৮%)
- ওয়েবসাইট ব্যবহার (৮৫%)
- সার্ভার ব্যবহার (৮৪%)
- নেটওয়ার্কিং ও ল্যান ব্যবহার (৮২%)
- ইমেইল ব্যবহার (৬৮%)
- প্রিন্টিং এবং স্ক্যানিং ব্যবহার (৩৪%)
- প্রশিক্ষণ (২৭%)।

৪.১.২ SICT প্রকল্পের পূর্বে সেবা ও তথ্যের উৎস

জরিপে প্রশ্ন ছিল "SICT প্রকল্পের পূর্বে ঐ সেবা ও তথ্য কোন উৎস থেকে পাওয়া যেত?"

সংগৃহীত উত্তর নিম্ন লেখচিত্র ও সারণীতে দেয়া হল।

চিত্র ৪.২: SICT প্রকল্পের পূর্বে সেবা ও তথ্যের উৎস

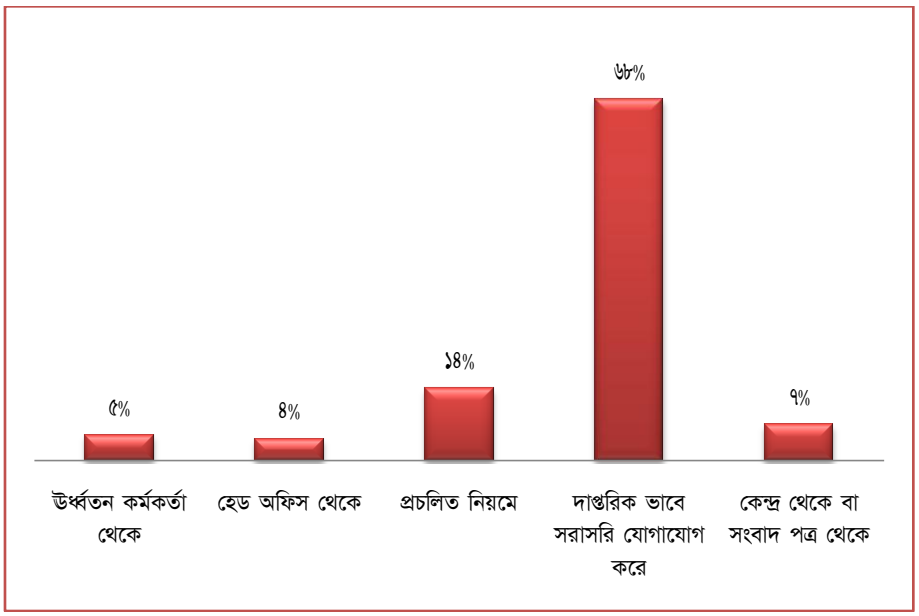

সারণী ৪.২ – উত্তরদাতার সংখ্যা

	সেবা ও তথ্য গ্রহণের উৎস	উত্তরদাতার সংখ্যা
১.	উর্ধ্বতন কর্মকর্তা থেকে	৮
২.	হেড অফিস থেকে	৭
৩.	প্রচলিত নিয়মে	২৩
৪.	দাপ্তরিকভাবে সরাসরি যোগাযোগ করে	১১৪
৫.	কেন্দ্র থেকে বা সংবাদ পত্র থেকে	১১

সংগৃহীত উত্তর থেকে দেখা গেছে অধিকাংশ উপকারভোগী (৬৮%) SICT প্রকল্পের পূর্বে সেবা ও তথ্য দাপ্তরিকভাবে সরাসরি যোগাযোগ করে পেতেন। যেসব তথ্য SICT প্রকল্পের পর সহজেই অনলাইনে পাওয়া যায় সেসব তথ্য আগে প্রাসঙ্গিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে গিয়ে সরকারি নিয়ম মোতাবেক আবেদন করে পেতে হত।

৪.১.৩ সেবা নিতে গড় ব্যয় ও সময়

জরিপে প্রশ্ন ছিল "SICT প্রকল্পের পূর্বে সেবা বা তথ্য নিতে ব্যয় ও সময় কি ছিল? SICT প্রকল্পের পরে সেবা বা তথ্য নিতে ব্যয় ও সময় কি ছিল?"

সংগৃহীত উত্তর নিম্ন লেখচিত্রতে দেয়া হল।

চিত্র ৪.৩ : সেবা নিতে গড় ব্যয় ও সময়

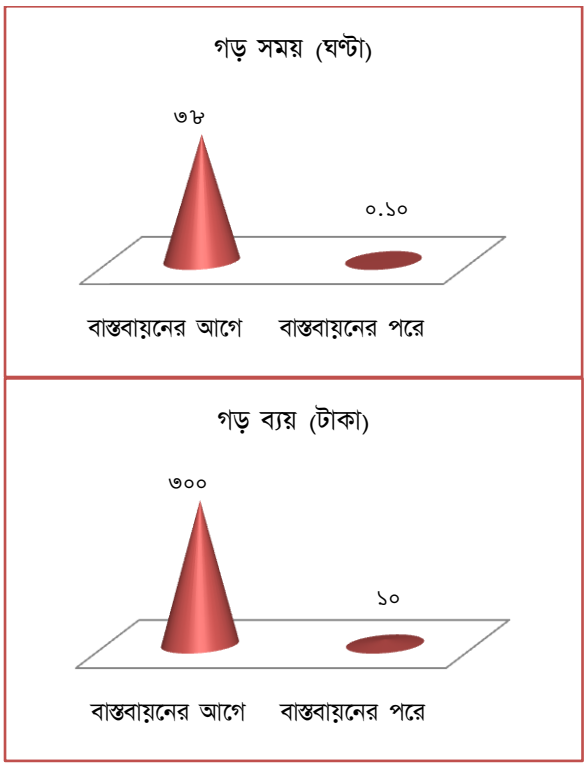

সংগৃহীত উত্তর থেকে দেখা গেছে উপকারভোগীরা SICT প্রকল্পের পূর্বে প্রচলিত পদ্ধতিতে সেবা ও তথ্য পেতে গড় সময় প্রয়োজন হত ৩৮ ঘণ্টা এবং ব্যয় হত ৩০০ টাকা (তথ্য সংগ্রহকারীর যাতায়তের সময় ও ব্যয়)। SICT প্রকল্পের পরে ই-সেবা পদ্ধতিতে গড় সময় প্রয়োজন হয় ১০ মিনিট এবং ব্যয় হয় ১০ টাকা (ইন্টারনেট ব্যয়)।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে অনলাইন পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল

প্রতি বছর সারা দেশ থেকে হাজার হাজার ছাত্র এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা দেয়। কিন্তু SICT প্রকল্পের পূর্বে পরীক্ষার ফলাফল জনসাধারণের কাছে পৌঁছানোর কোন কার্যকরী উপায় ছিল না। প্রকল্পের পূর্বে প্রচলিত পদ্ধতিতে পরীক্ষার ফলাফল প্রদানের পদ্ধতি ছিল নিম্নরুপঃ

১. শিক্ষা বোর্ড পরীক্ষার ফলাফল তালিকা আকারে নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করত;

২. ডেপুটি কমিশনার শিক্ষা বোর্ড হতে পরীক্ষার ফলাফল তার কার্যালয়ে নিয়ে আসতেন এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান/ প্রতিনিধিগন পরীক্ষার ফলাফল তার কার্যালয় হতে সংগ্রহ করতেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান/ প্রতিনিধিগন পরীক্ষার ফলাফল প্রতিষ্ঠানে এসে পরীক্ষার্থীদের জানাতেন। দেখা যেত পরীক্ষার্থীরা প্রায় সারাদিনই প্রতিষ্ঠানে এসে পরীক্ষার ফলাফলের আশায় অপেক্ষা করতেন। এতে সময় ব্যয় হত ছয় থেকে দশ ঘণ্টা। অপেক্ষমাণ পরীক্ষার্থীদের যাতায়াত বাবদ ব্যয় হত ৫০- ১০০ টাকা, নাস্তা বাবদ ব্যয় হত ১০-২০ টাকা।

SICT প্রকল্পের পরে ই-সেবা পদ্ধতিতে পরীক্ষার ফলাফল শিক্ষা বোর্ড সরাসরি অনলাইনে প্রকাশ করে এবং পরীক্ষার্থীরা ঘরে বসেই পরীক্ষার ফলাফল সংগ্রহ করতে পারেন, এতে তাদের যাতায়াত বাবদ কোন ব্যয় হয় না, শুধুমাত্র ইন্টারনেট বাবদ ব্যয় হয় ৫-১০ টাকা এবং প্রতিষ্ঠানে এসে পরীক্ষার ফলাফলের আশায় সারাদিন অপেক্ষা করার প্রয়োজন হয় না।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ইন্টারেক্টিভ ওয়েবসাইট

সুবিধাভোগীরা SICT প্রকল্পের পূর্বে প্রচলিত পদ্ধতিতে আন্তর্জাতিক শ্রমবাজার, গুরুত্বপূর্ণ শ্রম বিষয়ক কোন তথ্য (যেমন কর্মচারীদের অধিকার, ভাল কাজের পরিবেশ, নিরাপত্তা বিধি আনুগত্য, শিশুশ্রম বিষয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম আন্তর্জাতিক সংগঠন, বিনিয়োগ তথ্য, ইত্যাদি) এবং বিভিন্ন ফরম সংগ্রহ করতে সরাসরি মন্ত্রণালয়ে আসতে হত। দেশের বিভিন্ন স্থান হতে মন্ত্রণালয়ে আসতে এবং তথ্য সংগ্রহ করতে সময় ব্যয় হত ১ থেকে ৭ দিন এবং অর্থ ব্যয় হত ৫০০ হতে ১০০০ টাকা।

SICT প্রকল্পের আওতায় মন্ত্রণালয়ের একটি ইন্টারেক্টিভ ওয়েবসাইট তৈরি করাতে, ঘরে বসেই এই সমস্ত তথ্য এবং বিভিন্ন ফরম অনলাইনের মাধ্যমে সংগ্রহ করা যায়। এতে তাদের যাতায়াত বাবদ কোন ব্যয় হয় না, শুধুমাত্র ইন্টারনেট বাবদ ব্যয় হয় ১০-২০ টাকা, এবং ফরম প্রিন্ট বাবদ ব্যয় হয় ১০-২০ টাকা।

৪.১.৪ প্রকল্প বাস্তবায়নের আগে সেবা নিতে অসুবিধার সম্মুখীন

জরিপে প্রশ্ন ছিল "SICT প্রকল্পের পূর্বে সেবা নিতে কী অসুবিধার সম্মুখীন হতেন?"

সংগৃহীত উত্তর নিম্ন লেখচিত্র ও সারণীতে দেয়া হল।

চিত্র ৪.৪ : SICT প্রকল্প বাস্তবায়নের আগে সেবা নিতে অসুবিধার সম্মুখীন

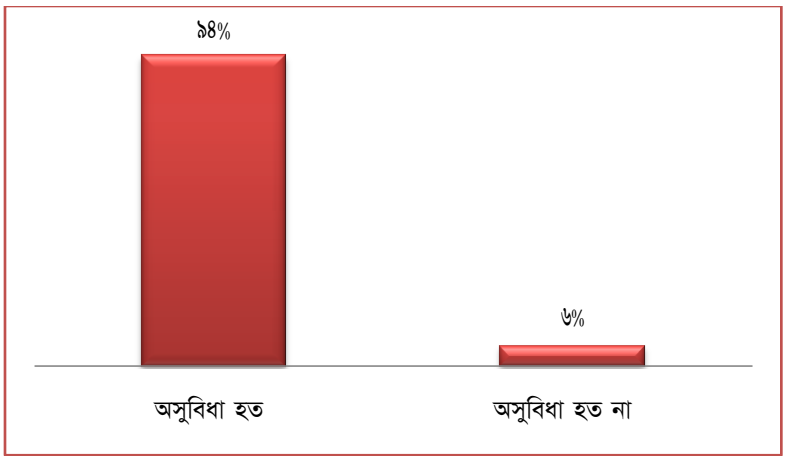

সারণী ৪.৩ – উত্তরদাতার সংখ্যা

	SICT প্রকল্প বাস্তবায়নের আগে সেবা নিতে অসুবিধার সম্মুখীন	উত্তরদাতার সংখ্যা
১.	অসুবিধা হত	১৫৭
২.	অসুবিধা হত না	১০

সংগৃহীত উত্তর থেকে দেখা গেছে SICT প্রকল্পের পূর্বে প্রচলিত পদ্ধতিতে সেবা ও তথ্য পেতে ৯৪% উত্তরদাতারা অসুবিধার সম্মুখীন হতেন।

৪.১.৫ কর্মসূচি বাস্তবায়নের পরে সেবা পেতে সুবিধা

জরিপে প্রশ্ন ছিল "SICT প্রকল্পের *পর সেবা পাওয়া কি সহজ হয়েছে?*"

সংগৃহীত উত্তর নিম্ন লেখচিত্র ও সারণীতে দেয়া হল।

চিত্র ৪.৫: **SICT** প্রকল্পের বাস্তবায়নের পরে সেবা পেতে

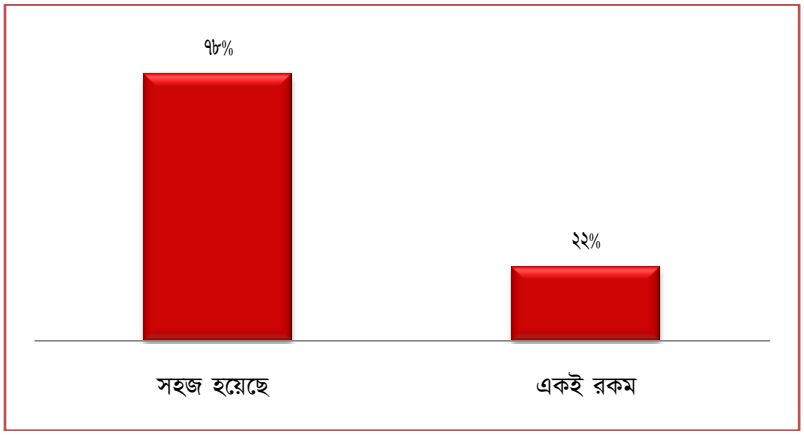

সারণী ৪.৩ – উত্তরদাতার সংখ্যা

	SICT প্রকল্প বাস্তবায়নের পরে সেবা নিতে	উত্তরদাতার সংখ্যা
১.	সহজ হয়েছে	১৩১
২.	একই রকম অসুবিধা হচ্ছে	৩৬

সংগৃহীত উত্তর থেকে দেখা গেছে SICT প্রকল্পের মাধ্যমে ই-সেবা পদ্ধতিতে সেবা ও তথ্য পাওয়া সহজ হয়েছে বলে মনে করেছেন ৭৮% উত্তরদাতারা। কিন্তু ২২% উত্তরদাতা মনে করেন সেবা একই রকম আছে।

উপকারভোগীদের মতে SICT প্রকল্পের মাধ্যমে ই-সেবা বাস্তবায়নের কিছু মূল সুবিধাসমূহ নিম্নে দেওয়া হল:

১. বর্তমানে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে যে কোন সেবা অতিদ্রুত পাওয়া যায়।
২. স্বল্প ব্যয়ে ও স্বল্প সময়ে কাঙ্ক্ষিত সেবা পাওয়া যায়।
৩. প্রশিক্ষণ দান উন্নত হয়েছে।
৪. মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের দক্ষতা বেড়েছে।
৫. আন্তঃ বিভাগীয় তথ্য আদান প্রদান সহজ হয়েছে।
৬. অনলাইনের মাধ্যমে সরকারি পাওনা (ফি) জানতে পারা সহজ হয়েছে।
৭. অনলাইনে ফরম পূরণ করার সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে।

৮. দ্রুত বিভিন্ন লাইসেন্স পাওয়া যাচ্ছে।

৯. চিঠি পত্র আদান-প্রদানের সময় কমে গেছে।

১০. তথ্য যাচাই, অনুসন্ধান ও সংরক্ষণ করা সহজ হয়েছে।

৪.১.৬ প্রকল্পের মাধ্যমে সরকারের নিয়মিত কাজকর্মে দক্ষ পরিবেশ সৃষ্টি

জরিপে প্রশ্ন ছিল *"প্রকল্পের মাধ্যমে সরকারের নিয়মিত কাজকর্মে কি দক্ষ পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে?"*

সংগৃহীত উত্তর নিম্ন লেখচিত্র ও সারণীতে দেয়া হল।

চিত্র ৪.৬: SICT প্রকল্পের মাধ্যমে সরকারের নিয়মিত কাজকর্মের দক্ষ পরিবেশ

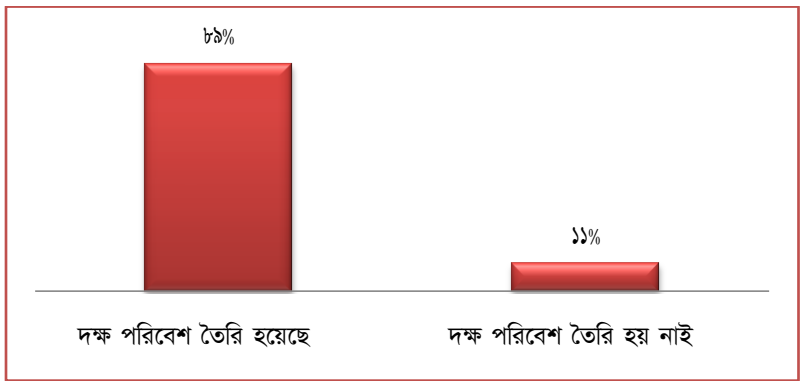

সারণী ৪.৪ – উত্তরদাতার সংখ্যা

	মন্তব্য	উত্তরদাতার সংখ্যা
১.	দক্ষ পরিবেশ তৈরি হয়েছে	১৪৯
২.	দক্ষ পরিবেশ তৈরি হয় নাই	১৮

সংগৃহীত উত্তর থেকে দেখা গেছে প্রকল্পের মাধ্যমে ই-সেবা পদ্ধতিতে সরকারের নিয়মিত কাজকর্মের দক্ষ পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে করেন ৮৯% উপকারভোগীরা। কিন্তু ১১% উপকারভোগীরা মনে করেন কাজকর্মের দক্ষ পরিবেশ সৃষ্টি হয় নাই।

৪.১.৭ প্রকল্পের সমাপ্তির পর সেবা পেতে সমস্যা

জরিপে প্রশ্ন ছিল *"প্রকল্পের সমাপ্তির পর সেবা পেতে কি সমস্যা হচ্ছে?"*

সংগৃহীত উত্তর নিম্ন লেখচিত্র ও সারণীতে দেয়া হল।

চিত্র ৪.৭: প্রকল্প সমাপ্তির পর সেবা পেতে সমস্যা

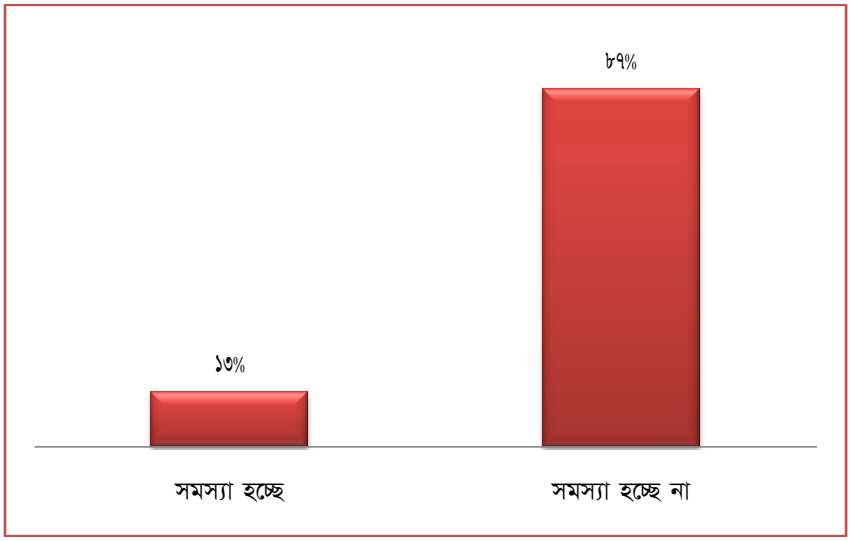

সারণী ৪.৫ – উত্তরদাতার সংখ্যা

	প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রকল্পের সুবিধাসমূহ পেতে	উত্তরদাতার সংখ্যা
১.	সমস্যা হচ্ছে	২২
২.	সমস্যা হচ্ছে না	১৪৫

সংগৃহীত উত্তর থেকে দেখা গেছে ৮৭% উপকারভোগীদের কর্মসূচি সমাপ্তির পর সেবা নিতে সমস্যা হচ্ছে না। কিন্তু ১৩% উপকারভোগীদের সেবা নিতে সমস্যা হচ্ছে।

৪.১.৮ প্রকল্পের গুরুত্ব

জরিপে প্রশ্ন ছিল "*SICT* প্রকল্প কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল?"

সংগৃহীত উত্তর নিম্ন লেখচিত্র ও সারণীতে দেয়া হল।

চিত্র ৪.৮: SICT প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণতা

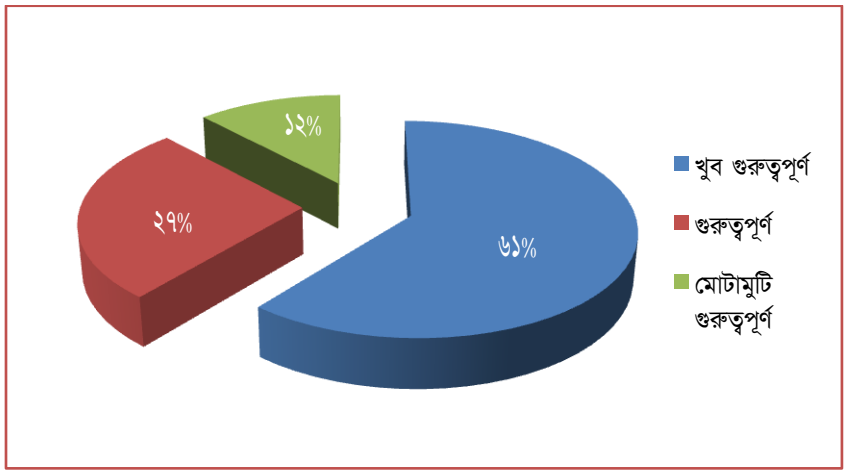

সারণী ৪.৬ – উত্তরদাতার সংখ্যা

	SICT প্রকল্প কতটা গুরুত্বপূর্ণ	উত্তরদাতার সংখ্যা
১.	খুব গুরুত্বপূর্ণ	১৪৪
২.	গুরুত্বপূর্ণ	৬৩
৩.	মোটামুটি গুরুত্বপূর্ণ	২৮
৪.	গুরুত্বপূর্ণ নয়	০

সংগৃহীত উত্তর থেকে দেখা গেছে ৬১% উপকারভোগীরা মনে করেন SICT প্রকল্প খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল, ২৭% উপকারভোগীরা মনে করেন SICT প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং ১২% উপকারভোগীরা মনে করেন SICT প্রকল্প মোটামুটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কোনও উত্তরদাতাই মনে করেন নাই যে SICT প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ ছিল না।

৪.১.৯ প্রকল্পের প্রত্যক্ষ প্রভাব

জরিপে প্রশ্ন ছিল *"SICT প্রকল্পের প্রত্যক্ষ প্রভাব কি কি ছিল?"*

সংগৃহীত উত্তর নিম্ন লেখচিত্র ও সারণীতে দেয়া হল।

চিত্র ৪.৯ প্রকল্পের প্রত্যক্ষ প্রভাব

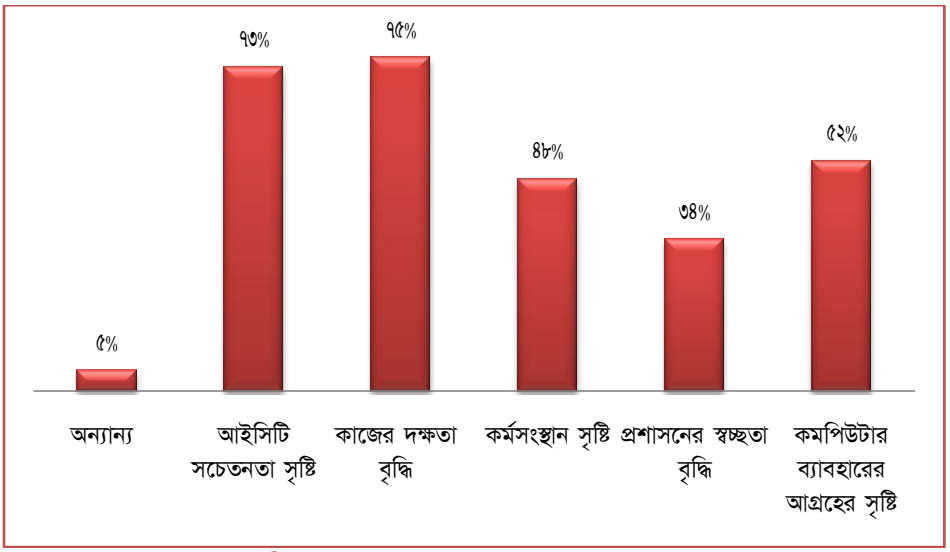

সারণী ৪.৭ – উত্তরের সংখ্যা (একাধিক জবাব)

	প্রত্যক্ষ প্রভাব	উত্তরের সংখ্যা
১.	আইসিটি সচেতনতা সৃষ্টি	১২২
২.	কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি	১২৫
৩.	কর্মসংস্থান সৃষ্টি	৮০
৪.	প্রশাসনের স্বচ্ছতা বৃদ্ধি	৫৭
৫.	কমপিউটার ব্যাবহারের আগ্রহের সৃষ্টি	৮৬
৬.	অন্যান্য	৮

সংগৃহীত উত্তর থেকে দেখা গেছে ৭৫% উপকারভোগী মনে করেন কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি ছিল SICT প্রকল্পের সবচেয়ে বড় প্রত্যক্ষ প্রভাব। এছাড়াও তথ্যপ্রযুক্তির সচেতনতা সৃষ্টি ছিল ৭৩% উপকারভোগীর

মতে একটি মূল প্রত্যক্ষ প্রভাব। আরো যেসব প্রত্যক্ষ প্রভাবকে উপকারভোগীরা চিহ্নিত করেছেন সেগুলো হলো:

- কমপিউটার ব্যবহারে আগ্রহের সৃষ্টি (৫২%)
- কর্মসংস্থান সৃষ্টি (৪৮%)
- প্রশাসনের স্বচ্ছতা বৃদ্ধি (৩৪%)।

৪.১.১০ প্রকল্পের পরোক্ষ প্রভাব

জরিপে প্রশ্ন ছিল *"SICT প্রকল্পের পরোক্ষ প্রভাব কি কি ছিল?"*

সংগৃহীত উত্তর নিম্ন লেখচিত্র ও সারণীতে দেয়া হল।

চিত্র ৪.১০: প্রকল্পের পরোক্ষ প্রভাব

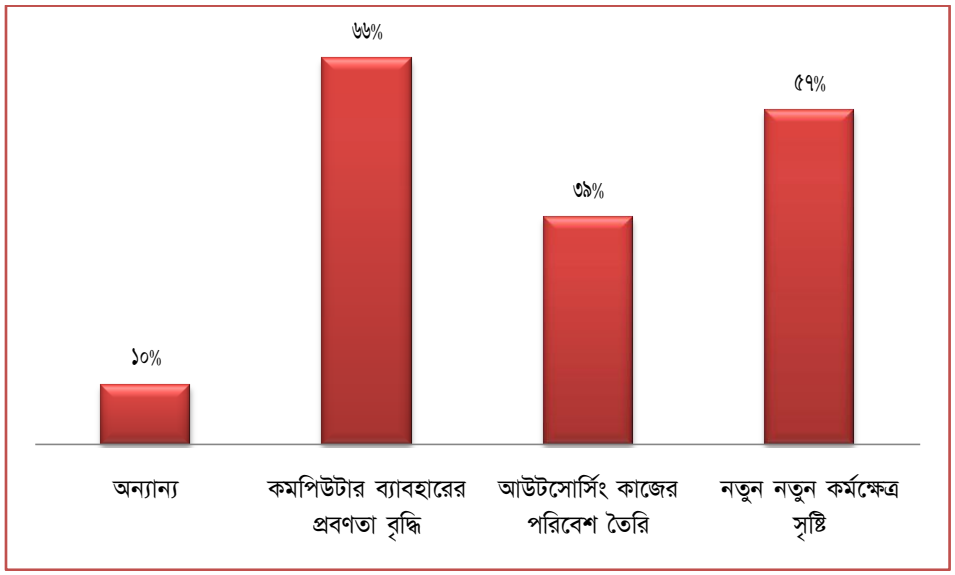

সারণী ৪.৮ – উত্তরের সংখ্যা (একাধিক জবাব)

	পরোক্ষ প্রভাব	উত্তরদাতার সংখ্যা
১.	কমপিউটার ব্যবহারের প্রবণতা বৃদ্ধি	১১০
২.	আউটসোর্সিং কাজের পরিবেশ তৈরি	৬৫
৩.	নতুন নতুন কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি	৯৫
৪.	অন্যান্য	১৭

সংগৃহীত উত্তর থেকে দেখা গেছে ৬৬% উপকারভোগী মনে করেন কমপিউটার ব্যবহারের প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়া ছিল SICT প্রকল্পের সবচেয়ে বড় পরোক্ষ প্রভাব। এছাড়াও যেসব পরোক্ষ প্রভাবকে উপকারভোগীরা চিহ্নিত করেছেন সেগুলো হোল:

- নতুন নতুন কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি (৫৭%)
- আউটসোর্সিং কাজের পরিবেশ তৈরি (৩৯%)।

৪.১.১১ কর্মসূচির ধারাবাহিকতা অর্জনের প্রভাবক

জরিপে প্রশ্ন ছিল *"SICT প্রকল্পের ধারাবাহিকতা অর্জনের জন্যে কি কি প্রভাবক দরকার ছিল?"*

সংগৃহীত উত্তর নিম্ন লেখচিত্রতে দেয়া হল।

চিত্র ৪.১১: SICT কর্মসূচির ধারাবাহিকতা অর্জনের প্রভাবক

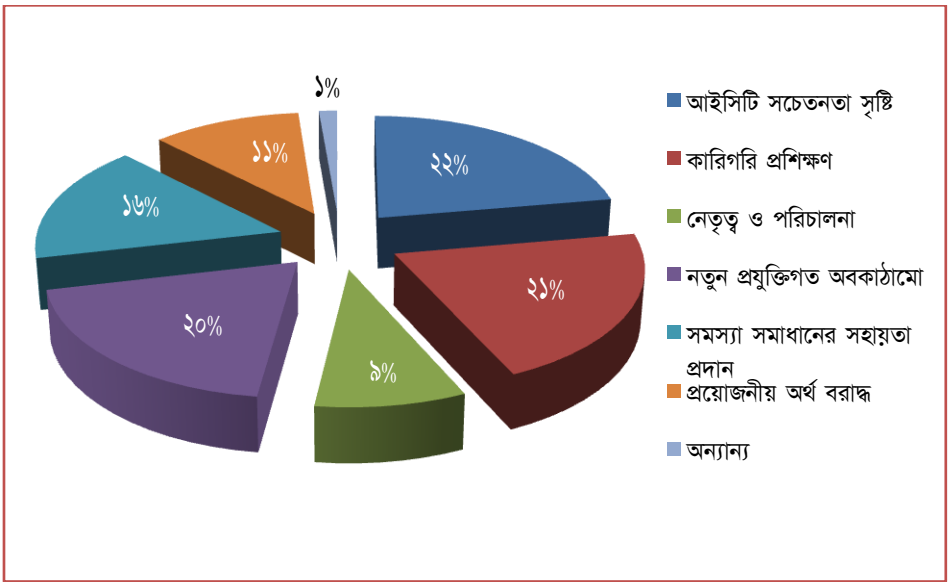

সারণী ৪.৯ – উত্তরের সংখ্যা (একাধিক জবাব)

	SICT প্রকল্পের ধারাবাহিকতা অর্জনের প্রভাবক	উত্তরদাতা সংখ্যা
১.	আইসিটি সচেতনতা সৃষ্টি	৯৯
২.	কারিগরি প্রশিক্ষণ	৯৩
৩.	নেতৃত্ব ও পরিচালনা	৩৯
৪.	নতুন প্রযুক্তিগত অবকাঠামো	৮৬
৫.	সমস্যা সমাধানের সহায়তা প্রদান	৭২
৬.	প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্ধ	৪৯
৭.	অন্যান্য	৬

সংগৃহীত উত্তর থেকে দেখা গেছে যেসব বিষয়কে ধারাবাহিকতা অর্জনের প্রভাবক হিসেবে উপকারভোগীরা চিহ্নিত করেছেন সেগুলো হল:

- তথ্যপ্রযুক্তির সচেতনতা সৃষ্টি (২২%)
- কারিগরি প্রশিক্ষণ (২১%)
- নতুন প্রযুক্তিগত অবকাঠামো (২০%)
- সমস্যা সমাধানের সহায়তা প্রদান (১৬%)
- প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্ধ (১১%)
- নেতৃত্ব ও পরিচালনা (৯%)।

৪.১.১২ প্রকল্পের শক্তিশালী এবং দুর্বল দিক

জরিপে উপকারভোগীদের প্রকল্পের শক্তিশালী এবং দুর্বল দিক কি কি ছিল সেগুলো চিহ্নিত করতে বলা হয়েছিল। সংগৃহীত উত্তর নিম্নে দেয়া হল:

সারণী ৪.১০ –প্রকল্পের শক্তিশালী এবং দুর্বল দিক

শক্তিশালী দিক	দুর্বল দিক
আইসিটির যাত্রা শুরু হয়েছিল। সময়ের সাশ্রয় এবং দ্রুত কাজ করা এবং সার্বিকভাবে তথ্যপ্রযুক্তি সেবার	প্রকল্পের সময়কাল শেষ হওয়ার পর উক্ত কার্যক্রম গুলি কোন খাত থেকে পরিচালিত হবে তার কোন

শক্তিশালী দিক	দুর্বল দিক
মান উন্নয়নে সহায়তা।	নির্দেশনা ছিলো না।
তথ্যপ্রযুক্তি কার্যক্রম প্রাথমিক পর্যায়ে শুরু করেছিল।	কারিগরি প্রশিক্ষনের অভাব ছিল, প্রশিক্ষনের সময় সূচি কম ছিল এবং সবাইকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় নাই।
তথ্যপ্রযুক্তি প্রকল্প ও কর্ম পরিকল্পনার উদ্যোগ এবং সর্ব ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি।	মন্ত্রনালয়ের জন্য তৈরি করা ওয়েবসাইট গুলো পরবর্তীতে রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই।
কর্ম দক্ষতা উন্নয়ন।	দক্ষ কর্মীর অভাব ছিল।
দ্রুত তথ্য সরবরাহ করা যায়।	নিয়মিত মান উন্নয়ন, পর্যাপ্ত প্রয়োজনীয় সুবিধা ও সার্ভিসিং সহায়তা যথেষ্ট ছিল না।
আউটসোর্সিং এর সুযোগ সৃষ্টি এবং নতুন কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি।	ইকুইপমেন্ট প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের ওপর নিয়ন্ত্রনের অভাব।
তথ্যপ্রযুক্তি অবকাঠামো উয়ন্নে উপকরণ দিয়ে সহায়তা করণ।	সঠিক মনিটরিং এর ও ফলোআপের অভাব ছিল।
মান সম্মত সফটওয়্যার, হার্ডওয়্যার, নেটওয়ার্ক, সার্ভার, ল্যান ও অন্যান্ন ইকুইপমেন্ট সরবরাহ করা হয়েছে।	

৪.১.১৩ উপকারভোগীদের মতামত

উপকারভোগীদের এই ধরনের তথ্যপ্রযুক্তি প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং উন্নতিকরণে কোন মতামত থাকলে সেগুলো প্রেরণ করতে অনুরোধ করা হয়েছিল। প্রাপ্ত কিছু মতামত ও পরামর্শ নিম্নে দেওয়া হল:

১. সুনিদিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ, দক্ষলোক নিয়োগ, প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ ও নিয়ন্ত্রণ এবং পর্যবেক্ষণ থাকা প্রয়োজন।

২. কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

৩. পরিকল্পনা করে তথ্যপ্রযুক্তি অবকাঠামো উন্নয়নের সাথে নিরাপত্তার দিকটি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

৪. ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ বাড়ানো প্রয়োজন।

৫. সহজে ব্যবহার উপযোগী সফটওয়্যার তৈরি ও নিয়মিতভাবে সফটওয়্যার আপডেটের পরিকল্পনাথাকা প্রয়োজন।

৬. উন্নত হার্ডওয়্যার সরবরাহ করা প্রয়োজন।

৭. তথ্যপ্রযুক্তি সেলের পূর্ণ অবকাঠামো গঠন করে স্থায়ী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

৮. তথ্যপ্রযুক্তির উপর সরকারি কর্মকর্তাদের পাশাপাশি কর্মচারীদেরও উন্নত প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন।

৯. কর্মসংস্থান সহযোগী তথ্যপ্রযুক্তির প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন।

১০. প্রকল্পের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা আবশ্যক।

১১. যন্ত্রপাতি দেখাশুনা ও যোগাযোগের জন্য সার্বক্ষণিক জনবল দরকার।

১২. প্রকল্প শেষ হওয়ার পরও যেন সেই প্রকল্পের কার্যক্রমের ভিত্তি ধরে পুনরায় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় সেদিকে বিশেষ নজর রাখা প্রয়োজন।

৪.২ প্রশিক্ষণার্থীদের জরিপের ফলাফল

প্রকল্পের আওতায় কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ছিল। প্রশ্নমালার মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদের জরিপ করে প্রশিক্ষণের কার্যকারিতা মূল্যায়ন করার জন্যে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। প্রশ্নাবলি এবং উত্তরদাতা কর্তৃক প্রদত্ত উত্তরসমূহের ফলাফল চিত্রের মাধ্যমে নিম্নে দেখানো হল।

৪.২.১ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহনকারী প্রশিক্ষণার্থী

জরিপে প্রশ্ন ছিল *''কী প্রশিক্ষণে অংশগ্রহন করেছেন?''*

সংগৃহীত উত্তর নিম্ন লেখচিত্রতে দেয়া হল।

চিত্র ৪.১২: বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহনকারী প্রশিক্ষণার্থী

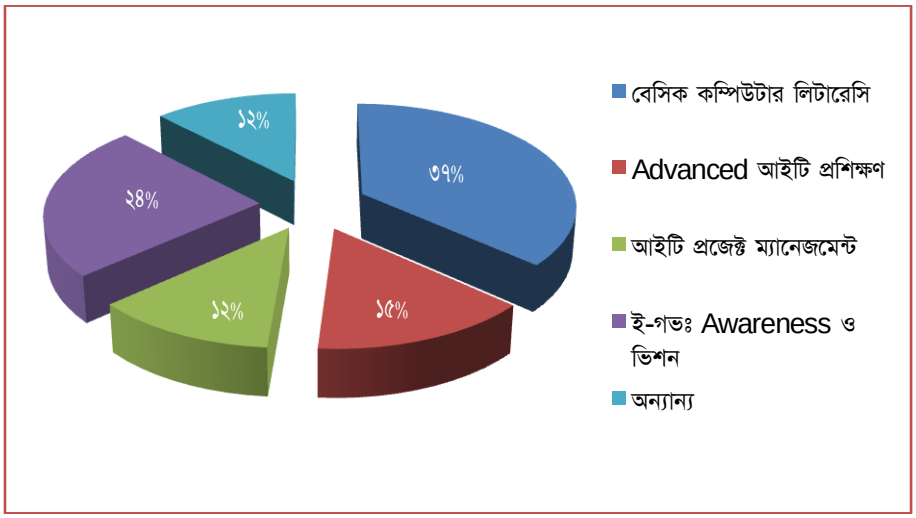

সংগৃহীত উত্তর থেকে দেখা গেছে প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে বেসিক কম্পিউটার লিটারেসি প্রশিক্ষণে অংশগ্রণ করেছে ৩৭%, Advanced তথ্যপ্রযুক্তি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছে ১৫%, তথ্যপ্রযুক্তি প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছে ১২%, ই-গভঃ Awareness ও ভিশন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছে ২৪% এবং অন্যান্য (প্রাপ্ত সফটওয়্যার এর উপর) প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন ১২%।

৪.২.২ প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

জরিপে প্রশ্ন ছিল "প্রশিক্ষণ কী মাত্রায় প্রয়োজনীয় ছিল?"

সংগৃহীত উত্তর নিম্ন লেখচিত্রতে দেয়া হল।

চিত্র ৪.১৩: প্রশিক্ষণার্থীদের কাছে প্রশিক্ষণ পাওয়ার প্রয়োজনীয়তা

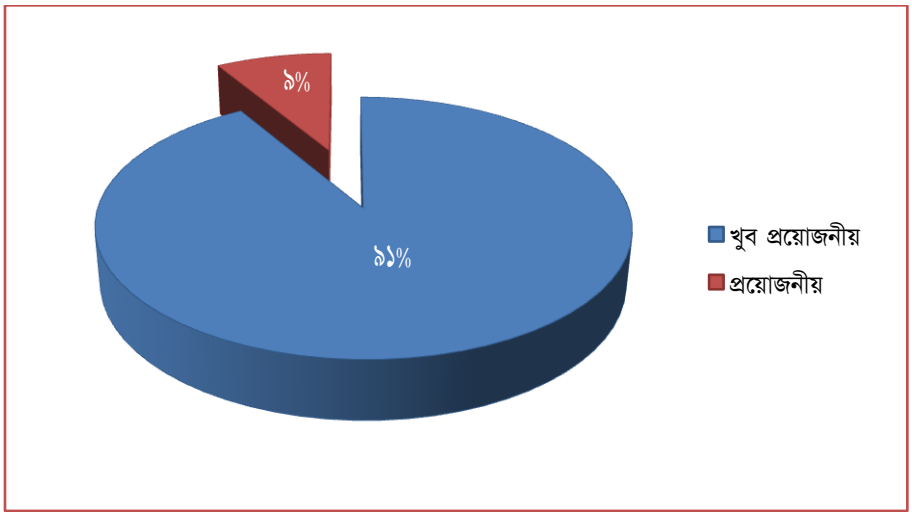

সংগৃহীত উত্তর থেকে দেখা গেছে ৯১% প্রশিক্ষণার্থীরা মনে করেছেন প্রশিক্ষণ খুব প্রয়োজনীয় ছিল এবং ৯% মনে করেন প্রশিক্ষণ প্রয়োজনীয় ছিল। কোন প্রশিক্ষণার্থীই মনে করেন না যে প্রশিক্ষণ প্রয়োজনীয় ছিল না।

৪.২.৩ প্রশিক্ষণের মেয়াদের পর্যাপ্ততা

জরিপে প্রশ্ন ছিল *"প্রশিক্ষণের মেয়াদ কী পর্যাপ্ত ছিল?"*

সংগৃহীত উত্তর নিম্ন লেখচিত্রতে দেয়া হল।

চিত্র ৪.১৪: প্রাপ্ত ICT প্রশিক্ষণের মেয়াদের পর্যাপ্ততা

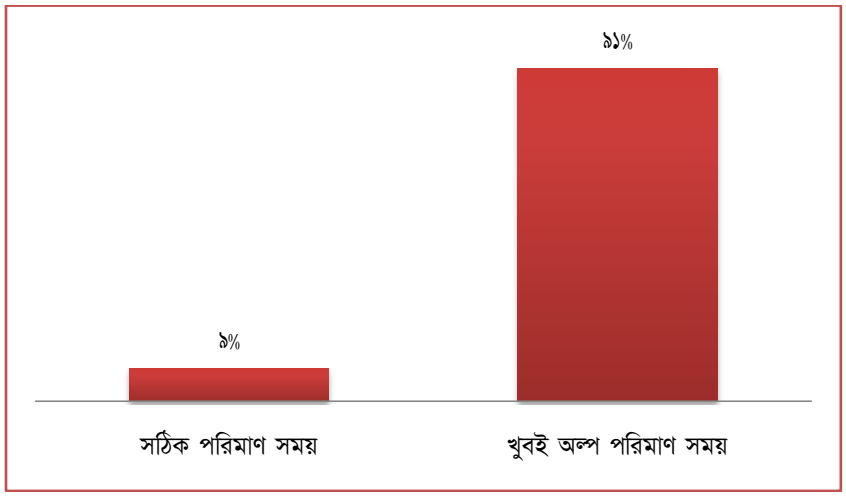

সংগৃহীত উত্তর থেকে দেখা গেছে ৯১% প্রশিক্ষণার্থী মনে করেন প্রশিক্ষণটি খুবই অল্প পরিমাণ সময় ছিল। শুধুমাত্র ৯% প্রশিক্ষণার্থী মনে করেন প্রশিক্ষণটি সঠিক পরিমাণ সময় ছিল।

৪.২.৪ প্রশিক্ষণের উপকরণের প্রয়োজনীয়তা

জরিপে প্রশ্ন ছিল *"প্রশিক্ষণের উপকরণ কি প্রয়োজনীয় ছিল?"*

সংগৃহীত উত্তর নিম্ন লেখচিত্রতে দেয়া হল।

চিত্র ৪.১৫: ICT প্রশিক্ষণ উপকরণের প্রয়োজনীয়তা

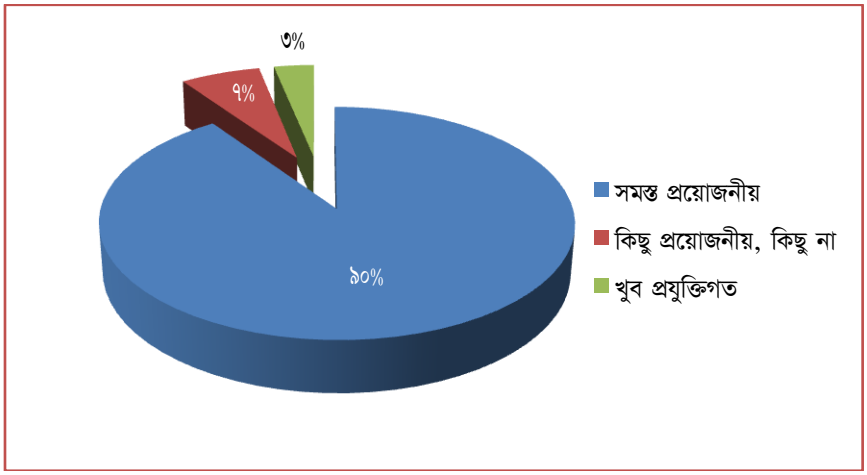

সংগৃহীত উত্তর থেকে দেখা গেছে ৯০% প্রশিক্ষণার্থী মনে করেন সমস্ত উপকরণ প্রয়োজনীয় ছিল। ৭% প্রশিক্ষণার্থী মনে করেন প্রশিক্ষণের উপকরণ কিছু প্রয়োজনীয় ছিল কিছু ছিল না।

৪.২.৫ অধীনস্থ কর্মকর্তা/ সহকর্মীর জন্যে প্রশিক্ষণের গুরুত্ত

জরিপে প্রশ্ন ছিল "*প্রশিক্ষণে অধীনস্থ কর্মকর্তা/ সহকর্মীকে সুপারিশ/বিবেচনার* গুরুত্ত কত ছিল?"

সংগৃহীত উত্তর নিম্ন লেখচিত্রতে দেয়া হল।

চিত্র ৪.১৬: তথ্যপ্রযুক্তি প্রশিক্ষণে যোগ দিতে অধীনস্থ কর্মকর্তা/বিবেচনারসহকর্মীকে সুপারিশ / গুরুত্ত

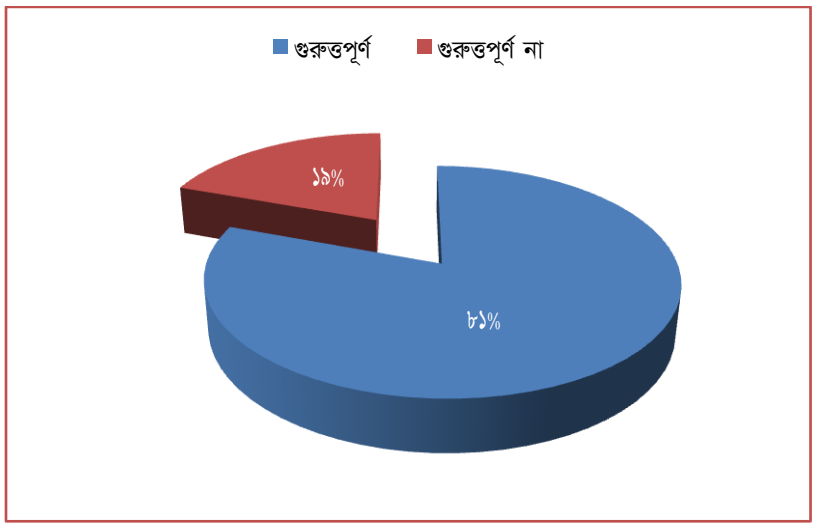

সংগৃহীত উত্তর থেকে দেখা গেছে ৮১% প্রশিক্ষণার্থী মনে করেন তথ্যপ্রযুক্তি প্রশিক্ষণে অধীনস্থ কর্মকর্তা/ সহকর্মীকে বিবেচনায় আনা গুরুত্তপূর্ণ ছিল। ১৯% মনে করেন প্রশিক্ষণটি অধীনস্থ কর্মকর্তা/ সহকর্মীর জন্যে অতটা গুরুত্তপূর্ণ ছিল না।

৪.২.৬ প্রশিক্ষণে কর্মক্ষেত্রে উন্নতি সাধান

জরিপে প্রশ্ন ছিল "*প্রশিক্ষণে কর্মক্ষেত্রে উন্নতি সাধন হয়েছিল ?*"

সংগৃহীত উত্তর নিম্ন লেখচিত্রতে দেয়া হল।

চিত্র ৪.১৭: প্রশিক্ষণে প্রাপ্ত জ্ঞান / ধারণা, দক্ষতা অর্জনে কর্মক্ষেত্রে উন্নতি সাধন হয়েছিল কিনা

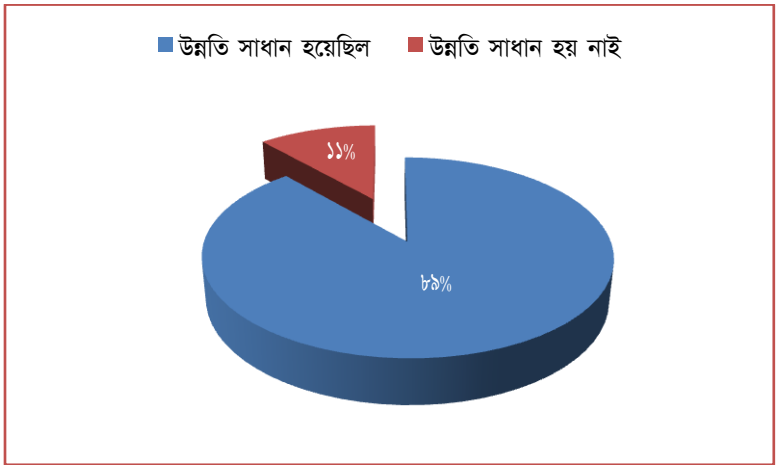

সংগৃহীত উত্তর থেকে দেখা গেছে ৮৯% প্রশিক্ষণার্থী মনে করেন প্রশিক্ষণের ফলে কর্মক্ষেত্রে উন্নতি সাধন হয়েছিল। ১১% প্রশিক্ষণার্থী মনে করেছেন প্রশিক্ষণে কর্মক্ষেত্রে উন্নতি সাধন হয় নাই।

৪.২.৭ ফলো-আপ প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

জরিপে প্রশ্ন ছিল "*ফলো-আপ প্রশিক্ষণ কি প্রয়োজন* ছিল?"

সংগৃহীত উত্তর নিম্ন লেখচিত্রতে দেয়া হল।

চিত্র ৪.১৮: ফলো-আপ প্রশিক্ষণ প্রয়োজনীয়তা

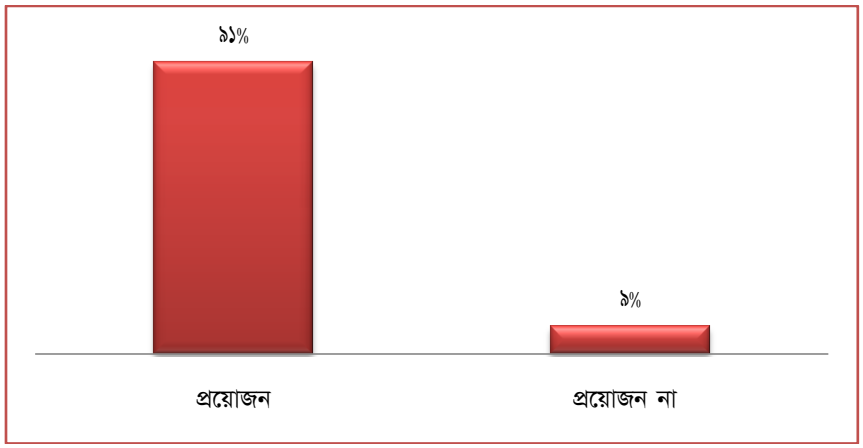

সংগৃহীত উত্তর থেকে দেখা গেছে ৯১% প্রশিক্ষণার্থী মনে করেন ফলো-আপ প্রশিক্ষণের প্রয়োজন ছিল। ৯% প্রশিক্ষণার্থী মনে করেন ফলো-আপ প্রশিক্ষণের প্রয়োজন ছিল না।

৪.২.৮ তৎকালীন সেবা প্রদানের জন্য প্রশিক্ষণের যথার্থতা

জরিপে প্রশ্ন ছিল "*প্রকল্পের আওতায় যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে ছিল তা তৎকালীন সেবা প্রদানের জন্য কি যথেষ্ট ছিল?*"

সংগৃহীত উত্তর নিম্ন লেখচিত্রতে দেয়া হল।

চিত্র ৪.১৯: তৎকালীন সেবা প্রদানের জন্য প্রশিক্ষণের যথার্থতা

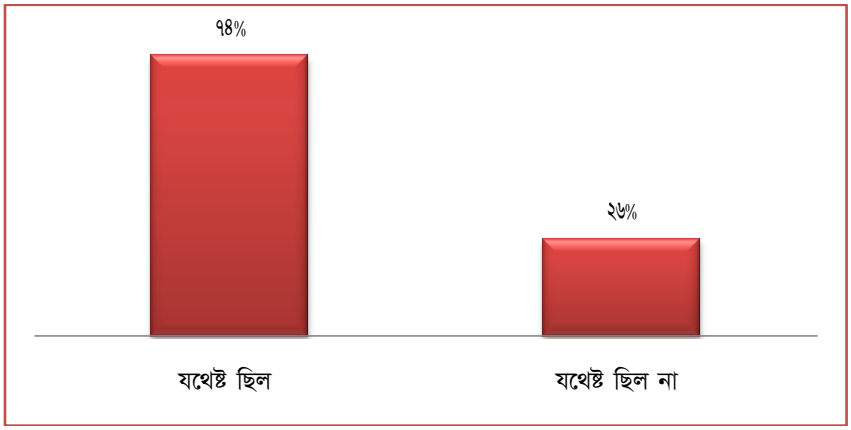

সংগৃহীত উত্তর থেকে দেখা গেছে ৭৪% প্রশিক্ষণার্থী মনে করেন SICT প্রকল্পের আওতায় যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছিল তা তৎকালীন সেবা প্রদানের জন্য যথেষ্ট ছিল। ২৬% প্রশিক্ষণার্থী মনে করেন প্রশিক্ষণ তৎকালীন সেবা প্রদানের জন্য যথেষ্ট ছিল না।

৪.২.৯ প্রতিদিনের কার্যক্রমে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার

জরিপে প্রশ্ন ছিল *"প্রশিক্ষণের পুর্বে প্রতিদিনের কার্যক্রমের কত ভাগ কাজ তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে করতেন? প্রশিক্ষণের পরে প্রতিদিনের কার্যক্রমের কত ভাগ কাজ তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে করেন?"*

সংগৃহীত উত্তর নিম্ন লেখচিত্রতে দেয়া হল।

চিত্র ৪.২০: প্রতিদিনের কার্যক্রমে আইসিটির ব্যবহার

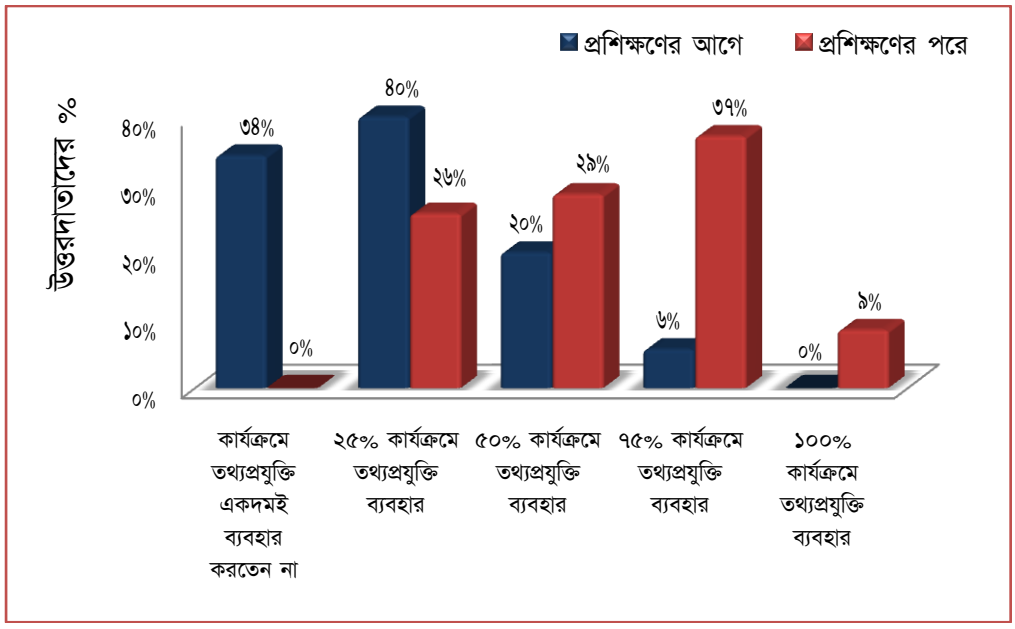

সংগৃহীত উত্তর থেকে দেখা গেছে প্রশিক্ষণের পূর্বে ৩৪% কর্মকর্তা প্রতিদিনের কোনও কাজই তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে করতেন না। ৪০% কর্মকর্তা প্রতিদিনের কার্যক্রমের ২৫% কাজ তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে করতেন, ২০% কর্মকর্তা প্রতিদিনের কার্যক্রমের ৫০% কাজ তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে করতেন, ৬% কর্মকর্তা প্রতিদিনের কার্যক্রমের ৭৫% কাজ তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে করতেন এবং কোন কর্মকর্তাই প্রতিদিনের কার্যক্রমের ১০০% তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে করতেন না।

প্রশিক্ষণ প্রদানের পরে সব কর্মকর্তা প্রতিদিনের কার্যক্রম তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে করেন। তার মধ্যে, ৯% কর্মকর্তা প্রতিদিনের কার্যক্রমের ১০০% তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে করেন, ৩৭% কর্মকর্তা প্রতিদিনের

কার্যক্রমের ৭৫% তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে করেন, ২৯ % কর্মকর্তা প্রতিদিনের কার্যক্রমের ৫০% তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে করেন এবং ২৬% কর্মকর্তা প্রতিদিনের কার্যক্রমের ২৫% তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে করেন।

৫ আলোচনার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ (গুণগত তথ্য)

৫.১ মূল তথ্যদাতাদের সাথে সাক্ষাৎকার (Key Informant Interviews)

SICT প্রকল্পের প্রাক্তন কর্মকর্তা ও প্রকল্পের আওতায় সাব-প্রজেক্ট সমূহের বাস্তবায়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত প্রকল্প পরিচালক এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। মূলতথ্যদাতাদের সাথে সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্য ছিল কর্মসূচির উদ্দেশ্য অর্জনে সফলতা বা ব্যর্থতার কারণসমূহ শনাক্ত করা, প্রকল্প ও সাব -প্রজেক্ট বাস্তবায়নে কি কি অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিল সেগুলো চিহ্নিত করা, প্রকল্পের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব চিহ্নিত করা, ইত্যাদি।

বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়, যেমন:

- SICT প্রকল্পের মাধ্যমে সরকারের নিয়মিত কাজকর্মে দক্ষ পরিবেশ তৈরি হয়েছে কি না?
- SICT প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ কার্যকরী হয়েছিল কি না ?
- SICT প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় কী ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিল? কী উপায়ে এসব অসুবিধা কাটিয়ে উঠা সম্ভব হয়েছে?
- প্রকল্পের ধারাবাহিকতা অর্জনের জন্যে কি কি বিষয় প্রভাবক হিসেবে ভূমিকা পালন করেছিল, ইত্যাদি।

মূল তথ্যদাতাদের সাথে সাক্ষাৎকারের ফলে বেশ কিছু মূল তথ্য ও মতামত পাওয়া গেছে যা নিচে দেওয়া হল।

- ✓ SICT প্রকল্পের আওতায় সাব-প্রজেক্ট বাস্তবায়নের ফলে কর্মকর্তাদের মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তির প্রতি ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তুলতে পেরেছে।
- ✓ সাব-প্রজেক্টসমূহের Terms & Reference প্রণয়নের সময় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সভা করতে হয়। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের উর্ধতন কর্মকর্তাদের সাথে সভা করার জন্য সময় পাওয়াটা অনেকটা দুরূহ ছিল। এছাড়াও বে শিরভাগ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়ে থাকায় সেখানে প্রবেশের অনুমতি পেতে বেশ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে।
- ✓ SICT প্রকল্পের আওতায় ৩৯ টি সাব-প্রজেক্ট বাস্তবায়িত হয়েছে। এই সমস্ত সাব-প্রজেক্ট বাস্তবায়নকালে অতি সীমিত জনবল দ্বারা সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে মালামাল এবং সেবা সংগ্রহে র কর্মকাণ্ডে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে।
- ✓ প্রকল্পের সীমিত ও কারিগরিভাবে দক্ষ জনবলের অভাবে প্রকল্পে নিয়োজিত পরামর্শকগণের কার্যাবলি যাচাই করা সম্ভব হয় নাই।
- ✓ কোন কোন মন্ত্রনালয়ের TOR একবার চূড়ান্ত করে SICT কর্তৃক কার্যাদেশ দেয়ার পর মন্ত্রণালয়ের উর্ধতন কর্মকর্তার পরিবর্তনের কারণে TOR পুঃনসংশোধন/পরিবর্ধন করে পুনরায় টেন্ডারের মাধ্যমে কার্যাদেশ প্রদানে কোন কোন ক্ষেত্রে কালক্ষেপণ হয়েছে।
- ✓ একটি সাব-প্রজেক্ট বাস্তবায়নের সময় একজন বিক্রেতা/সরবরাহকারী মামলা করার করণে হাইকোর্ট কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা জারী করে। ফলে উল্লেক্ষিত সাব-প্রজেক্টির চূড়ান্ত সমাপ্তির প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে প্রায় ৪ (চার) বছর বিলম্ব হয়েছে।
- ✓ SICT প্রকল্পের ১০ বছর মেয়াদের মধ্যে ৬ জন প্রকল্প পরিচালক কর্মরত ছিলেন। তার মধ্যে ১ জন চার বছর, ১ জন তিন বছর, ১ জন এক বছর ছিলেন এবং বাকি সবাই ১ বছরের কম মেয়াদে খন্ডকালীন (additional charge) ভাবে নিয়োজিত ছিলেন।
- ✓ SICT প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে কোন মা স্টার প্ল্যান বা বিস্তারিত সমীক্ষা করা হয় নাই ফলে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় / বিভাগসমূহে প্রকৃত প্রয়োজন ভিত্তিক (need based) বিশ্লেষণের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ প্রকল্প প্রণয়ন করা যায় নি। বস্তুত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে অলোচনার মাধ্যমে সংক্ষিপ্ত

আকারে এই প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছিল যা কর্মকর্তাদের মূলত কম্পিউটার, ল্যান, ইন্টারনেট ব্যবহারের আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যে ছিল।

মুক্ত আলোচনায় প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের সফলতা ও ব্যর্থতার কারণসমূহ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে সময় উপযোগী অবকাঠামো প্রদান, ইন্টারনেট ফ্যসিলিটি এবং বেশিরভাগ (৬০%) কর্মকর্তার তথ্যপ্রযুক্তির প্রতি ইতিবাচক মনোভাব গড়া ছিল প্রকল্পের সবচেয়ে সফল দিক। অপরদিকে, ৭৫% কর্মকর্তা মনে করেন কারিগরি প্রশিক্ষণের স্বল্পতা, ৭০% মনে করেন যন্ত্রপাতি সমস্যা সমাধানে সহায়তার অভাব এবং ৬০% মনে করেন প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের অভাব, ছিল প্রকল্পের ব্যর্থতার কিছু মূল কারণ।

চিত্র ৫.১: প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনে সফলতা বা ব্যর্থতার কারণ সমূহ

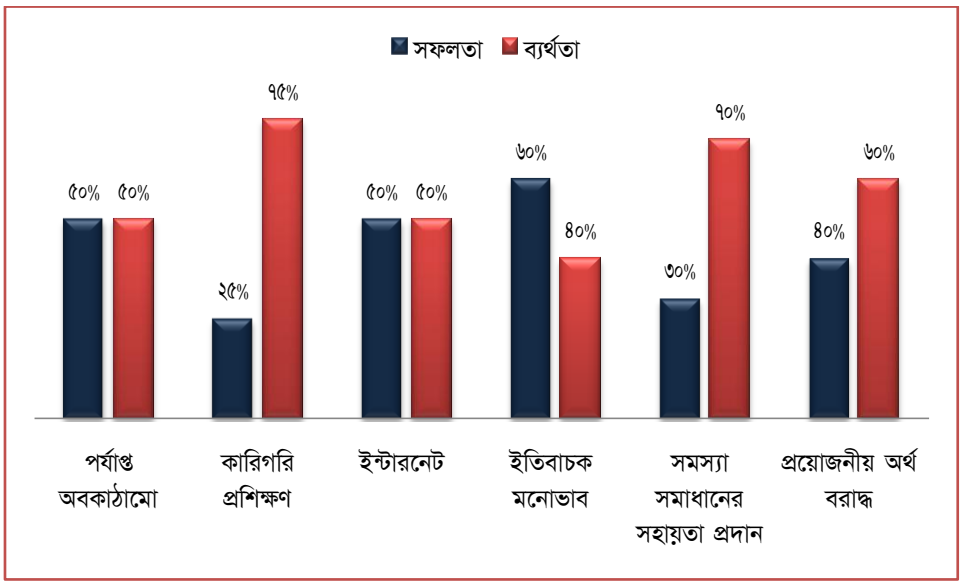

SICT প্রকল্পের ম্যধমেই সরকারি পর্যায়ে প্রাথমিকভাবে তথ্যপ্রযুক্তির যাত্রা শুরু হয়েছিল। তথ্যপ্রযুক্তি প্রকল্প ও কর্ম পরিকল্পনার উদ্যোগ নেয়া এবং সর্ব ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধিতে SICT প্রকল্পের অবদান অপরিসীম কিন্তু কারিগরি প্রশিক্ষনের অভাব, প্রকল্পের আওতায় ওয়েবসাইট গুলো পরবর্তীতে রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করা, দক্ষ কর্মী না থাকায়, পর্যাপ্ত প্রয়োজনীয় সুবিধা প্রদান করতে না পারায় ও যন্ত্রপাতি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের ওপর নিয়ন্ত্রন না থাকায় সার্ভিসিং সহায়তা যথেষ্ট পরিমাণ না থাকায় এবং কর্মকর্তাদের নিজেদের তথ্যপ্রযুক্তি কর্মদক্ষতা অভাবের কারণে কাজের গুণগত মান ধরে রাখা সম্ভাব হয় নাই।

তদুপরি, SICT প্রকল্প দেশের নীতি নির্ধারণি প্রতিষ্ঠানসমূহের উদ্বুদ্ধকরণ, শক্তি বৃদ্ধিকরণ এবং উন্নত আন্তঃসংযোগ ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে আরও দক্ষ ও স্বচ্ছ প্রশাসন ব্যবস্থার উন্নয়ন করেছে এবং সার্বিকভাবে তথ্যপ্রযুক্তি সেবার মান উন্নয়নে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে সহায়তা করেছে।

৫.২ ফোকাস গ্রুপ আলোচনা

বিভিন্ন পটভূমির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপকারভোগীদের SICT প্রকল্পের উপর মতামত সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ৪ টি ফোকাস গ্রুপ আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়। আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন সরকারি কর্মকর্তা, কর্মচারি, কমিউনিটি নেতা, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষক ইত্যাদি। ফোকাস গ্রুপ আলোচনা থেকে সংগ্রহিত তথ্য নিম্নবর্ণিত সারণীতে দেওয়া হল।

সারণী ৫.১ – ফোকাস গ্রুপ আলোচনার অবস্থান ও অংশগ্রহণকারী

	তারিখ	অবস্থান	অংশগ্রহণকারী সংখ্যা
ফোকাস গ্রুপ আলোচনা	১৩ এপ্রিল ২০১৬	কুমিল্লা ডিসি কার্যালয়	৩৯
	১৭ এপ্রিল ২০১৬	শেরপুর ডিসি কার্যালয়	৫
	১৮ এপ্রিল ২০১৬	রাজশাহি সিটি কর্পোরেশন	৭
	২১ এপ্রিল ২০১৬	জামালপুর ডিসি কার্যালয়	১০

SICT প্রকল্পের উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপকারভোগীদের মতামত সংগ্রহ করা ছিল ফোকাস গ্রুপ আলোচনার উদ্দেশ্য। বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়, যেমন:

- SICT প্রকল্প বাস্তবায়নের পরে কি কি সুবিধা পা ওয়া গেছে বা কি কি অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে;
- SICT প্রকল্প মাধ্যমে সরকারের নিয়মিত কাজকর্মে দক্ষ পরিবেশ তৈরি হয়েছে কি না;
- SICT প্রকল্পের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব কি কি ছিল;
- এই ধরনের তথ্যপ্রযুক্তি কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং উন্নতিকরনে কোনো পরামর্শ আছে কি না;
- ইত্যাদি।

ফোকাস গ্রুপ আলোচনা ও স্থানীয় কর্মশালার ফলে বেশ কিছু মূল তথ্য ও মতামত পাওয়া গেছে যা নিচে দেয়া হল:

- ✓ SICT প্রকল্পের আওতায় সাব -প্রজেক্ট বাস্তবায়নের ফলে কর্মকর্তাদের মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তির প্রতি ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তুলতে পেরেছে।
- ✓ SICT প্রকল্পের আওতায় সরবরাহকৃত যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়ে যাওয়ার পরে বিভিন্ন কারণে আর প্রয়োজনীয় মেরামত করা যায় নি। মেরামত না করায় বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠানেই যন্ত্রপাতি আর ব্যবহৃত হয় নি। প্রয়োজনীয় মেরামত করতে না পারার কয়েকটি মূল কারণ হল:
  - ➢ মেরামতের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ না থাকা;

- চুক্তির শেষে যন্ত্রপাতি সরবরাহকারীদের কাছ থেকে অবশ্যক টেকনিকাল সহযোগিতা না পাওয়া;
- প্রতিষ্ঠানে টেকনিকাল কর্মিবৃন্দের অভাব ছিল যারা ছোটখাটো মেরামত নিজেরাই করে দিতে পারতো;
- ঢাকার বাইরের প্রতিষ্ঠানে নিকটস্থ কোন কম্পিউটার মেরামতের ব্যবস্থা না থাকা।

✓ SICT প্রকল্পের আওতায় সরবরাহকৃত সফটওয়্যার অনেক প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় আপডেটিং না করার কারণে আর ব্যবহৃত হয় নাই। এখানেও প্রতিষ্ঠানে টেকনিকাল কর্মিবৃন্দের অভাবের কারণে এবং চুক্তির শেষে সফটওয়্যার সরবরাহকারীদের কাছ থেকে আবশ্যক টেকনিকাল সহযোগিতা না পাওয়ায় প্রয়োজনীয় আপডেটিং করা যায় নি।

✓ SICT প্রকল্পের আওতায় কারিগরি প্রশিক্ষণ কর্মকর্তাদের তথ্যপ্রযুক্তির প্রতি আরো আগ্রহী করে তুলতে পেরেছে।

✓ সরবরাহকৃত সফটওয়্যার "user friendly" করলে প্রশিক্ষণ ছাড়াই কার্যক্রমে আরো ইতিবাচক প্রভাব পাওয়া যেতো।

✓ তথ্যপ্রযুক্তি যন্ত্রপাতির জন্যে পর্যাপ্ত "security system", যেমন, firewall, licensed anti-virus software, ইত্যাদি, সরবরাহ করা উচিৎ ছিল।

৫.৩ স্থানীয় কর্মশালা

বিভিন্ন পটভূমির পরোক্ষ উপকারভোগীদের SICT প্রকল্পের উপর মতামত সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ১ টি স্থানীয় কর্মশালার ব্যবস্থা করা হয়। কর্মশালাটি শ্যামলী, ঢাকাতে অবস্থিত ইউরোপিয়ান ইউনিভারসিটি অফ বাংলাদেশে, ২৭ এপ্রিল ২০১৬ তে আয়োজন করা হয়। আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন সরকারি কর্মকর্তা, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, ইত্যাদি। ৪১ জন উপকারভোগী স্থানীয় কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

স্থানীয় কর্মশালা থেকে কিছু মূল তথ্য ও মতামত পাওয়া গেছে যা নিচে দেওয়া হল:

✓ পরোক্ষ উপকারভোগীদের মতামত ছিল যেনো আরো এই ধরনের তথ্যপ্রযুক্তি ভিত্তিক উদ্যোগ নেওয়া হয় যা দ্বারা সাধারণ নাগরিক সরকারি সেবা আরো সহজে পেতে পারে।

✓ সরকার তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে যে সব সেবা দিচ্ছে সেগুলো নাগরিকদের অবগতির জন্যে গনমাধ্যমে প্রচার করা উচিৎ।

✓ কিছু কিছু অনলাইন সরকারি সেবা পেতে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় যখন অনেক জন একই সাথে একই তথ্য নেওয়ার চেষ্টা করে। যেমন পরিক্ষার ফলাফলের জন্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের Online Public Examinations Results and Education Statistics সফটওয়্যারটিতে ফলাফল প্রকাশের পর প্রবেশ করতে খুব সমস্যা হয়।

✓ হালনাগাদ করা তথ্য সরকারি অয়েবসাইটে থাকা উচিৎ।

৬ প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন

৬.১ প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা ও প্রাসঙ্গিকতা

২০০২ সালে SICT প্রকল্প বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেওয়া হয়। দেশের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগে ই-সরকার প্রতিষ্ঠা করে সরকারের দক্ষতা বৃদ্ধি ও জনসাধারণকে যথাযথ সেবা প্রদান করা তখন জরুরী ও অত্যাবশ্যক ছিল। এতে জনসাধারণ যেমন সহজেই সেবা ও তথ্য অনলাইন মাধ্যমে পেতে পারবে এবং রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হতে সমর্থ হবে, তেমনি করে এর ফলে সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতাও নিশ্চিত হবে। এই আলোকে SICT প্রকল্প বাস্তবায়ন করা খুবই প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে সরকারের ই-গভর্নেন্স উদ্যোগ বাস্তবায়নে সহায়তা করার জন্য SICT প্রকল্পের নকশা (Project Design) করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে ২০০৮ সালে নতুন সরকার তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষমতা শক্তিশালীকরণ এবং "ডিজিটাল বাংলাদেশ" ভিশনের উপর সবচেয়ে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। তদনুসারে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী তথ্যপ্রযুক্তি নীতি ২০০৯ সালে সংশোধন করা হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে, এটা পরিলক্ষিত হয় যে SICT প্রকল্পের প্রাসঙ্গিকতা বর্তমান বাংলাদেশ সরকারের অগ্রাধিকার এবং নীতিমালা, বিশেষত "ডিজিটাল বাংলাদেশ" গঠনের অনুকূলে রয়েছে।

প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করার জন্যে SICT প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন সাব-প্রজেক্টের উপকারভোগীদের এবং প্রশিক্ষণার্থীদের জরিপ করা হয়েছে এবং SICT প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট প্রাক্তন কর্মকর্তা ও সাব-প্রজেক্টের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাৎকার করা হয়েছে। এছাড়াও ফোকাস গ্রুপ আলোচনা এবং স্থানীয় কর্মশালা দ্বারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপকারভোগীদের মতামত নেওয়া হয়েছে।

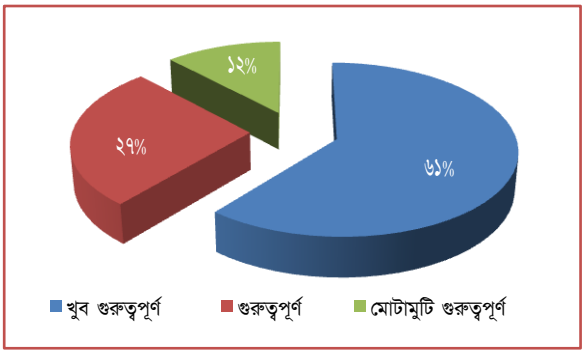

উপকারভোগীদের জরিপে দেখা গেছে সব উত্তরদাতাই SICT প্রকল্পের আওতায় কোন না কোন সেবা গ্রহণ করেছেন। জরিপের মাধ্যমে আ রো পাওয়া গেছে যে বেশির ভাগ উত্তরদাতা মনে করেন যে SICT প্রকল্প প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ২০০২ থেকে ২০০৮ সালের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। জরিপে আরো দেখা গেছে যে SICT প্রকল্পের আগে সরকারি সেবা গ্রহ ণে বেশির ভাগ নাগরিকেরই অসুবিধার সম্মুখীন হতে হত।

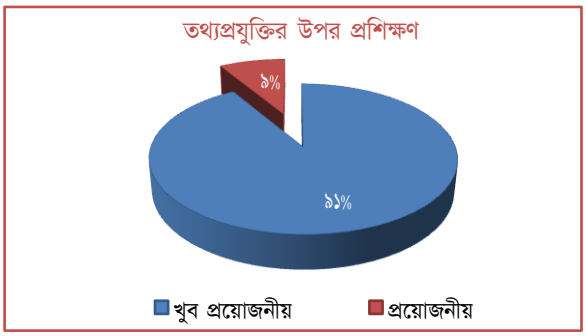

সাব-প্রজেক্টের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাৎকারে জানা গেছে যে SICT প্রকল্পের আওতায় সাব-প্রজেক্ট বাস্তবায়নের ফলে কর্মকর্তাদের মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তির প্রতি ইতিবাচক মনোভাব গড়া ছিল প্রকল্পের সবচেয়ে সফল দিক। ফোকাস গ্রুপ আলোচনা থেকেও একই তথ্য পাওয়া গেছে।

সংগৃহীত তথ্যের আলোকে এটা নির্ধারণ করা যেতে পারে যে SICT প্রকল্প বাস্তবায়ন করা সরকারের জন্য, সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য এবং সাধারণ নগরিকদের জন্য খুবই প্রয়োজনীয় ছিল।

৬.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ছিল:

- ✓ দেশে অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা, তথ্যপ্রযুক্তি খাতের উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করা এবং কার্যকর ও দক্ষ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করা।
- ✓ উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও তথ্যপ্রযুক্তি সম্পর্কিত ইন্টিগ্রেটেড প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের জন্য সহায়তা প্রদান করা।
- ✓ সরকারের গতিশীলতা এবং দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ই-গভার্নেন্স ব্যবস্থা চালু করা ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
- ✓ তথ্যপ্রযুক্তি খাতে আরো অংশগ্রহণের লক্ষ্যে এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষের অনুপ্রেরণা জোরদার করার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি ও পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করা।

কর্মসূচির উদ্দেশ্য অর্জন হয়েছিল কিনা সেটা সংগৃহীত তথ্য দ্বারা বিশ্লেষণ করা যায়। কর্মসূচির আওতায় ৩৯ টি সাব-প্রজেক্ট বাস্তবায়ন করা হয় যার মূল উদ্দেশ্য ছিল তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে সরকারি প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা বৃদ্ধি করা। তথ্যপ্রযুক্তি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করাও ছিল কর্মসূচির এক মূল উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য অনুযায়ী বিভিন্ন কর্মসূচির ও পাইলট প্রকল্পও গ্রহণ করা হয়েছে। সরকারি প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছিল কিনা এবং বিভিন্ন কর্মসূচি ও পাইলট প্রকল্প সফল হয়েছিল কিনা তার বিশ্লেষণ নিম্নে করা হয়েছে।

৬.২.১ প্রতিষ্ঠানসমূহের দক্ষতা বৃদ্ধি

উপকারভোগীদের জরিপে দেখা গেছে বেশির ভাগ উত্তরদাতা মনে করেন যে ২০০২ থেকে ২০০৮ সালের পরিপ্রেক্ষিতে, SICT প্রকল্পের মাধ্যমে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে সরকারি ই-সেবা দেয়া এবং সরকারের নিয়মিত কাজকর্মের দক্ষ পরিবেশ সৃষ্টি করার লক্ষ্য অর্জন করতে SICT প্রকল্পটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেয়েছে।

প্রশিক্ষণার্থীদের জরিপে জানা গেছে যে বেশির ভাগ প্রশিক্ষণার্থী মনে করেন প্রশিক্ষণের ফলে কর্মক্ষেত্রে উন্নতি সাধান হয়েছিল। প্রশিক্ষণার্থীদের জরিপে আরও দেখা যায় যে প্রশিক্ষণের কারণে কর্মকর্তাদের তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।

সংগৃহীত তথ্যের আলোকে এটা নির্ধারণ করা যেতে পারে যে SICT প্রকল্প বাস্তবায়ন করার ফলে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে যা ছিল SICT প্রকল্পের এক মূল উদ্দেশ্য।

৬.২.২ প্রকল্প ছাড়া **(without SICT Programme)** এবং প্রকল্প সহ **(with SICT Programme)** ই-সেবার তুলনা

SICT প্রকল্প পূর্ণাঙ্গভাবে বিশ্লেষণের জন্য তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক কার্যক্রমের পূর্বের অবস্থা এবং SICT প্রকল্প গ্রহণের পরের অবস্থাসমূহ বিশ্লেষণ করা যায়।

গুণগতভাবে অবস্থান নির্ণয়ের জন্য নিম্ন বর্ণিত বিষয় বিবেচনা করা যায়।

- কীভাবে জনসাধারণ ও প্রতিষ্ঠানসমূহ তথ্যপ্রযুক্তি সিস্টেম ব্যবহার করা ছাড়া যোগাযোগ করে? উদাহরণস্বরূপ, তথ্যপ্রযুক্তি সিস্টেম পর্যাপ্ত পরিমাণে না থাকার কারণে ই-সরকারি সেবা গ্রহণের জন্য অনেককে তার প্রতিবেশী বা দূরবর্তী স্থানে যাতায়াত করতে হয়।
- কীভাবে প্রকল্পের কার্যক্রম তাদের যোগাযোগের ব্যবস্থা পরিবর্তন করেছে?

- যে সব অফিস প্রথমবারের মত তথ্যপ্রযুক্তি কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হয় তাদের যোগাযোগের দূরত্ব কমানোর প্রভাব কী? প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে সরকারের সেবা গ্রহণ করার জন্য গড় খরচ এবং সময় সাশ্রয়ের অবস্থান।
- কর্মকর্তাদের মধ্যে প্রথমবারের মত তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবস্থার উন্নয়নের অভিজ্ঞতার অবস্থান।

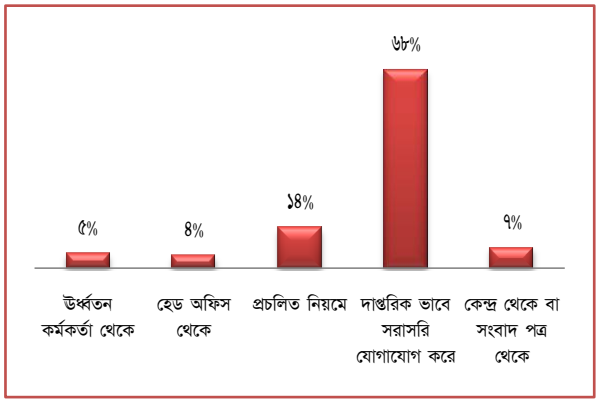

উপরোক্ত বিষয় বিবেচনায় নিয়ে পরামর্শক কর্তৃক প্রয়োজনীয় প্রশ্নমালা তৈরি করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট উত্তরদাতার সাক্ষাতকার গ্রহণ করা হয় যা থেকে প্রতীয়মান হয় যে প্রকল্প না থাকা কালীন অবস্থায় বেশির ভাগ উত্তরদাতা সরকারি সেবার জন্য অফিসিয়াল উৎস অথবা সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে গ্রহণ করতেন, কিছু উত্তরদাতা বিদ্যমান সিস্টেম ব্যবহারের মাধ্যমে এবং অবশিষ্টরা তাদের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট অফিসের মাধ্যমে অথবা দৈনিক পত্রিকা থেকে তথ্য সংগ্রহ করতেন।

তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, SICT প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে সেবা প্রাপ্তির জন্য যেখানে গড়ে ৩৮ ঘণ্টা সময় লাগত সেখানে প্রকল্প বাস্তবায়নের পর মাত্র ১০ মিনিট সময় লাগে। সেবা প্রাপ্তির জন্য প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে যেখানে গড়ে খরচ পড়ত ৩০০ টাকা সেখানে প্রকল্প বাস্তবায়নের পর ব্যয় হয় মাত্র ১০ টাকা।

সংগৃহীত তথ্যের আলোকে এটা নির্ধারণ করা যেতে পারে যে SICT প্রকল্প বাস্তবায়ন করার ফলে সরকারের গতিশীলতা এবং দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে ও নাগরিকরা সহজে ও কম খরচে সেবা পাচ্ছে। SICT প্রকল্পের এক উদ্দেশ্য, সরকারের গতিশীলতা এবং দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ই-গভার্নেন্স ব্যবস্থা চালু করা সফল হয়েছে।

৬.২.৩ প্রকল্পের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব

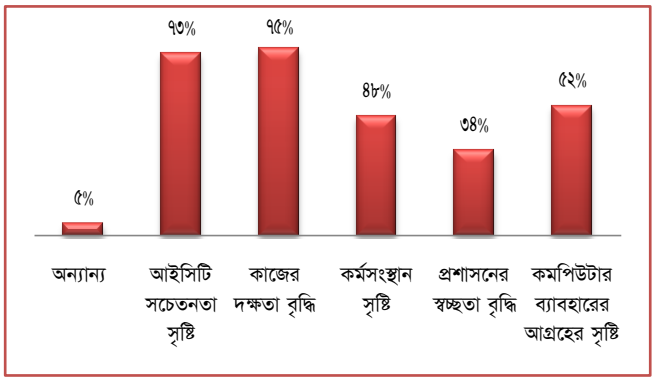

উপকারভোগীদের জরিপে দেখা গেছে বেশির ভাগ উপকারভোগী মনে করেন ২০০২ থেকে ২০০৮ সালের পরিপ্রেক্ষিতে কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি ছিল SICT প্রকল্পের সবচেয়ে বড় প্রত্যক্ষ প্রভাব। এছাড়াও তথ্যপ্রযুক্তির সচেতনতা সৃষ্টি ছিল অনেক উপকারভোগীর মতে একটি মূল প্রত্যক্ষ প্রভাব।

উপকারভোগীদের জরিপে দেখা গেছে বেশির ভাগ উপকারভোগী মনে করেন কমপিউটার ব্যবহারের প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়া ছিল SICT প্রকল্পের সবচেয়ে বড় পরোক্ষ প্রভাব।

জরিপ থেকে পরিলক্ষিত হয় যে, SICT প্রকল্প সরকারের বিভিন্ন স্তরে কর্মীদের মাঝে তথ্যপ্রযুক্তি প্রয়োগের সচেতনতা, দক্ষতা এবং আধুনিকায়নে সক্ষম হয়েছে। বিস্তৃত মাল্টিমিডিয়া সুবিধা এবং প্রকল্পের অন্যান্য উদ্ভাবনী উদ্যোগের সুদূরপ্রসারী এবং উল্লেখযোগ্য প্রভাব আছে বলে আশা করা যায়। ২০০২ থেকে ২০০৮ সালের মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তি প্রকল্পের সচেতনতার মাধ্যমে বিভিন্ন সংস্থার অল্পবয়সি কর্মীদের মধ্যে কম্পিউটার ব্যবহারের আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারি প্রশাসনের কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকারি সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে জনসাধারণের প্রবেশাধিকার সহজতর হয়ে উঠেছে। শুধুমাত্র তা নয় পৃথিবীব্যাপী জ্ঞান-বিজ্ঞান, অর্থ-বাণিজ্যসহ শিক্ষা-

সংস্কৃতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে যে বিশ্বায়ন হতে চলেছে সেটাতেও জনসাধারণের প্রবেশাধিকার সহজতর হয়েছে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে ডিজিটালাইজেশনের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। ২০০৮ সালে সরকার পরিবর্তন এবং ডিজিটাল বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতি বিশেষকরে ই-সরকার এবং এরকম অন্যান্য প্রকল্পের বাস্তবায়নের মাধ্যমে তথ্যপ্রযুক্তি সিস্টেম ব্যবহারকে আরো গতিশীল করেছে। অনেক কার্যক্রম বাড়ানো হয়েছে এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই অবস্থায় অনুভূত হয় যে SICT প্রকল্পের প্রভাব যথেষ্ট টেকসই ছিল।

সংগৃহীত তথ্যের আলোকে এটা নির্ধারণ করা যেতে পারে যে SICT প্রকল্পের উদ্দেশ্য অনুযায়ী তথ্যপ্রযুক্তি খাতে আরো অধিক অংশগ্রহণ হয়েছে এবং অনুপ্রেরণা জোরদার হয়েছে। ই-গভার্নেন্স মাধ্যমে সরকারি কার্যক্রমে আরও স্বচ্ছতা এসেছে।

৬.৩ প্রকল্পের কার্যকারিতা

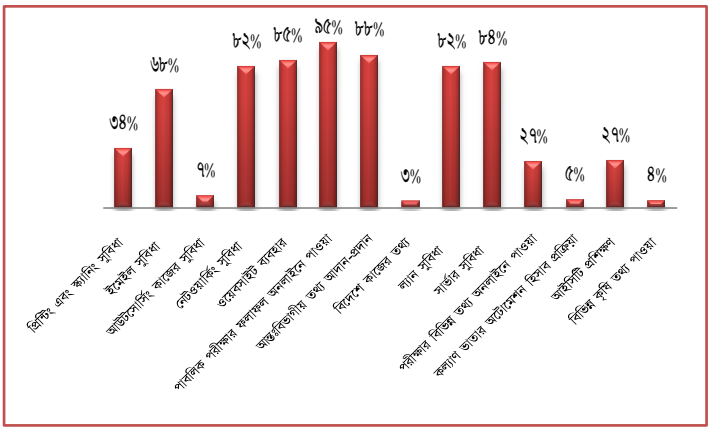

জরিপ ও সাক্ষাৎকারের সময় উত্তরদাতাদের প্রশ্ন করা হয়েছিল SICT প্রকল্প থেকে কী ধরনের সেবা দ্বারা তারা উপকৃত হয়েছে। সংগৃহীত তথ্য আনুযা য় বেশির ভাগ উত্তরদাতা পরীক্ষা সমূহের ফলাফল ই-সেবার মাধ্যমে গ্রহণ করেন। তাছারা যে সব সেবা নেয়া হয় তা হল, আন্তঃবিভাগীয় তথ্য আদান প্রদান , ওয়েবসাইট ব্যবহার, সার্ভার সুবিধা, নেটওয়ার্ক সুবিধা, ইমেইল সুবিধা, প্রিন্টিং ও স্ক্যানিং সুবিধা এবং তথ্যপ্রযুক্তি ট্রেনিং সুবিধা।

উত্তরদাতাদের আ রো প্রশ্ন করা হয়েছিল যে প্রকল্প বাস্তবায়নের পর সরকারের পক্ষ থেকে ই-সার্ভিস পাওয়া সহজ হয়েছে কিনা এবং তার কার ণ কী? উত্তরদাতাদের মতে SICT প্রকল্প বাস্তবায়নের পর নিম্ন বর্ণীত কারণসমূহের জন্য তথ্য পাওয়া খুব সহজ হয়েছে:

- ন্যূনতম সময় এবং খরচে তথ্য পাওয়া।
- বিভিন্ন ধরনের ফরমের সহজলভ্যতা এবং অনলাইনে পূরণ।
- নেটওয়ার্কিং সুবিধা।
- কম্পিউটার, সার্ভার, নেটওয়ার্ক এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রিন্টিং ও ডেটা শেয়ারিং।
- তথ্যপ্রযুক্তি পরিবেশ ব্যবহারের মাধ্যমে কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি।

তবে বেশ কিছু উত্তরদাতাদা উল্লেখ করেন যে পরিস্থিতির তেমন পরিবর্তন হয় নি। এটা হতে পারে মূলত তথ্যপ্রযুক্তি ট্রেনিং এর ঘাটতি, সুপারভাইজারদের সহায়তা অভাব, সরঞ্জাম রক্ষণাবেক্ষণ এবং স্টেশনারি প্রকিউরমেন্ট সহ কম্পিউটার ব্যাবহারের আস্থার অভাব।

এটা উল্লেখ করা যেতে পারে যে, প্রকল্প বাস্তবায়নে নিযুক্ত মন্ত্রণালয়/ এজেন্সিসমূহ সরাসরি লাভবান হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় তথ্যপ্রযুক্তি সরঞ্জাম সরবরাহ করা হয়েছে এবং সিস্টেমের নির্বিঘ্ন কাজের জন্য নেটওয়ার্কিং, ওয়েবসাইট, অফিস অটোমেশন, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। যদিও উপরোক্ত উদ্দেশ্যসমূহ অনেকাংশেই পরিপূর্ণ হয়েছিল কিন্তু নিম্নরূপ কিছু ব্যর্থতাও পরিলক্ষিত হয়েছে:

- এক্সিকিউটিভ সহায়তার অভাব (প্রধানত কর্মকর্তাদের ঘনঘন বদলি)।
- ডেডিকেটেড ইন্টারনেট গতি সহ যোগাযোগ পরিকাঠামোর অভাব।

- অপর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ সুবিধা।
- রাজস্ব বাজেটের আওতায় তথ্য প্রযুক্তি সরঞ্জামের অপারেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণে অসুবিধা।

৬.৪ প্রকল্পের সক্ষমতা, দুর্বলতা, সুযোগ ও হুমকি

৬.৪.১ প্রকল্পের সক্ষমতা

প্রকল্পের সক্ষমতা বিশ্লেষণের জন্য উত্তরদাতাদের মতামত জানতে চাওয়া হয়েছিল।

বিভিন্ন উত্তরদাতা বিভিন্নভাবে উত্তর দিয়েছিলেন। সংক্ষেপে উত্তরদাতাদের মতামত নিম্নে দেখানো হলঃ

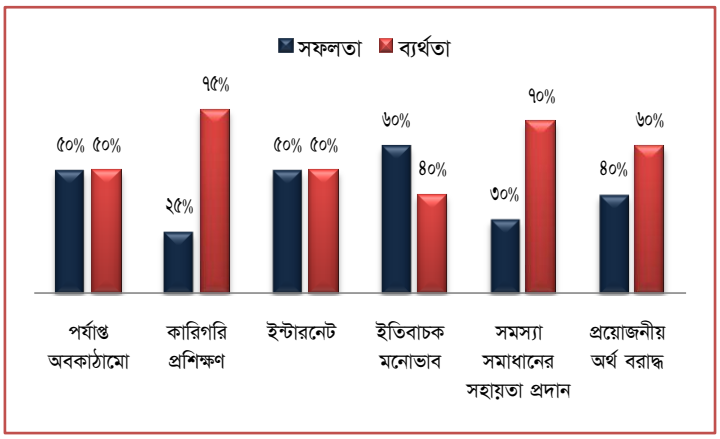

- ✓ সরকারি অফিসে কর্ম পরিবেশ তৈরি হয়েছে যা সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে সাহায্য করেছে।
- ✓ দেশে অনুকূল পরিবেশ তৈরি, তথ্যপ্রযুক্তি খাতের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন এবং কার্যকর ও দক্ষ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তথ্যপ্রযুক্তি সিস্টেম ব্যবহার সৃষ্টি হয়েছে।
- ✓ তথ্যপ্রযুক্তি সিস্টেম ব্যবহার এবং কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে।
- ✓ সর্বনিম্ন সময়ে তথ্য সরবরাহের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।
- ✓ সফটওয়্যার, কম্পিউটার হার্ডওয়্যার, ইন্টারনেট এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধাদি ব্যাবহারে সুবিধা বেড়েছে।

৬.৪.২ প্রকল্পের দুর্বলতা

দুর্বলতার বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের সময় উত্তরদাতারা বিভিন্নভাবে উত্তর দিয়েছেন। উত্তরদাতাদের প্রতিক্রিয়ার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ:

- রাজস্ব বাজেটের আওতায় স্টেশনারি ক্রয়সহ কম্পিউটার ও সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতিসমূহের মেরামত একটি উল্লেখযোগ্য সমস্যা।
- ধারাবাহিকভাবে কম্পিউটার প্রশিক্ষণের অভাব।
- প্রকল্প সমাপ্তির পর নিয়মিত ভাবে রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রয়োজন অনুযায়ী সিস্টেম এবং ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ।
- দক্ষ জনশক্তির অভাব।
- সরঞ্জাম সরবরাহকারীর উপর নিয়ন্ত্রণের অভাব।
- প্রকল্প পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষণের অভাব।
- প্রকল্পের ধারাবাহিকতার অভাব।

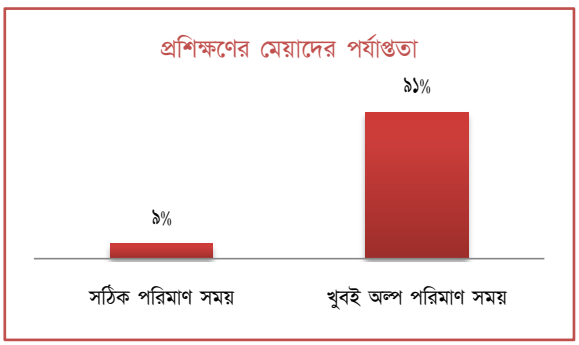

- প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতার অভাব।

বাস্তবতার আলোকে দেখা যায় যে SICT প্রকল্পের আওতায় বেশ কিছু সাব-প্রজেক্টে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের উপর অসাধারণ প্রভাব ছিল আর কিছু সাব-প্রজেক্টে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার অপর্যাপ্ত ছিল।

এছাড়াও কর্মসূচির প্রাক্তন কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনায় বেশ কিছু দুর্বল দিক শনাক্ত করা হয়েছে; যেমন:

- SICT প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে কোন মা স্টার প্ল্যান বা বিস্তারিত সমীক্ষা করা হয় নি ফলে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় / বিভাগসমূহে প্রকৃত প্রয়োজন ভিত্তিক (need based) বিশ্লেষণের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচি প্রণয়ন করা যায় নি। বস্তুত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে অলোচনার মাধ্যমে সংক্ষিপ্ত আকারে এই কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছিল যা কর্মকর্তাদের মূলত কম্পিউটার, ল্যান, ইন্টারনেট ব্যবহারের আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যে ছিল।
- SICT প্রকল্পের ১০ বছর মেয়াদের মধ্যে ৬ জন প্রকল্প পরিচালক কর্মরত ছিলেন। তার মধ্যে ১ জন চার বছর, ১ জন তিন বছর, ১ জন এক বছর ছিলেন এবং বাকি সবাই ১ বছরের কম মেয়াদে খন্ডকালীন (additional charge) ভাবে নিয়োজিত ছিলেন।
- প্রকল্পের বিভিন্ন সাব -প্রজেক্টের Terms & Reference নির্ধারণ করতে কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনেক সময় লেগেছে।
- সাব-প্রজেক্ট বাস্তবায়নকালে অতি সীমিত জনবল দ্বারা সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে মালামাল এবং সেবা সংগ্রহের জন্য কর্মকাণ্ডে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে।
- প্রকল্পের সীমিত ও কারিগরিভাবে দক্ষ জনবলের অভাবে প্রকল্পে নিয়োজিত পরামর্শকগণের কার্যাবলি যাচাই করা সম্ভব হয় নি।
- একটি সাব-প্রজেক্ট বাস্তবায়নের সময় একজন বিক্রেতা/সরবরাহকারী মামলা করার কা রণে হাইকোর্ট কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা জারি করে। ফলে উল্লেক্ষিত সাব-প্রজেক্টির চূড়ান্ত সমাপ্তির প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে প্রায় ৪ (চার) বছর বিলম্ব হয়েছে।

৬.৪.৩ প্রকল্পের সুযোগের দিক

- ভুমি জরিপের খারিজ, নামজারি, ভুমিকর, ইত্যাদি সহজীকরণের সুযোগ ছিল।
- শিল্পের ক্ষেত্রে যন্ত্রপাতির দাম, কাঁচামালের দাম, আমদানি রপ্তানির সুযোগ সুবিধা এবং দেশী বিদেশী বিনিয়োগের তথ্য জানার সুযোগ রয়েছে।
- BLRI এ গবেষণার মাধ্যমে বিভিন্ন রোগের ধরণ, চিকিৎসা এবং ঔষধের ব্যবহার বিধি জানার সুযোগ রয়েছে।
- গ্রামীন অবকাঠামো উন্নয়ন এবং সমবায়ের মাধ্যমে গ্রামীন জনগোষ্ঠীকে ঐক্যবধ্য করে সামাজিক উন্নয়নের গতি তরান্বিত করার সুযোগ আছে।
- Optical fiber এর মাধ্যমে জেলা/ উপজেলা পর্যায়েও আইসিটি ব্যবহারের ব্যপক সুযোগ ছিল।

৬.৪.৪ প্রকল্পের হুমকির দিক

- ভুমি রেকর্ডের তথ্য সঠিক না হলে মালিকানা হস্তান্তর একটি বিপদজনক অবস্থা।
- সঠিক তথ্যের অভাবে ফোন ব্যবহার করা অথবা বিদ্যুৎ কম ব্যবহার করেও টেলিফোন/ বিদ্যুৎ অস্বাভাবিক বিল ভোক্তার ঘাড়ে চাপতে পারে।
- Server হ্যাকিং বা কারিগরি ত্রুটি হলে PSC/ বোর্ডের ফলাফল প্রকাশে সমস্যা হতে পারে।

৬.৫ প্রকল্পের ধারাবাহিকতা

সাব-প্রজেক্টের উপকারভোগীদের জরিপে দেখা গেছে বেশির ভাগ উপকারভোগীর কর্মসূচি সমাপ্তির পর সেবা নিতে সমস্যা হচ্ছে না। তাদের মতে SICT প্রকল্পের ধারাবাহিকতা অর্জনের জন্যে যে মূল বিষয়গুলো ছিল সেগুলো হলো, তথ্যপ্রযুক্তির সচেতনতা সৃষ্টি, কারিগরি প্রশিক্ষণ, নতুন প্রযুক্তিগত অবকাঠামো ও সমস্যা সমাধানের সহায়তা প্রদান।

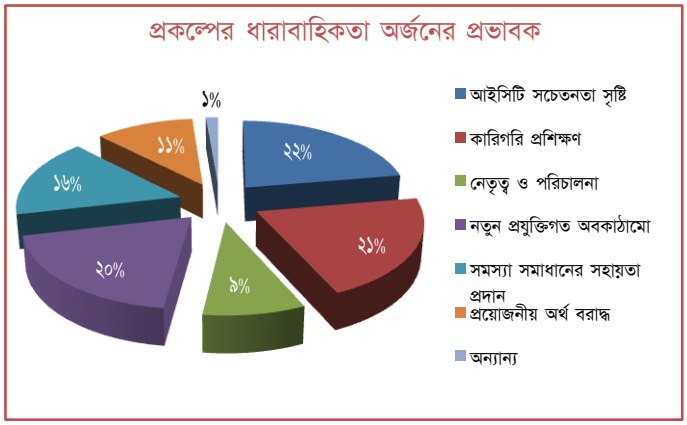

কিন্তু সাব -প্রজেক্টসমূহের বাস্তবায়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত প্রকল্পের পরিচালক এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনায় এবং ফোকাস গ্রুপ আলোচনায়, বেশ কিছু সমস্যার কথা জানা যায়, যেগু লোর জন্যে SICT প্রকল্পের ফলে যে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারে সাফল্য এসেছিল তার ধারাবাহিকতা ঠিক মত ধরে রাখা যায় নি। যে সমস্যাগুলো শনাক্ত করা হয়েছে সেগুলো হলো:

- ✓ SICT প্রকল্পের আওতায় সরবরাহকৃত যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়ে যাওয়ার পরে বিভিন্ন কারণে আর প্রয়োজনীয় মেরামত করা যায় নি। মেরামত না করায় বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠানেই যন্ত্রপাতি আর ব্যবহৃত হয় নি। প্রয়োজনীয় মেরামত করতে না পারার কয়েকটি মূল কারণ হল:
  - ➢ মেরামতের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ না থাকা;
  - ➢ চুক্তির শেষে যন্ত্রপাতি সরবরাহকারীদের কাছ থেকে অবশ্যক টেকনিকাল সহযোগিতা না পাওয়া;
  - ➢ প্রতিষ্ঠানে টেকনিকাল কর্মিবৃন্দের অভাব ছিল যারা ছোটখাটো মেরামত নিজেরাই করে দিতে পারতো;
  - ➢ ঢাকার বাইরের প্রতিষ্ঠানে নিকটস্থ কোন কম্পিউটার মেরামতের ব্যবস্থা না থাকা।
- ✓ SICT প্রকল্পের আওতায় সরবরাহকৃত সফটওয়্যার অনেক প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় আপডেটিং না করার কারণে আর ব্যবহৃত হয় নি। এখানেও প্রতিষ্ঠানে টেকনিকাল কর্মিবৃন্দের অভাবের কারণে এবং চুক্তির শেষে সফটওয়্যার সরবরাহকারীদের কাছ থেকে অবশ্যক টেকনিকাল সহযোগিতা না পাওয়ায় প্রয়োজনীয় আপডেটিং করা যায় নি।
- ✓ তথ্যপ্রযুক্তি যন্ত্রপাতির জন্যে পর্যাপ্ত "security system", যেমন, firewall, licensed anti-virus software, ইত্যাদি, সরবরাহ করা হয় নি।

প্রশিক্ষণার্থীদের জরিপ থেকেও কিছু ধারাবাহিকতার সমস্যা শনাক্ত করা হয়েছে। বেশির ভাগ প্রশিক্ষণার্থী মনে করেন ফলো-আপ প্রশিক্ষণের প্রয়োজন ছিল এবং তথ্যপ্রযুক্তি প্রশিক্ষণে অধীনস্থ কর্মকর্তা/ সহকর্মীকে বিবেচনায় আনা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। অতএব এটা নির্ধারণ করা যেতে পারে যে প্রশিক্ষণের ধারাবাহিকতার অভাব ছিল এবং প্রকল্পের আওতায় আরো কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার প্রয়োজন ছিল।

৭ পরামর্শকের পর্যবেক্ষণ

জরিপ, সাক্ষাৎকার ও আলোচনার মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যের মূল্যায়ন করে দেখা গেছে SICT প্রকল্প বাস্তবায়ন করা সরকারের জন্য, সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য এবং সাধারণ নাগরিকদের জন্য খুবই প্রয়োজনীয় ছিল। প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে সরকারি প্রতিষ্ঠানে তথ্যপ্রযুক্তি-ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কর্মকর্তাদের মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তির প্রতি ইতিবাচক মনোভাব গড়ে উঠেছে। প্রকল্পের প্রত্যক্ষ প্রভাব ছিল কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং তথ্যপ্রযুক্তি সমন্ধে সচেতনতা সৃষ্টি। প্রকল্পের আওতায় সাব-প্রজেক্টসমূহ বাস্তবায়নের ফলে ই-গভার্নেন্স-এর মাধ্যমে সরকারি কার্যক্রমে আরো স্বচ্ছতা এসেছে। প্রকল্পের আওতায় তথ্যপ্রযুক্তি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রকল্পের দুর্বল দিক ছিল ধারাবাহিকতা বজায় না রাখা। অনেক প্রতিষ্ঠানে প্রকল্পের আওতায় সরবরাহকৃত যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়ে যাওয়ার পরে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ না থাকায় এবং প্রতিষ্ঠানে টেকনিকাল কর্মিবৃন্দের অভাব থাকায় সাব-প্রজেক্টসমূহের সফলতা বজায় রাখা যায় নাই। এছাড়াও প্রশিক্ষণের ধারাবাহিকতার অভাব ছিল এবং প্রকল্পের আওতায় আরো কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ দেয়া প্রয়োজন ছিল। প্রশিক্ষণের ধারাবাহিকতার অভাব থাকায় বদলি হয়ে নতুন কর্মকর্তারা প্রতিষ্ঠানে আসার পরে প্রকল্পের প্রভাব উপভোগ করতে পারেন নাই।

প্রকল্পটির বাস্তবায়নের দশ বছর সময়কালে (২০০২-২০১২) এই তথ্যপ্রযুক্তি প্রকল্পে কর্মরত ছিলেন ছয়জন প্রকল্প পরিচালক (পিডি)। তাদের সবাইকে এটি একটি অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে দেয়া হয়েছিল। একজন প্রকল্প পরিচালক (পিডি) থেকে সর্বোচ্চ (৪ বছর) সেবা পাওয়া গিয়েছিল কিন্তু অন্যরা সর্বনিম্ন ছয় মাস থেকে সর্বোচ্চ এক বছর পর্যন্ত কাজ করেছিলেন। এধরনের ICT প্রকল্পের জন্য ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালকের পরিবর্তন আদৌ কাঙ্ক্ষিত নয়, যেখানে সরকারের পক্ষ থেকে স্পষ্ট নির্দেশ আছে যে প্রকল্প বাস্তবায়ন কালে পূর্ণ মেয়াদে একজন উপযুক্ত প্রকল্প পরিচালক (পিডি) নিযুক্ত করতে হবে।

সরকারের ঘন ঘন বদলির একটি সরাসরি কুফল হল কর্মকর্তাদের তথ্যপ্রযুক্তি সংক্রান্ত প্রকল্পের মালিকানা বা দায়িত্ব নিতে অনিচ্ছা। কোথাও যদি হার্ডওয়্যার এবং তথ্যপ্রযুক্তি কোন কারণে অব্যবহৃত রয়ে যায় বা অসুবিধা হয় সেখানে কেউ দায়িত্ব নিতে এবং তা ব্যাবহারে অন্যদের উৎসাহিত করে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, SICT প্রকল্প এক প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি করে যা পরবর্তীতে উল্লেখিত প্রতিষ্ঠানটি অপর একটি স্থানে স্থানান্তরিত হয়। LAN, PC, Connectivity পুরান অফিসের সাথে বিদ্যমান থাকে যা পরবর্তীতে উল্লেখযোগ্য সমস্যা সৃষ্টি করে। আরেকটি প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যানকে SICT প্রকল্পের আওতায় ই-গভর্নেন্স সাব-প্রজেক্টের বাস্তবায়নের মাঝখানে বদলি করা হয়। পরে নতুন চেয়ারম্যান যোগদান করেন এবং তিনি আলোচ্য প্রকল্পের কর্মকাণ্ডে প্রয়োজন মত গুরুত্ব আরোপ করেন নাই।

তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে আরও উন্নয়নের লক্ষে SICT প্রকল্পের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা দরকার। SICT প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে কোন মাস্টার প্ল্যান বা বিস্তারিত সমীক্ষা করা হয় নাই ফলে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় / বিভাগসমূহে প্রকৃত প্রয়োজন ভিত্তিক (need based) বিশ্লেষণের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচি প্রণয়ন করা যায় নাই। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগের বহুবিধ প্রয়োজনীয়তা আছে। দেশে তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে দক্ষ ও কার্যকর সরকারের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সক্ষমতা এবং দুর্বলতার পরীক্ষার মাধ্যমে আইসিটি উন্নয়নে বিস্তারিত সম্ভাব্যতা সমীক্ষার ভিত্তিতে একটি মাস্টারপ্ল্যান তৈরি করা জরুরী। তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় মাস্টারপ্ল্যান প্রস্তুতের দায়িত্বে থাকতে পারে। প্রতিবেশি দেশ যেমন সিঙ্গাপুর, ভারত, কোরিয়া ও মালয়েশিয়ার মত পর্যায়ক্রমে মাস্টারপ্ল্যান বাস্তবায়ন হতে পারে যেমন (১) বিভিন্ন সরকারি অফিসের মধ্যে (২) বিভিন্ন অফিসের মধ্যে কানেকটিভিটি এবং (৩) আইসিটি সিস্টেমের মাধ্যমে সরকারি অপারেশনস ও দায়িত্ব একত্রিতকরন। বাংলাদেশ এখন দ্বিতীয় থেকে তৃতীয় পর্যায়ে যাওয়ার প্রক্রিয়ায় আছে। এই প্রক্রিয়ায় আইসিটি সিস্টেমের ভিত্তিতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের অপারেশন এবং দায়িত্ব পুনরায় সংগঠিত এবং একত্রিত করা যেতে পারে। একটি ডাটাবেস এক অফিসের মাধ্যমে আপডেট হলে অন্য অফিসের কার্যক্রমে তার প্রভাব ফেলবে। অতএব সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সেক্টর কর্পোরেশন এবং সব বিভাগকে অন্তর্ভুক্ত করে সরকারের উপযুক্ত তথ্যপ্রযুক্তির বিস্তারিত পরিকল্পনা করা দরকার।

৮ সুপারিশমালা

SICT প্রকল্প মূল্যায়নের মাধ্যমে পর্যাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে যা তথ্যপ্রযুক্তি প্রকল্পের সামগ্রিক ভূমিকা, অর্জিত ফলাফল, প্রকল্পের দুর্বলতা এবং অভিজ্ঞতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। এই পটভূমি অনুযায়ী, কিছু সুনির্দিষ্ট সুপারিশ করা যায় যা তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের অগ্রগতির ব্যাপারে আরো উদ্যোগ গ্রহণে সহায়তা করবে। SICT প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং জরিপের ফলাফল থেকে লব্ধ অভিজ্ঞতার আলোকে নিম্নে বর্ণিত সুপারিশমালা দেয়া হল:

ডিপিপি সংক্রান্ত সুপারিশমালা

১) তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে বিস্তারিত মাস্টারপ্ল্যান করা দরকার।

তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের প্রকৃত প্রয়োজন বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিস্তারিত সমীক্ষার ভিত্তিতে একটি মহাপরিকল্পনা করা উচিৎ। এছাড়াও প্রকল্পের Baseline Study ও Mid Term Evaluation করা প্রয়োজন। তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে কোনও প্রকল্পের ডিপিপি প্রস্তুত করার পূর্বে তথ্যপ্রযুক্তি মাস্টারপ্ল্যানের সাথে সমন্বয় রাখা দরকার এবং তার যথাযথতা পর্যালোচনা করা উচিৎ।

২) আইসিটি সম্পর্কিত প্রকল্পের সমন্বয় করা উচিৎ।

শতাধিক আইসিটি সম্পর্কিত প্রকল্প এডিপির আওতায় বা সরকার বা দাতা বা উভয় দ্বারা বাস্তবায়িত হচ্ছে। অনেক প্রকল্পের কাজ ডুপ্লিকেট হয় এবং সেখানে এই প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের কোন সমন্বয় সিস্টেম নেই। অতএব ডিপিপি প্রস্তুত করার পূর্বে প্রকল্পের ডুপ্লিকেসন হচ্ছে কিনা তার উপর নজর রাখা দরকার।

৩) তথ্যপ্রযুক্তি সিস্টেম রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যথেষ্ট বাজেট রাখা দরকার।

তথ্যপ্রযুক্তি সিস্টেম রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রাজস্ব বাজেটে অপর্যাপ্ত তহবিলের কারণে অনেক সরঞ্জাম পরিত্যক্ত এবং অব্যবহৃত রয়েছে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হলো সাধারণত রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অভ্যন্তরীণ কোন কর্মী নেই। রক্ষণাবেক্ষণের কাজ যথাসময়ে করার জন্য থানা পর্যায়ে কেন্দ্রীয় রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিট স্থাপন করা যেতে পারে। তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে কোনও প্রকল্পের ডিপিপি প্রস্তুত করার সময় প্রকল্পে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যথেষ্ট বাজেট রাখা দরকার। এছাড়াও প্রকল্পের শেষে প্রতিষ্ঠান কিভাবে যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ করবে তার পরিকল্পনা করা যেতে পারে।

৪) সফটওয়্যার এবং হার্ডওয়্যার ভেন্ডরের মধ্যে সহযোজন প্রয়োজন।

ক্রেতা, সফটওয়্যার ডেভেলপার, হার্ডওয়্যার সরবরাহকারী এবং শেষ ব্যবহারকারীর মধ্যে সহযোজন করার উদ্দেশ্য একটি শক্তিশালী সমন্বয় সিস্টেমের পরিকল্পনা করা যেতে পারে।

৫) ক্রমাগত প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম প্রয়োজন।

নেটের মাধ্যমে অননুমোদিত প্রবেশ রক্ষা এবং নেটওয়ার্কের মধ্যে ফায়ারওয়াল থাকা প্রয়োজন। নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত হোক বা না হোক প্রত্যেক কম্পিউটার এবং সার্ভার এ অ্যান্টিভাইরাস-এর ব্যবহার করতে হবে এবং সময়মত অ্যান্টিভাইরাস আপডেট করতে হবে। উপরন্তু নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত সমস্ত কম্পিউটারের ইন্টারনেট সংযোগ ফায়ারওয়ালের মাধ্যমে চলমান হওয়া উচিৎ। ইনকামিং ইমেইলের সাথে সংযুক্তিসমূহ বিশেষভাবে অ্যান্টিভাইরাস সংযুক্তির উপর নজর দেওয়া দরকার। তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে কোনও প্রকল্পের ডিপিপি প্রস্তুত করার সময় কম্পিউটার ও সার্ভারের জন্য যথাযথ সিকিউরিটি সিস্টেমের ব্যবস্তা করা উচিৎ।

৬) নেটওয়ার্কের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারকরণ দরকার।

নেটের মাধ্যমে অননুমোদিত প্রবেশ রক্ষা এবং নেটওয়ার্কের মধ্যে ফায়ারওয়াল থাকা প্রয়োজন। নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত হোক বা না হোক প্রত্যেক কম্পিউটার এবং সার্ভার এ অ্যান্টিভাইরাস-এর ব্যবহার করতে হবে এবং সময়মত অ্যান্টিভাইরাস আপডেট করতে হবে। উপরন্তু নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত সমস্ত কম্পিউটারের ইন্টারনেট সংযোগ ফায়ারওয়ালের মাধ্যমে চলমান হওয়া উচিৎ। ইনকামিং

ইমেইলের সাথে সংযুক্তিসমূহ বিশেষভাবে অ্যান্টিভাইরাস সংযুক্তির উপর নজর দেওয়া দরকার। তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে কোনও প্রকল্পের ডিপিপি প্রস্তুত করার সময় কম্পিউটার ও সার্ভারের জন্য যথাযথ সিকিউরিটি সিস্টেমের ব্যবস্তা করা উচিৎ।

বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সুপারিশমালা

৭) পিপিপি মডেলে তথ্যপ্রযুক্তি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

যদিও বর্তমান সরকার পিপিপির উপর উল্লেখযোগ্য জোর দিচ্ছেন ই-সরকার ভিত্তিক প্রকল্প এখনো পিপিপি দ্বারা বাস্তবায়ন করা হয় নাই। বেসরকারি খাতের দক্ষতা ব্যাবহারের লক্ষ্যে কিছু ই-সরকার ভিত্তিক প্রকল্প পিপিপিতে করা যেতে পারে।

৮) সরঞ্জাম সরবরাহকারীর উপর নিয়ন্ত্রণ জোরদার করা যেতে পারে।

সরঞ্জামাদি বিক্রেতাদের সঙ্গে চুক্তি এমনভাবে প্রস্তুত করা উচিৎ যাতে বিক্রেতারা দক্ষভাবে ক্লায়েন্টদেরকে প্রয়োজন মত ওয়ারেন্টি সেবা প্রদান করতে বাধ্য থাকে। এছাড়াও, সফটওয়্যার ডেভেলপার প্রায়ই মেধা সম্পত্তি হিসেবে সফটওয়্যারের সোর্স কোড হস্তান্তর করে না। এই কারণে ডেভেলপার ছাড়া সফটওয়্যার আপডেট করা যায় না। তাই ভেন্ডরের সাথে চুক্তি তৈরির সময় এই বিষয়টি স্পষ্ট উল্লেখ করা থাকা দরকার যে ডেভেলপার সোর্স কোড হস্তান্তর করবে।

৯) User Friendly সফটওয়্যার তৈরি করা উচিৎ।

User Friendly সফটওয়্যার তৈরিতে মনোযোগ দেয়া উচিৎ যাতে কর্মকর্তাদের জন্য ব্যবহার সহজ হয়। এমনকি একটি প্রোগ্রামে যদি অনেক উন্নত বৈশিষ্ট্যও থাকে, সেটি সহজ, পরিষ্কার, এবং সহজেই বোধগম্য ইন্টারফেস নকশা দ্বারা User Friendly করা সম্ভব।

১০) তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারকারী এবং উপকারভোগীদের জন্য সচেতনতা কর্মসূচির ধারাবাহিকতা দরকার।

প্রায় প্রতিনিয়তই নতুন নতুন সফটওয়্যার প্রোগ্রাম আসছে। কাজেই এগুলো ব্যবহারকারীর পাশাপাশি উপকারভোগীদের জন্য তথ্যপ্রযুক্তি সিস্টেমের সচেতনতা প্রোগ্রাম অব্যাহত রাখা উচিত যা ই-গভর্নমেন্ট প্রকল্প বাস্তবায়নের গতিকে তরান্বিত করবে।

১১) কানেক্টিভিটি সমস্যাগুলোর সমাধান করা দরকার।

বেশিরভাগ স্থানে ইন্টারনেটের গতি, গুণগতমান এবং নির্ভরযোগ্যতা অপর্যাপ্ত। সেসব জায়গায় ডেডিকেটেড স্পীড সহ ডেডিকেটেড ইন্টারনেট সেবার প্রাপ্যতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

১২) সিটিজেন চার্টার হালনাগাদকরণ করা উচিৎ।

প্রায় প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগের পৃথক সিটিজেন চার্টার আছে। দুর্ভাগ্যবশত অনেক সংগঠন সময়ের সাথে সাথে সিটিজেন চার্টার আপডেট করে না। এটা সাধারণ নাগরিকের জন্য একটি পূর্বশর্ত। সিটিজেন চার্টারের গুরুত্ব বিবেচনা করে সিটিজেন চার্টার নিয়মিত আপডেট করে ওয়েবসাইটে দেওয়া দরকার।

১৩) বদলিকৃত কর্মকর্তাদের তথ্যপ্রযুক্তি প্রশিক্ষণ দেওয়া দরকার।

সরকারি কর্মকর্তাদের বদলির বিষয়টি সরকারি কর্মপ্রক্রিয়ার একটি সহজাত অংশ। এরূপ বদলির বিষয়ে সিদ্ধান্তের সময়, বদলির জন্য, নতুন বদলিকৃত প্রার্থীর তথ্যপ্রযুক্তি প্রশিক্ষণের মাত্রা বিবেচনায় নেয়া উচিৎ।

১৪) প্রকল্প পরিচালক পূর্ণকালীন এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের সময়ের জন্য নিয়োগ দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

একটি প্রকল্পের জন্য প্রকল্প পরিচালক পূর্ণকালীন এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের সময়ের জন্য নিয়োগ দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

৯ উপসংহার

SICT প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন করে অনুমত হয় যে, এ তথ্যপ্রযুক্তি প্রকল্পের সচেতনতার মাধ্যমে বিভিন্ন সংস্থার কর্মীদের মধ্যে কম্পিউটার ব্যবহারের আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে। SICT প্রকল্পের আওতায় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং বিভাগসমূহে বিভিন্ন ই-গভর্নমেন্ট কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনের ওয়েবসাইটে সব বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) একটি ডেটাবেস প্রণয়ন করা হয়েছে। শুধুমাত্র পরিকল্পনা কমিশনে নয়, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং বিভাগে SICT প্রকল্প তথ্যপ্রযুক্তি ব্যাবহারে কর্মকর্তাদের উৎসাহিত করেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীনে মানিকগঞ্জের ভূমি রেকর্ড অফিস, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও প্রবাসী কল্যাণ, বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ইত্যাদিতে, গুরুত্বপূর্ণ ই-গভর্নমেন্ট প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

গত দেড় দশকে বাংলাদেশ সরকার তথ্যপ্রযুক্তি খাতে কিছু অসাধারণ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। SICT প্রকল্পের সক্ষমতা এ সমস্ত উদ্যোগ গ্রহণে সরকারকে প্রভাবিত করেছে বলে ধারণা করা যায় এবং Vision 2021 গঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। SICT প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকারি প্রশাসনের কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকারি সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে জনসাধারণের প্রবেশাধিকার সহজতর হয়ে উঠেছে এবং ডিজিটালাইজেশনের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তি খাতে আরও উন্নয়নের লক্ষে SICT প্রকল্পের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা দরকার। এই আলোকে সরকারের আরও তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা গুরুত্বপূর্ণ।

সংযুক্তিসমূহ

সংযুক্তি ১ - প্রশ্নমালা এবং চেকলিস্ট

সমীক্ষা প্রশ্নমালা ০১: সাব-প্রজেক্টের উপকারভোগীদের জন্য প্রশ্নমালা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
"Support to ICT Task Force (SICT) Programme"
প্রকল্পের প্রভাব মুল্যায়ন সমীক্ষা
সমীক্ষা প্রশ্নমালা ০১: সাব-প্রজেক্টের উপকারভোগীদের জন্য প্রশ্নমালা

আইসিটি টাস্কফোর্স "Support to ICT Programme (SICT)" শীর্ষক একটি কর্মসূচি বিগত জুলাই ২০০২ সালে বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কর্মসূচির আওতায় দেশের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় / বিভাগে ই-সরকার গঠনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়। এ ছাড়াও বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানকে আরো কার্যকরী ও দক্ষ করার উদ্দেশ্যে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করা ছিল কর্মসূচির এক মূল উদ্দেশ্য।

SICT কর্মসূচির প্রভাব মূল্যায়নের জন্য গত ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, আইআইএফসি (একটি সরকারি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান) কে নিয়োগ করে। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের সফলতা বা ব্যর্থতার কারণ সমূহ এবং কর্মসূচির কার্যকারিতা, দক্ষতা, প্রভাব, ধারাবাহিকতা ইত্যাদি মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে আপনার মতামত এই প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষায় বিশেষ ভূমিকা রাখবে। এ ব্যাপারে আপনার সহযোগিতা একান্ত কাম্য। উল্লেখ্য যে আপনার মতামত শুধুমাত্র সমীক্ষার কাজে ব্যবহৃত হবে এবং আপনার দেওয়া তথ্য গোপন রাখা হবে।

১.	নাম	:	
২.	পদবী	:	
৩.	প্রতিষ্ঠানের নাম	:	
৪.	মন্ত্রণালয়ের নাম	:	
৫.	সাব-প্রজেক্ট	:	

১	আপনি SICT কর্মসূচি থেকে কোন সেবা গ্রহন করেছেন কি? ১। হ্যাঁ ২। না যদি হ্যাঁ হয়, তবে কি কি সেবা গ্রহণ করেছেন? ১. ২.

২	SICT কর্মসূচির পূর্বে ঐ সেবা ও তথ্য আপনি কোন উৎস থেকে পেতেন?	
৩	SICT কর্মসূচি বাস্তবায়নের আগে ঐ সেবা নিতে কত সময় প্রয়োজন হত?	
৪	SICT কর্মসূচি বাস্তবায়নের পরে ঐ সেবা নিতে কত সময় প্রয়োজন হয়?	
৫	SICT কর্মসূচি বাস্তবায়নের আগে ঐ সেবা নিতে কত ব্যয় হত?	
৬	SICT কর্মসূচি বাস্তবায়নের পরে ঐ সেবা নিতে কত ব্যয় হয়?	
৭	SICT কর্মসূচি বাস্তবায়নের আগে ঐ সেবা নিতে আপনি কি কোন আসুবিধার সম্মুখীন হতেন? ১। হ্যাঁ ২। না যদি হ্যাঁ হয়, কি আসুবিধার সম্মুখীন হতেন? ১. ২.	
৮	SICT কর্মসূচি বাস্তবায়নের পরে কি কি সুবিধা পাচ্ছেন? ১. ২.	
৯	আপনার মতে SICT কর্মসূচির মাধ্যমে সরকারের নিয়মিত কাজকর্মে দক্ষ পরিবেশ তৈরি হয়েছে কি? ১. হ্যাঁ ২. না মন্তব্যঃ	
১০	আপনার মতে SICT কর্মসূচি কতটা গুরুত্বপূর্ণ? ১। খুব গুরুত্বপূর্ণ ২। গুরুত্বপূর্ণ ৩। মোটামুটি গুরুত্বপূর্ণ ৪। গুরুত্বপূর্ণ নয় ৫। মন্তব্য নাই	
১১	SICT কর্মসূচি বাস্তবায়নের পরে সেবা নিতে কোন অসুবিধা হচ্ছে কি? ১. হ্যাঁ ২. না মন্তব্যঃ	
১২	সেবার মান উন্নতিকরনে কোনো পরামর্শ আছে কি? ১. হ্যাঁ ২. না মন্তব্যঃ	
১৩	কর্মসূচির প্রত্যক্ষ প্রভাব কি কি? ১আইসি .টি সচেতনতা সৃষ্টি ২ কাজের .দক্ষতা বৃদ্ধি ৩ .কর্মসংস্থান সৃষ্টি ৪প্রশাসনের স .্বচ্ছতা বৃদ্ধি ৫কমপিউটার ব্যাবহারের আগ্রহের সৃষ্টি . ৬অন্যান্য .	
১৪	কর্মসূচির পরোক্ষ প্রভাব কি কি? ১. কমপিউটার ব্যাবহারের প্রবণতা বৃদ্ধি ২. আউটসোর্সিং কাজের পরিবেশ তৈরি হয়েছে ৩. নতুন নতুন কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি	

	৪. অন্যান্য
১৫	এ প্রকল্পটির শক্তিশালী দিক কী ছিল? মন্তব্য দিনঃ
১৬	এ প্রকল্পটির দুর্বল দিক কী ছিল? মন্তব্য দিনঃ
১৭	কর্মসূচি সমাপ্তির পর প্রকল্পের কি কি সুবিধা আপনি গ্রহণ করছেন? ১. ২. ৩.
১৮	কর্মসূচির সমাপ্তির পর প্রকল্পের সুবিধাসমূহ পেতে আপনার কোন সমস্যা হচ্ছে কি? ১. হ্যাঁ ২. না মন্তব্যঃ
১৯	কর্মসূচির ধারাবাহিকতা অর্জনের জন্যে কি কি বিষয় প্রভাবক হিসেবে ভূমিকা পালন করে ছিল? ১. আইসিটি সচেতনতা সৃষ্টি ২. কারিগরি প্রশিক্ষণ ৩. নেতৃত্ব ও পরিচালনা ৪. নতুন প্রযুক্তিগত অবকাঠামো ৫. সমস্যা সমাধানের সহায়তা প্রদান ৬. প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্ধ ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন)
২০	এই ধরনের আইসিটি কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং উন্নতিকরনে কোনো পরামর্শ আছে কি?

<u>উত্তরদাতা</u>
নাম এবং স্বাক্ষর:
মোবাইল:
ই-মেইল:
তারিখ:

<u>পরিদর্শক</u>
নাম এবং স্বাক্ষর:
তারিখ:

সমীক্ষা প্রশ্নমালা ০২: সাব-প্রজেক্টের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাৎকারের যাচাই তালিকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
"Support to ICT Task Force (SICT) Programme"
প্রকল্পের প্রভাব মুল্যায়ন সমীক্ষা
সমীক্ষা প্রশ্নমালা ২: সাব-প্রজেক্টের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাৎকারের যাচাই তালিকা

আইসিটি টাস্কফোর্স "Support to ICT Programme (SICT)" শীর্ষক একটি কর্মসূচি বিগত জুলাই ২০০২ সালে বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কর্মসূচির আওতায় দেশের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় / বিভাগে ই-সরকার গঠনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়। এ ছাড়াও বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানকে আরো কার্যকরী ও দক্ষ করার উদ্দেশ্যে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করা ছিল কর্মসূচির এক মূল উদ্দেশ্য।

SICT কর্মসূচির প্রভাব মূল্যায়নের জন্য গত ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, আইআইএফসি (একটি সরকারি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান) কে নিয়োগ করে। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের সফলতা বা ব্যর্থতার কারণ সমূহ এবং কর্মসূচির কার্যকারিতা, দক্ষতা, প্রভাব, ধারাবাহিকতা ইত্যাদি মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে আপনার মতামত এই প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষায় বিশেষ ভূমিকা রাখবে। এ ব্যাপারে আপনার সহযোগিতা একান্ত কাম্য। উল্লেখ্য যে আপনার মতামত শুধুমাত্র সমীক্ষার কাজে ব্যবহৃত হবে এবং আপনার দেওয়া তথ্য গোপন রাখা হবে।

১.	নাম	:	
২.	পদবী	:	
৩.	প্রতিষ্ঠানের নাম	:	
৪.	মন্ত্রণালয়ের নাম	:	
৫.	সাব–প্রজেক্ট	:	

	প্রকল্পের প্রাসঙ্গিকতা
১	SICT কর্মসূচি বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে কতটুকু সংশ্লিষ্ট ছিল? ১. খুব ভাল ২. ভাল ৩. মোটামুটি ৪. ভাল না ৫. মন্তব্য নাই
২	আপনি কতটুকু একমত পোষণ করেন যে SICT কর্মসূচি হতে আইসিটির ব্যবহারের মাধ্যমে সরকারের নিয়মিত কাজকর্মে দক্ষ পরিবেশ তৈরি হয়েছে? (টিক দিন) ১. ০% ২. ২৫% ৩. ৫০% ৪. ৭৫% ৫. ১০০%

৩	বাংলাদেশের টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষে সরকারী তথ্য ব্যবহারের সুবিধা এবং প্রশাসনের স্বচ্ছতা ও মূল্যবোধ সৃষ্টির জন্য এই প্রকল্পের অবদান কতটুকু? (টিক দিন) ১ %০ . ২%১০০ .৫ %৭৫ .৪ %৫০ .৩ %২৫ .
৪	সফটওয়্যার, হার্ডওয়্যার ও নেটওয়ার্কিং সরঞ্জাম প্রদান এবং আইসিটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আউটসোর্সিং কাজের পরিবেশ তৈরি করতে SICT কর্মসূচি কি মাত্রায় অবদান রেখেছে? (টিক দিন) ১ %২৫ .২ %০ . ৩%১০০ .৫ %৭৫ .৪ %৫০ .
৫	দেশের উন্নয়নে আইসিটির সংশ্লিষ্টতা এবং স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদে সরকারি আইসিটি সেবা প্রতিষ্ঠিত করতে উন্নয়ন নীতির সাথে কি মাত্রায় সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল? (টিক দিন) ১%১০০ .৫ %৭৫ .৪ %৫০ .৩ %২৫ .২ %০ .
	প্রকল্পের কার্যকারিতা
৬	আপনি কি একমত পোষণ করেন যে, SICT কর্মসূচি অফিস জুড়ে নেটওয়ার্ক ভিত্তিক ই- সরকারি সেবা প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে? (টিক দিন) ১%১০০ .৫ %৭৫ .৪ %৫০ .৩ %২৫ .২ %০ .
৭	SICT কর্মসূচি দেশের নীতি নির্ধারণি প্রতিষ্ঠান সমূহের উদ্বুদ্ধকরণ, শক্তি বৃদ্ধিকরণ এবং উন্নত আন্তঃসংযোগ ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে আরও দক্ষ ও স্বচ্ছ প্রশাসন ব্যবস্থার উন্নয়ন করেছে। আপনি কতটুকু একমত পোষণ করেন? (টিক দিন) ১%১০০ .৫ %৭৫ .৪ %৫০ .৩ %২৫ .২ %০ .
৮	কর্মসূচির কতখানি উদ্দেশ্য অর্জন করা সম্ভব হয়েছে? (টিক দিন) ১%১০০ .৫ %৭৫ .৪ %৫০ .৩ %২৫ .২ %০ .
৯	কর্মসূচির উদ্দেশ্য অর্জনে সফলতা বা ব্যর্থতার কারণ সমূহ। (টিক দিন)

	সফলতা	ব্যর্থতা	মন্তব্য
১. আইসিটি ব্যবহারের জন্য পর্যাপ্ত অবকাঠামো			
২. কারিগরি প্রশিক্ষণ			
৩. ইন্টারনেট			
৪. নতুন প্রযুক্তি সংক্রান্ত কর্মচারীদের মধ্যে ইতিবাচক মনোভাব			
৫. সমস্যা সমাধানের সহায়তা প্রদান			
৬. প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্ধ			
৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন)			

১০	SICT কর্মসূচি অফিস জুড়ে নেটওয়ার্ক ভিত্তিক ই- সরকারি সেবা প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে কি? ১. হ্যাঁ ২. না মন্তব্যঃ

	প্রকল্পের বাস্তবায়নের দক্ষতা
১১	SICT কর্মসূচি কার্যক্রমের ব্যয় সাশ্রয়ী ছিল কি? ১. হ্যাঁ ২. না মন্তব্যঃ
১২	কর্মসূচির উদ্দেশ্য সময় মত অর্জিত হয়েছিল কি? ১. হ্যাঁ ২. না মন্তব্যঃ
১৪	আপনি কি মনে করেন SICT কর্মসূচির আওতায় যে অবকাঠামোগত সুবিধা প্রদান করেছিল তা এই সেবা প্রদানের জন্য যথেষ্ট ছিল? ১. হ্যাঁ ২. না মন্তব্যঃ
১৫	আপনার প্রতিষ্ঠান SICT কর্মসূচি থেকে কি কি সুবিধা গ্রহণ করেছে? ক) প্রক্রিয়া অটোমেশন খ) ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট গ) রেকর্ড রুম প্রতিষ্ঠা / সংরক্ষণাগার কক্ষ ঘ) হার্ডওয়্যারের সাপ্লাই এবং সফটওয়্যার কানেক্টিভিটি ঙ) অনলাইন ব্যবস্থার উন্নয়ন চ) আইটি সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট ছ) অফিস অটোমেশন জ) ই-গভার্নেন্স ঝ) ল্যান সেটআপ এবং কানেক্টিভিটি ঞ) কারিগরি প্রশিক্ষণ ট) অন্যান্য (উল্লেখ করুন)
১৬	SICT কর্মসূচি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় কি ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিলেন? ১. আইসিটি ব্যবহারের জন্য পর্যাপ্ত অবকাঠামোর অভাব ২. পর্যাপ্ত সম্পদের অভাব ৩. ইন্টারনেট অনুলব্ধতা ৪. নতুন প্রযুক্তি সংক্রান্ত কর্মচারীদের মধ্যে ইতিবাচক মনোভাব অভাব ৫. সমস্যা সমাধানের সহায়তা অভাব ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন)
১৭	কি উপায়ে এসব অসুবিধা কাটিয়ে উঠা সম্ভব? ১. আইসিটি ব্যবহারের জন্য পর্যাপ্ত অবকাঠামো ২. ইন্টারনেটের সহজলভ্যতা ৩. আইসিটি প্রতি কর্মচারীদের ইতিবাচক মনোভাববৃদ্ধি ৪. সম্পদের প্রাপ্যতা ৫. আইসিটি ফলো-আপ প্রশিক্ষণ ৬. সফটওয়্যার, হার্ডওয়্যার ও নেটওয়ার্কিং সরঞ্জাম যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ৭. সমস্যা সমাধানের সহায়তা ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন)

১৮	আপনার প্রতিষ্ঠান হতে SICT কর্মসূচি থেকে কি কি সেবা ও তথ্য উপকারভোগীদের দেওয়া হয়? ১. ২. ৩.
১৯	SICT কর্মসূচির পূর্বে ঐ সেবা ও তথ্য উপকারভোগীরা কোন উৎস থেকে পেত? ১. ২. ৩.
	প্রকল্পের প্রভাব
২০	কর্মসূচির প্রত্যক্ষ প্রভাব কি কি? ১আইসি .টি সচেতনতা সৃষ্টি ২ কাজের .দক্ষতা বৃদ্ধি ৩ .কর্মসংস্থান সৃষ্টি ৪ .প্রশাসনের স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ৫কমপিউটার ব্যাবহারের আগ্রহের সৃষ্টি . ৬অন্যান্য .
২১	কর্মসূচির পরোক্ষ প্রভাব কি কি? ১. কমপিউটার ব্যাবহারের প্রবণতা বৃদ্ধি ২. আউটসোর্সিং কাজের পরিবেশ তৈরি হয়েছে ৩. নতুন নতুন কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি ৪. অন্যান্য
২২	SICT কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে কি কি সামাজিক পরিবর্তন এসেছে বলে মনে করেন? ১. ২. ৩.
২৩	SICT কর্মসূচি থেকে কোনো কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে কি? ১. হ্যাঁ ২. না যদি, হ্যাঁ: কর্মসংস্থান সংখা (আনুমানিক)
২৪	স্বত্বভোগী/ব্যবহারকারীদের চাহিদাপূর্ণ সেবার নাম: ১. ২.
	প্রকল্পের ধারাবাহিকতা
২৫	কর্মসূচি সমাপ্তির পর প্রকল্পের সুবিধাসমূহ দিতে আপনার কোন সমস্যা হচ্ছে কি? ১. কোন সমস্যা নাই ২. অল্প সমস্যা ৩.সমস্যা ৪. খুব সমস্যা ৫. মন্তব্য নাই
২৬	কর্মসূচির ধারাবাহিকতা অর্জনের জন্যে কি কি বিষয় প্রভাবক হিসেবে ভূমিকা পালন করে ছিল? ১. আইসিটি সচেতনতা সৃষ্টি ২. কারিগরি প্রশিক্ষণ ৩. নেতৃত্ব ও পরিচালনা

	৪. নতুন প্রযুক্তিগত অবকাঠামো ৫. সমস্যা সমাধানের সহায়তা প্রদান ৬. প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্ধ ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন)
২৭	SICT কর্মসূচি সমাপ্তির পর কীভাবে প্রকল্পের খরচ বহন করছেন? ১. অন্যান্য প্রকল্প থেকে ২. মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব বাজেট ৩. অর্গানাইজেশন / এজেন্সির বাজেট ৪. অন্যান্য (উল্লেখ করুন)
২৮	এই ধরনের আইসিটি কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং উন্নতিকরনে কোনো পরামর্শ আছে কি?

উত্তরদাতা
নাম এবং স্বাক্ষর:
মোবাইল:
ই-মেইল:
তারিখ:

পরিদর্শক
নাম এবং স্বাক্ষর:
তারিখ:

সমীক্ষা প্রশ্নমালা ০৩: প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য প্রশ্নমালা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
"Support to ICT Task Force (SICT) Programme"
প্রকল্পের প্রভাব মুল্যায়ন সমীক্ষা
সমীক্ষা প্রশ্নমালা ৩: প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য প্রশ্নমালা

আইসিটি টাস্কফোর্স "Support to ICT Programme (SICT)" শীর্ষক একটি কর্মসূচি বিগত জুলাই ২০০২ সালে বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কর্মসূচির আওতায় দেশের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় / বিভাগে ই-সরকার গঠনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়। এ ছাড়াও বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানকে আরো কার্যকরী ও দক্ষ করার উদ্দেশ্যে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করা ছিল কর্মসূচির এক মূল উদ্দেশ্য।

SICT কর্মসূচির প্রভাব মূল্যায়নের জন্য গত ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, আইআইএফসি (একটি সরকারি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান) কে নিয়োগ করে। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের সফলতা বা ব্যর্থতার কারণ সমূহ এবং কর্মসূচির কার্যকারিতা, দক্ষতা, প্রভাব, ধারাবাহিকতা ইত্যাদি মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে আপনার মতামত এই প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষায় বিশেষ ভূমিকা রাখবে। এ ব্যাপারে আপনার সহযোগিতা একান্ত কাম্য। উল্লেখ্য যে আপনার মতামত শুধুমাত্র সমীক্ষার কাজে ব্যবহৃত হবে এবং আপনার দেওয়া তথ্য গোপন রাখা হবে।

i.	নাম	:	
ii.	পদবী	:	
iii.	প্রতিষ্ঠানের নাম	:	
iv.	মন্ত্রণালয়ের নাম	:	

১	আপনি কি SICT প্রকল্পের কোন প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহন করেছেন? ১. হ্যাঁ ২. না
২	যদি হ্যাঁ; আপনি কোন প্রশিক্ষণটিতে অংশ গ্রহন করেছেন? ১. বেসিক কম্পিউটার লিটারেসি ২. Advanced আইটি প্রশিক্ষণ ৩. আইটি প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ৪. ই-গভঃ Awareness ও ভিশন ৫. অন্যান্য
৩	সামগ্রিকভাবে, আপনি প্রশিক্ষণ পাওয়া কে কি ভাবে দেখছেন (টিক্ দিন): • খুব প্রয়োজনীয় • প্রয়োজনীয় • খুব প্রয়োজনীয় নয় • মন্তব্য:

৪	প্রশিক্ষণটির মেয়াদ পর্যাপ্ত ছিল কি? • সঠিক পরিমাণ সময় • খুবই অল্প পরিমাণ সময় • খুবই বেশি পরিমাণ সময় • মন্তব্য:
৫	প্রশিক্ষণ উপকরণগুলি: • সমস্ত প্রয়োজনীয় • কিছু প্রয়োজনীয়, কিছু না • খুব প্রযুক্তিগত • অনেক বেশী • আমি এখনো দেখি নাই • মন্তব্য:
৬	আপনি কি এমন প্রশিক্ষণে যোগ দিতে আপনার অধীনস্থ কর্মকর্তা/ সহকর্মীকে সুপারিশ/বিবেচনা করবেন বা করেছিলেন? •যদি হ্যাঁ, কেন? ---------- • যদি না, কেন নয়? ----------
৭	এই প্রশিক্ষণে আপনি যে নির্দিষ্ট জ্ঞান / ধারনা, দক্ষতা অর্জন করেছেন তা আপনার কর্মক্ষেত্রে বা আইসিটি সংক্রান্ত যে জ্ঞান / ধারনা অর্জন উন্নতি সাধান প্রয়োজন ছিল, তা কি পুড়ন হয়েছে? • হ্যা • না মন্তব্য:
৮	আপনি কি মনে করেন আপনার ফলো-আপ প্রশিক্ষণ প্রয়োজন? • হ্যা • না মন্তব্য:
৯	আপনার প্রতিষ্ঠানে কতজন কর্মকর্তা/কর্মচারী আইসিটি জ্ঞান / আইসিটি উপর প্রশিক্ষণ গ্রহন করেছেন?
১০	আপনি কি মনে করেন SICT কর্মসুচীর আওতায় যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে ছিল তা এই সেবা প্রদানের জন্য যথেষ্ট ছিল? • হ্যা • না মন্তব্য:
১১	প্রশিক্ষণের আগে প্রতিদিনের কার্যক্রমের কতভাগ কাজ আইসিটির মাধ্যমে করতেন? (টিক দিন) ১. ০% ২. ২৫% ৩. ৫০% ৪. ৭৫% ৫. ১০০%
১২	প্রশিক্ষণের পরে প্রতিদিনের কার্যক্রমের কতভাগ কাজ আইসিটির মাধ্যমে করে থাকেন? (টিক দিন) ১. ০% ২. ২৫% ৩. ৫০% ৪. ৭৫% ৫. ১০০%
১৩	আপনার প্রতিষ্ঠানে SICT কর্মসুচীর আওতায় যে তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে সেবা প্রদানের উদ্দেশ্য ছিল সেটির জন্য প্রশিক্ষণটি কি মাত্রায় উপযুক্ত ছিল?

	১. ০% ২. ২৫% ৩. ৫০% ৪. ৭৫% ৫. ১০০%
১৪	প্রশিক্ষণের কারণে কি আপনার প্রতিষ্ঠান SICT কর্মসূচির আওতায় তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে সেবা প্রদানে সফল হয়েছে? • হ্যা • না মন্তব্য:
১৫	আপনি কি মনে করেন কর্মসূচির উল্লেখিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য আরো উন্নত প্রশিক্ষণ প্রয়োজন? • হ্যা • না মন্তব্য:
১৬	SICT কর্মসুচীর আওতায় প্রশিক্ষণের জন্য প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচনে আপনার কোন গুনাবালি বিবেচনায় আনা হয়েছিল (উত্তর একাধিক হতে পারে) ১. যোগ্যতা ২. অভিজ্ঞতা ৩. বয়স এবং ক্ষমতা ৪. ইতিবাচক মনোভাব এবং আইসিটি ও নতুনত্ব প্রতি আগ্রহ, ৫. পদবী ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন)
১৭	ঐতিহ্যগত প্রক্রিয়া হতে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আইসিটির মাধ্যমে কার্যক্রম করার সিদ্ধান্তকে আপনার কাছে কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে? ১। খুব গুরুত্বপূর্ণ ২। গুরুত্বপূর্ণ ৩। মোটামুটি গুরুত্বপূর্ণ ৪। গুরুত্বপূর্ণ নয় ৫। মন্তব্য নাই

উত্তরদাতা
নাম এবং স্বাক্ষর:
মোবাইল:
ই-মেইল:
তারিখ:

পরিদর্শক
নাম এবং স্বাক্ষর:
তারিখ:

সমীক্ষা প্রশ্নমালা ০৪: ফোকাস গ্রুপ আলোচনার চেকলিস্ট

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
"Support to ICT Task Force (SICT) Programme"
প্রকল্পের প্রভাব মুল্যায়ন সমীক্ষা

সমীক্ষা প্রশ্নমালা ৪: ফোকাস গ্রুপ আলোচনার যাচাই তালিকা

আইসিটি টাস্কফোর্স "Support to ICT Programme (SICT)" শীর্ষক একটি কর্মসূচি বিগত জুলাই ২০০২ সালে বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কর্মসূচির আওতায় দেশের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় / বিভাগে ই-সরকার গঠনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়। এ ছাড়াও বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানকে আরো কার্যকরী ও দক্ষ করার উদ্দেশ্যে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করা ছিল কর্মসূচির এক মূল উদ্দেশ্য।

SICT কর্মসূচির প্রভাব মূল্যায়নের জন্য গত ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, আইআইএফসি (একটি সরকারি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান) কে নিয়োগ করে। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের সফলতা বা ব্যর্থতার কারণ সমূহ এবং কর্মসূচির কার্যকারিতা, দক্ষতা, প্রভাব, ধারাবাহিকতা ইত্যাদি মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে আপনার মতামত এই প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষায় বিশেষ ভূমিকা রাখবে। এ ব্যাপারে আপনার সহযোগিতা একান্ত কাম্য। উল্লেখ্য যে আপনার মতামত শুধুমাত্র সমীক্ষার কাজে ব্যবহৃত হবে এবং আপনার দেওয়া তথ্য গোপন রাখা হবে।

অংশগ্রহণকারীদের তালিকা					
	নাম	প্রতিষ্ঠানের নাম	পদবী	বয়স	ফোন নম্বর ও ই মেইল
১					
২					
৩					
৪					
৫					
৬					
৭					
৮					
৯					
১০					
১১					
১২					
১৩					
১৪					

১৫					

SICT কর্মসূচির সেবাসমূহ:

১. পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল অনলাইনে পাওয়া।
২. অন্তর্বিভাগীয় তথ্য আদান-প্রদান।
৩. অনলাইন মাধ্যমে কৃষকরা তাদের পণ্যের ভাল দাম সম্পর্কে অবগত হওয়া এবং সে অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে পারা।
৪. অনলাইন মাধ্যমে সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদের ভাল বিনিয়োগের সুযোগ সম্পর্কে তথ্য অবহিত করা।
৫. অনলাইন মাধ্যমে বিদেশে কাজের সুযোগ সম্পর্কে তথ্য পাওয়া।
৬. প্রয়োজনীয় ফরম অনলাইন থেকে পাওয়া।
৭. অনলাইন মাধ্যমে সরকারি পাওনা (ফি) জানতে পারা।
৮. অনলাইন মাধ্যমে কৃষি গবেষকরা আরও ক্ষমতাপ্রাপ্ত হওয়া।
৯. কর্মকারতা/ কর্মচারী, সাধারণ নাগরিক অধিকার, নিরাপদ কাজের পরিবেশ সৃষ্টি এবং অধিকার সচেতন।
১০. অনলাইন মাধ্যমে ভূমি করের হার সম্ভাব্য পরিমাণ জানতে পারা।
১১. অনলাইন মাধ্যমে সাধারণ নাগরিক আঞ্চলিক ভূমি জরিপের সময় সম্পর্কে পূর্বেই জানতে পারা।
১২. অনলাইন মাধ্যমে সম্পর্কিত আইন, বিধি, বিভিন্ন সেবা কার্যপদ্ধতি এবং খরচসহ বিভিন্ন তথ্য সহজে জানতে পারা।
১৩. শিক্ষার্থীরা সহজে নিবন্ধন, পরীক্ষার কেন্দ্রে পরীক্ষার তারিখ ইত্যাদি তথ্য সহজে জানতে পারা।
১৪. অনলাইন মাধ্যমে সহজে নাগরিকরা পশুরোগ ইত্যাদি প্রতিরোধে তথ্য জানতে পারা।
১৫. গবেষক এবং ছাত্ররা সহজে গবেষণাপত্র, প্রয়োজনীয় তথ্য অনলাইন মাধ্যম থেকে পাওয়া।
১৬. নাগরিকেরা বিভিন্ন ভাবে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, সরকারের সিদ্ধান্ত, ইত্যাদি তথ্য অনলাইন মাধ্যম থেকে পাওয়া।
১৭. ওয়েবসাইট থেকে অপরাধীদের সম্পর্কে জানতে এবং পুলিশ হেফাজতে নিখোঁজ ব্যক্তিদের চিহ্নিত করাসহ ইত্যাদি তথ্য অনলাইন মাধ্যম থেকে পাওয়া।
১৮. নাগরিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত দক্ষ সিদ্ধান্ত এবং কার্যক্রমে জাতীয় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রয়োজনীয় তথ্য অনলাইন মাধ্যম থেকে পাওয়া।
১৯. সিটিজেন / গবেষকরা তথ্য অনলাইন মাধ্যম থেকে FRI গবেষকদের সাথে তথ্য আদান প্রদান করতে পারেন।
২০. সিটিজেন ও সংগঠন, ইন্টারনেটের মাধ্যমে সহজে মুক্তিযোদ্ধা এর সার্টিফিকেট যাচাই করতে পারেন।
২১. নাগরিক উৎপাদন ও সরকার কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন শিল্পের ক্ষমতা সম্পর্কে জানতে পারা।
২২. সাধারান নাগরিক/ ভোক্তাদের চিনি উৎপাদন এবং দাম সম্পর্কে তথ্য অনলাইন মাধ্যম থেকে পাওয়া।
২৩. তথ্য অনলাইন মাধ্যমের কারনে পর্যবেক্ষণ, তদন্ত, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, ইত্যাদি সহজ হয়েছে।
২৪. নাগরিকেরা সহজে ইন্টারনেটের মাধ্যমে অভিযোগ করতে পারেন।
২৫. শিক্ষকেরা এমপিও সংক্রান্ত বিভিন্ন ফরম ডাউনলোড, আপডেট ও এমপিও সংক্রান্ত যোগ্যতা ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য অনলাইন হতে পাওয়া।

	প্রকল্পের প্রাসঙ্গিকতা
১	SICT কর্মসূচি বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে কতটুকু সংশ্লিষ্ট ছিল?
২	আপনারা কতটুকু একমত পোষণ করেন যে SICT কর্মসূচি হতে আইসিটি ব্যবহারের মাধ্যমে সরকারের নিয়মিত কাজকর্মে দক্ষ পরিবেশ তৈরি হয়েছে?
৩	বাংলাদেশের টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষে সরকারী তথ্য ব্যবহারের সুবিধা এবং প্রশাসনের স্বচ্ছতা ও মূল্যবোধ সৃষ্টির জন্য এই প্রকল্পের অবদান কতটুকু?
৪	সফটওয়্যার, হার্ডওয়্যার ও নেটওয়ার্কিং সরঞ্জাম প্রদান এবং আইসিটির প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আউটসোর্সিং কাজের পরিবেশ তৈরি করতে SICT কর্মসূচি কি মাত্রায় অবদান রেখেছে?
৫	দেশের উন্নয়নে আইসিটির সংশ্লিষ্টতা এবং স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদে সরকারি আইসিটি সেবা প্রতিষ্ঠিত করতে উন্নয়ন নীতির সাথে কি মাত্রায় সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল কি?
	প্রকল্পের কার্যকারিতা
৬	আপনারা কি একমত পোষণ করেন যে, SICT কর্মসূচি অফিস জুড়ে নেটওয়ার্ক ভিত্তিক ই- সরকারি সেবা প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে?
৭	SICT কর্মসূচি দেশের নীতি নির্ধারণি প্রতিষ্ঠান সমূহের উদ্বুদ্ধকরণ, শক্তি বৃদ্ধিকরণ এবং উন্নত আন্তঃসংযোগ ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে আরও দক্ষ ও স্বচ্ছ প্রশাসন ব্যবস্থার উন্নয়ন করেছে। আপনি কতটুকু একমত পোষণ করেন?
৮	কর্মসূচির কতখানি উদ্দেশ্য অর্জন করা সম্ভব হয়েছে বলে মনে করেন?
৯	কর্মসূচির উদ্দেশ্য অর্জনে সফলতা বা ব্যর্থতার কারণ সমূহ।
১০	SICT কর্মসূচি নেটওয়ার্ক ভিত্তিক ই- সরকারি সেবা প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে কি? মন্তব্যঃ
	প্রকল্পের বাস্তবায়নের দক্ষতা
১১	কর্মসূচির উদ্দেশ্য সময় মত অর্জিত হয়েছিল কি না?
১২	আপনারা কি মনে করেন SICT যে অবকাঠামোগত সুবিধা প্রদান করেছিল তা এই সেবা প্রদানের জন্য

	যথেষ্ট?
১৩	কী উপায়ে এসব অসুবিধা কাটিয়ে উঠা সম্ভব?
১৪	আপনারা SICT কর্মসূচি থেকে কি কি সেবা ও তথ্য পাচ্ছেন? ১. ২. ৩.
১৫	SICT কর্মসূচির পূর্বে ঐ সেবা ও তথ্য উপকারভোগীরা কোন উৎস থেকে পেত? ১. ২. ৩.
	প্রকল্পের প্রভাব
১৬	কর্মসূচির প্রত্যক্ষ প্রভাব কি কি?
১৭	কর্মসূচির পরোক্ষ প্রভাব কি কি?
১৮	SICT কর্মসূচির বাস্তবায়নের ফলে কি কি সামাজিক পরিবর্তন এসেছে বলে মনে করেন? ১. ২. ৩.
১৯	SICT কর্মসূচি থেকে কোনো কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে কি?
২০	আপনাদের চাহিদাপূর্ণ সেবার নাম:
	প্রকল্পের *ধারাবাহিকতা*
২১	কর্মসূচির ধারাবাহিকতা অর্জনের জন্যে কি কি বিষয় প্রভাবক হিসেবে ভূমিকা পালন করে ছিল?
২২	এই ধরনের আইসিটি কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং উন্নতিকরনে কোনো পরামর্শ আছে কি?

সমীক্ষা প্রশ্নমালা ০৫: SICT কর্মসূচির সংশ্লিষ্ট প্রাক্তন কর্মকর্তাগণের সাথে সাক্ষাৎকারের চেকলিস্ট

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
"Support to ICT Task Force (SICT) Programme"
প্রকল্পের প্রভাব মুল্যায়ন সমীক্ষা

সমীক্ষা প্রশ্নমালা ৫: SICT কর্মসূচির সংশ্লিষ্ট প্রাক্তন কর্মকর্তাগণের সাথে সাক্ষাৎকারের চেকলিস্ট

আইসিটি টাস্কফোর্স "Support to ICT Programme (SICT)" শীর্ষক একটি কর্মসূচি বিগত জুলাই ২০০২ সালে বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কর্মসূচির আওতায় দেশের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় / বিভাগে ই-সরকার গঠনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়। এ ছাড়াও বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানকে আরো কার্যকরী ও দক্ষ করার উদ্দেশ্যে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করা ছিল কর্মসূচির এক মূল উদ্দেশ্য।

SICT কর্মসূচির প্রভাব মূল্যায়নের জন্য গত ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, আইআইএফসি (একটি সরকারি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান) কে নিয়োগ করে। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের সফলতা বা ব্যর্থতার কারণ সমূহ এবং কর্মসূচির কার্যকারিতা, দক্ষতা, প্রভাব, ধারাবাহিকতা ইত্যাদি মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে আপনার মতামত এই প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষায় বিশেষ ভূমিকা রাখবে। এ ব্যাপারে আপনার সহযোগিতা একান্ত কাম্য। উল্লেখ্য যে আপনার মতামত শুধুমাত্র সমীক্ষার কাজে ব্যবহৃত হবে এবং আপনার দেওয়া তথ্য গোপন রাখা হবে।

১	নাম	:	
২	পদবি	:	
৩	প্রতিষ্ঠানের নাম	:	
৪	মন্ত্রণালয়ের নাম	:	
৫	কর্মসূচির বাস্তবায়নের সময় আপনি ছিলেন কি?	:	
৬	আপনি কত দিন এই প্রকল্পে ছিলেন?	:	

	প্রকল্পের প্রাসঙ্গিকতা
১	SICT কর্মসূচি বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে কতটুকু সংশ্লিষ্ট ছিল?
২	আপনি কতটুকু একমত পোষণ করেন যে SICT কর্মসূচি হতে আইসিটির ব্যবহারের মাধ্যমে সরকারের নিয়মিত কাজকর্মে দক্ষ পরিবেশ তৈরি হয়েছে?

৩	বাংলাদেশের টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষে সরকারী তথ্য ব্যবহারের সুবিধা এবং প্রশাসনের স্বচ্ছতা ও মূল্যবোধ সৃষ্টির জন্য এই প্রকল্পের অবদান কতটুকু?
৪	সফটওয়্যার, হার্ডওয়্যার ও নেটওয়ার্কিং সরঞ্জাম প্রদান এবং আইসিটির প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আউটসোর্সিং কাজের পরিবেশ তৈরি করতে SICT কর্মসূচি কি মাত্রায় অবদান রেখেছে?
৫	দেশের উন্নয়নে আইসিটির সংশ্লিষ্টতা এবং স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদে সরকারি আইসিটি সেবা প্রতিষ্ঠিত করতে উন্নয়ন নীতির সাথে কি মাত্রায় সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল?
	প্রকল্পের কার্যকারিতা
৬	আপনি কি একমত পোষণ করেন যে, SICT কর্মসূচি অফিস জুড়ে নেটওয়ার্ক ভিত্তিক ই- সরকারি সেবা প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে?
৭	SICT কর্মসূচি দেশের নীতি নির্ধারণি প্রতিষ্ঠান সমূহের উদ্বুদ্ধকরণ, শক্তি বৃদ্ধিকরণ এবং উন্নত আন্তঃসংযোগ ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে আরও দক্ষ ও স্বচ্ছ প্রশাসন ব্যবস্থার উন্নয়ন করেছে। আপনি কতটুকু একমত পোষণ করেন?
৮.	SICT কর্মসূচির আওতায় প্রশিক্ষণ কি কার্যকারী হয়েছে?
৯	কর্মসূচির কতখানি উদ্দেশ্য অর্জন করা সম্ভব হয়েছে?
১০	কর্মসূচির উদ্দেশ্য অর্জনে সফলতা বা ব্যর্থতার কারণ সমূহ কি?
	প্রকল্পের বাস্তবায়নের দক্ষতা
১১	SICT কর্মসূচি কার্যক্রমের ব্যয় সাশ্রয়ী ছিল কি?
১২	কর্মসূচির উদ্দেশ্য সময় মত অর্জিত হয়েছিল কি?
১৩	আপনি কি মনে করেন SICT যে অবকাঠামোগত সুবিধা প্রদান করেছিল তা এই সেবা প্রদানের জন্য যথেষ্ট ?
১৪	SICT কর্মসূচি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় কি ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিলেন?
১৫	কি উপায়ে এসব অসুবিধা কাটিয়ে উঠা সম্ভব হয়েছে?

	প্রকল্পের প্রভাব
১৬	কর্মসূচির প্রত্যক্ষ প্রভাব কি কি?
১৭	কর্মসূচির পরোক্ষ প্রভাব কি কি?
১৮	SICT কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে কি কি সামাজিক পরিবর্তন এসেছে বলে মনে করেন? ১. ২. ৩.
১৯	SICT কর্মসূচি থেকে কোনো কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে কি?
	প্রকল্পের ধারাবাহিকতা
২০	কর্মসূচি সমাপ্তির পর প্রকল্পের সুবিধাসমূহ দিতে আপনার কোন সমস্যা হয়েছে কি?
২১	কর্মসূচির ধারাবাহিকতা অর্জনের জন্যে কি কি বিষয় প্রভাবক হিসেবে ভূমিকা পালন করে ছিল?
২২	SICT কর্মসূচি সমাপ্তির পর কীভাবে প্রকল্পের খরচ বহন হচ্ছে?
২৩	এই ধরনের আইসিটি কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং উন্নতিকরনে কোনো পরামর্শ আছে কি?

উত্তরদাতা
নাম এবং স্বাক্ষর:
মোবাইল:
ই-মেইল:
তারিখ:

পরিদর্শক
নাম এবং স্বাক্ষর:
তারিখ:

সমীক্ষা প্রশ্নমালা ০৬: ডকুমেন্ট পর্যালোচনা চেকলিস্ট

ডকুমেন্ট প্রদানকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবীঃ----------
ডকুমেন্ট পর্যালোচনাকারীর নামঃ----------
প্রকল্পের আলোচ্য অংশটির অবস্থান অনুযায়ী জেলার নামঃ----------

ক্রমিক	পর্যালোচনার বিষয়	যে সকল প্রতিবেদন/ডকুমেন্ট যাচাই করা হবে।	পর্যালোচনা করা হয়েছে কি?	
১	সম্পাদনকৃত সকল কাজের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি পর্যালোচনা	১. ডিপিপি প্রণয়ন, দাখিল ও অনুমোদন সংক্রান্ত তথ্যাদি; ২. বাৎসরিক অগ্রগতির প্রতিবেদনসমূহ; ৩. প্রকল্প সমাপ্তির প্রতিবেদন ;(পিসিআর) ৪. মূল ডিপিপি; ৫. সংশোধিত ডিপিপি; ৬. অর্থ বরাদ্দ ও ছাড় সংক্রান্ত। ৭. SICT কর্মসূচি এবং প্রতিটি ইনস্টিটিউশনের মধ্যে যে চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছিল। ৮. SICT কর্মসূচির আওতায় আইসিটি প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষণার্থীর তালিকা এবং যোগাযোগের তথ্য।	হ্যাঁ	না
পর্যবে				
	ক্রয়-প্রক্রিয়াকরণ ও মূল্যায়ন ও কার্যাদেশ প্রদানে পিপাআর ২০০৮ যথার্থভাবে অনুসরণ করা হয়েছে কিনা?	১. দরপত্র আহবানের বিজ্ঞপ্তি সমূহ; ২. দরপত্রের প্যাকেজ নির্ধারণের ভিত্তি তথা প্রাক্কলন সমূহ ; ৩. দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি (টিইসি) গঠন সংক্রান্ত; ৪. দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়া; ৫. অনুমোদন প্রক্রিয়া; ৬. কার্যাদেশ প্রদান; ৭. দরপত্র নিষ্পত্তিতে কোনরূপ জটিলতা সংক্রান্ত তথ্যাদি;		
পর্যবে				

ডকুমেন্ট পর্যালোচনাকারীর নামঃ ---------- স্বাক্ষরঃ
তারিখঃ ----------

সমীক্ষা প্রশ্নমালা ০৭: তথ্যপ্রযুক্তি অবকাঠামো চেকলিস্ট

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
"Support to ICT Task Force (SICT) Programme"
প্রকল্পের প্রভাব মুল্যায়ন সমীক্ষা
সমীক্ষা প্রশ্নমালা ৭: তথ্যপ্রযুক্তি অবকাঠামো চেকলিস্ট

	যন্ত্রপাতির নাম		ব্র্যান্ড / মডেল / ক্যাপাসিটি		পরিমাণ		ইনস্টলেশনের তারিখ	বর্তমান অবস্থা		মন্তব্য
			পরিকল্পিত	আসল	পরিকল্পিত	আসল		সক্রিয়	অসক্রিয়	
১	কম্পিউটার									
		ডেস্কটপ								
		ল্যাপটপ								
২	ইউপিএস									
		অনলাইন ইউপিএস								
		অফলাইন ইউপিএস								
৩	সার্ভার									
		সেন্ট্রাল সার্ভার								

	যন্ত্রপাতির নাম		ব্র্যান্ড / মডেল / ক্যাপাসিটি		পরিমাণ		ইনস্টলেশনের তারিখ	বর্তমান অবস্থা		মন্তব্য
			পরিকল্পিত	আসল	পরিকল্পিত	আসল		সক্রিয়	অসক্রিয়	
		ডমিনো এন্টারপ্রাইজ সার্ভার								
		ডাটাবেজ সার্ভার								
৪	এসি									
৫	স্ক্যানার									
		স্ক্যানার								
		wide স্ক্যানার								
		flatbed স্ক্যানার								
		ডকুমেন্ট স্ক্যানার								
৬	আসবাবপত্র									
		কম্পিউটার টেবিল								
		কম্পিউটার চেয়ার								
		বুক শেল্ফ								
৭	যুক্ত সফ্টওয়্যার									
		mike software								
		GIS software								

	যন্ত্রপাতির নাম		ব্র্যান্ড / মডেল / ক্যাপাসিটি		পরিমাণ		ইনস্টলেশনের তারিখ	বর্তমান অবস্থা		মন্তব্য
			পরিকল্পিত	আসল	পরিকল্পিত	আসল		সক্রিয়	অসক্রিয়	
		lotus note client								
		domino designer								
		instant messaging software								
		oracle software								
৮	প্রিন্টার									
		লেসার								
		রঙিন								
		সাদা কালো								
		ডিজিটাল ছবির প্রিন্টার								
৯	মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর									
১০	ফটোকপি মেশিন									
		ডিজিটাল ফটোকপি								
		সাধারন ফটোকপি								
১১	ডিজিটাল ক্যামেরা									

	যন্ত্রপাতির নাম		ব্র্যান্ড / মডেল / ক্যাপাসিটি		পরিমাণ		ইনস্টলেশনের তারিখ	বর্তমান অবস্থা		মন্তব্য
			পরিকল্পিত	আসল	পরিকল্পিত	আসল		সক্রিয়	অসক্রিয়	
১২	ফ্যাক্স মেশিন									
১৩	টেলিফোনি সরঞ্জামাদি									
১৪	ভিডিও কনফারেন্সিং সরঞ্জাম									
১৫	হোয়াইট বোর্ড									
১৬	ওয়েবসাইট	Dynamic Static								
১৭	প্লটার (Plotter)									
১৮	সার্ভার রুম যন্ত্রপাতি									
১৯	ল্যান									
২০	নেটওয়ার্ক সরঞ্জাম									
২১	কেবল মডেম সার্ভার র‍্যাক Cable modem server rack									
২২	রাউটার (Router)									
২৩	Backbone									
২৪	Local loop									

	যন্ত্রপাতির নাম		ব্র্যান্ড / মডেল / ক্যাপাসিটি		পরিমাণ		ইনস্টলেশনের তারিখ	বর্তমান অবস্থা		মন্তব্য
			পরিকল্পিত	আসল	পরিকল্পিত	আসল		সক্রিয়	অসক্রিয়	
২৫	বায়োমেট্রিক সমাধান (Biometric solution)									
২৬	DDN equipment									
২৭	OMR মেশিন									
২৮	অ্যাড ড্রপ multiplexor									
২৯	ডাক্ট ও ফাইবার (Duct & fiber part)									
৩০	টেস্টিং সরঞ্জাম									
৩১	ডিজিটাইজার (Digitizer)									
৩২	Digital stylus									
৩৩	জিপিএস মেশিন									
৩৪	Digital sender									
৩৫	ইন্টারনেট গেটওয়ে									
৩৬	ফায়ারওয়াল									
৩৭	প্রশিক্ষণ									
		প্রশিক্ষণের নাম								
৩৮	অন্য কোন যন্ত্রপাতির (নাম নির্দিষ্ট করুন)									

উত্তরদাতা
নাম এবং স্বাক্ষর:
মোবাইল:
ই-মেইল:
তারিখ:

পরিদর্শক
নাম এবং স্বাক্ষর:
তারিখ:

শেরপুরে ফোকাস গ্রুপ আলোচনা

শেরপুরে ICT যন্ত্রপাতি

রাজশাহি ফোকাস গ্রুপ আলোচনা

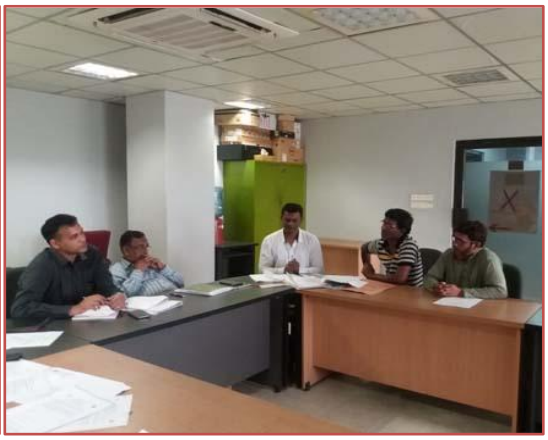

রাজশাহি ফোকাস গ্রুপ আলোচনা

BLRI এ ICT যন্ত্রপাতি

BLRI এ ICT যন্ত্রপাতি

সংযুক্তি ২ – প্রভাব মুল্যায়ন সমীক্ষার ছবি

মুল্যায়নের স্থানীয় কর্মশালা

স্থানীয় কর্মশালার অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

কুমিল্লায় ফোকাস গ্রুপ আলোচনা

কুমিল্লার ডিসি ফোকাস গ্রুপ আলোচনায় অংশগ্রহণ করছেন

ইনফ্রাস্ট্রাক্চার ইনভেস্টমেন্ট ফ্যাসিলিটেশন কোম্পানি
বাড়ী # ২৩৯, রোড # ১৭, নিউ ডিওএইচএস, মহাখালী, ঢাকা-১২০৬
ফোনঃ +৮৮০২ ৫৮৮১০০৩১-৩৩, ফ্যাক্স: ৫৮৮১০০৩৪
email: iifc@infra-bd.com, website: www.iifc.net